উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮১,৭২১.০৮ (+৭৬৯.০৯)
নিফটি : ২৪,৮৫৩.১৫ (+২৪৩.৪৫)

১৮০ কোটির চুক্তি বাতিল
বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ভারত। ১৮০ কোটির চুক্তি বাতিল করে পালটা দিল বাংলাদেশ। চুক্তিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য একটি টাগ জাহাজ নির্মাণের কথা ছিল। ১০

উত্তরপত্রে কারচুপিতেও পরীক্ষার যোগ্য নয়
এসএসসি'র ২০১৬-র বাতিল হওয়া প্যানেলের যেসব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর উত্তরপত্রে কারচুপি করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁরাও আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে পারবেন না। ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৩°	৩১°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৪°	২৪°

হার্ভার্ডে বিদেশি ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করার অনুমতি বাতিল করল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। ফলে প্রায় সাত হাজার শিক্ষার্থীকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে হবে। ১০

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 24 May 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 6

ঢাকায় আজ জমায়েত

ইউনূস স্বপদে, ওয়াকারকে সরানোর চেষ্টা

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৩ মে : পদত্যাগপত্র লিখেও থমকে গেলেন মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টার পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি আমেরিকাগামী বিমানে উঠে পড়বেন বলে জল্পনা ছিল বৃহস্পতিবার রাত থেকে। বদলে শুক্রবার মাঠে নেমে পড়লেন ইউনূস সমর্থকরা। তাঁদের ডাকে শনিবার 'মার্চ ফর ইউনূস' অভিযান হবে ঢাকায়। শাহবাগে ওই জমায়েতের জন্য ঢাকা পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে শুক্রবার।

মূলত দুটি দাবি ওই অভিযানের। প্রথমত, ইউনূসকে অন্তত পাঁচ বছর ক্ষমতায় রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, নির্বাচন পরে, আগে সংস্কার করতে হবে। অথচ সেনাবাহিনী থেকে বিএনপি, দ্রুত নির্বাচন করানোর জন্য চাপ তৈরি করছিল অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর। সংস্কারের ব্যাপারেও অন্তর্বর্তী সরকারের এক্তিয়ার খুব সীমিত বলে মন্তব্য করেছিলেন সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করাতে হবে, বলেছিলেন গত মঙ্গলবার।

শুক্রবার সেই সেনাপ্রধানকেই সরিয়ে দেওয়ার আলোচনা শুরু হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের অন্দরে। ১০ জুনের মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জুলাই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে সেই ঘোষণাপত্র মেনে সংবিধান স্থগিত করে দেওয়া হতে পারে। সেই সুযোগে একসঙ্গে অপসারণ করা হতে পারে রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধানকে। জুলাই অভ্যুত্থানের নেতারা প্রথম থেকেই রাষ্ট্রপতিকে সরানোর পক্ষে ছিলেন। সেই তালিকায় এখন যোগ হল ওয়াকারের নাম।

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বৃহস্পতিবার যমুনা ভবনে বৈঠক করার পর ইউনূসের ইস্তফার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। শুক্রবার

দিনভর তৎপরতা
- ইউনূসকে স্বপদে বহাল রাখার পক্ষে সক্রিয় অনেক মহল
- শনিবার 'মার্চ টু ইউনূস' অভিযানের ডাক
- সেনাপ্রধানকে অপসারণের তৎপরতা অন্তর্বর্তী সরকারে
- ইউনূস বিরোধিতায় ভারতের হাত আছে বলে অভিযোগ

১৮০ ডিগ্রি ঘুরে ফেসবুক পোস্টে তিনি পুরো বিষয়টির জন্য ভারতকে নিশানা করেন। তিনি লেখেন, 'দিল্লি থেকে ছক আঁকা হচ্ছে দেশকে অস্থিতিশীল করার। গণতান্ত্রিক রূপান্তরকে বাধাগ্রস্ত করে আরেকটা এক-এগারোর বন্দোবস্ত করার পাঁয়তারা চলছে।'

এরপর বারোর পাতায়

সাতপাকের সাক্ষী ওয়ালিমার মঞ্চ

মানবতাই আসল ধর্ম, বুঝিয়ে দিল পুনের সাম্প্রতিক এই ঘটনা। বৃষ্টির জন্য নষ্ট বিয়ের কুঞ্জ। পেরিয়ে যাচ্ছিল লগ্ন। এমন কঠিন সময়ে ওয়ালিমার মঞ্চ ছেড়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত তৈরি করল কাজি পরিবার।

একই বৃন্তে দুটি কুসুম

পুনে, ২৩ মে : আমি চাই, ধর্ম বলতে মানুষ বুঝবে মানুষ শুধু... কবির সুমনের গানটি বোধহয় পুনের কাজি, কাওয়াডে বা গালান্দে পরিবার শোনেনি কখনও। কিন্তু মনেপ্রাণে তারাও বিশ্বাসী মানবধর্মে। একটি মঞ্চে বিয়ের সাজে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চারজন। মুখে চওড়া হাসি। প্রকৃতি যেন একসূত্রে বেঁধে দিল দুই ধর্মকে।

কীভাবে? গত মঙ্গলবারের ঘটনা। ওয়ানাওয়াড়িতে খোলা আকাশের নীচে বসেছিল সংস্কৃতী কাওয়াডে ও নরেন্দ্র গালান্দের বিয়ের আসর। আমন্ত্রিতদের ভিড়ে ঠাসা চারদিক। সাতপাকে বাঁধা পড়ার আগেই গর্জে উঠল মেঘ। মুষলধারে বৃষ্টি নামল আকাশের গা বেয়ে। মুহূর্তে নষ্ট হয়ে গেল জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন। হইহই পড়ে গিয়েছিল চারদিকে। যে যেদিকে পারলেন ছুটলেন মাথা বাঁচাতে। বিশেষ দিনটি বৃষ্টির জলে মাটির মতো ধুয়ে যাওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সংস্কৃতী আর নরেন্দ্র। চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। মুখে কথা নেই কারও। কত স্বপ্ন দেখেছিলেন এই দিনের জন্য। দুই পরিবার চিন্তিত, লগ্ন পেরিয়ে গেলে তো মহামুশকিল।

মাহীন-মহসিনের সঙ্গে সংস্কৃতী-নরেন্দ্র।

ঠিক পাশেই একটি হলঘরে তখন 'ওয়ালিমা' (ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 'নিকাহ' পরবর্তী অনুষ্ঠান) চলছে। ঘরভর্তি অতিথি-অভ্যাগতরা। মঞ্চে মাহীন আর মহসিন কাজি। মনে কিছুটা সংকোচ নিয়েই সাহায্য চাইতে নরেন্দ্রর পরিজনরা গেলেন কাজি পরিবারের কাছে। যদি হলঘরের মঞ্চটি একবার ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। সন্ধে ৬টা ৫৬ মিনিটের মধ্যে যে সাতপাকে বাঁধা পড়তে হবে সংস্কৃতী-নরেন্দ্রকে।

রাজি হতে একবারের জন্যও ভাবেননি ওঁরা। কাজিদের মাথায় আসেনি ওয়াকফ সংশোধনী বিতর্ক বা ৩৭০ ধারা উচ্ছেদ। কাওয়াডে-গালান্দেদের ভাবনায় ছিল না পহলগাম কাণ্ড। মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়িয়েই তো গাওয়া হয় মানবতার জয়গান। এক বৃন্তে দুটি কুসুম একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে যেমন।

শুধুমাত্র মঞ্চ ছেড়ে দেওয়া নয়, ওই পরিবারের আমন্ত্রিতরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রস্তুতিতে। উদ্দেশ্য একটাই, যেন সমস্ত নিয়ম মেনে পালিত হয় আচার। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে হিন্দু দম্পতিকে সাতপাকে ঘুরতে দেখছিলেন মাহীন-মহসিন।

এরপর বারোর পাতায়

প্রায় এক মাস পর ঘরে ফিরলেন পাকিস্তানের হাতে বন্দি বাংলার বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ভিড় জমল হাওড়া স্টেশনে। শুক্রবার। -পিটিআই

বদল চাইছে দক্ষিণ দিনাজপুর

শিল্পস্বপ্ন আঁধারেই

সৌরভ রায়

গঙ্গারামপুর, ২৩ মে : সম্ভাবনা কম নেই। কিন্তু তার বাস্তবায়ন হবে কোন পথে, জানা নেই কারও। সদ্য শিলিগুড়ির বাণিজ্য সম্মেলন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও দেখাননি সুনির্দিষ্ট কোনও দিশা। শিল্পবিহীন জেলার তকমা আর কতদিন বয়ে নিয়ে যাবে দক্ষিণ দিনাজপুর, তা নিয়ে প্রশ্ন ঘুরছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি আজও। এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুলছেন বালুরঘাটের সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

আত্রেয়ী রয়েছে, আছে আরও নদী, শাখা নদী থেকে খালবিল। ফলে কৃষিনির্ভর শিল্পের আদর্শ ভূমি হতে পারে দক্ষিণ দিনাজপুর। কিন্তু সেই উদ্যোগও নেই। একটা সময় দেশের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল হিলি স্থলবন্দর। ছিল ১৫টি চালকল। এখন চালকলগুলির কোনও অস্তিত্ব নেই। এ প্রসঙ্গে জেলার অন্যতম ইতিহাস গবেষক সমিত ঘোষের আক্ষেপ, 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা একসময় ব্যবসায়িক কেন্দ্র ছিল। এখন ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়েছে।' জেলায় আছে বলতে, পতিরাম ও গঙ্গারামপুর ব্লকে মাঝারি মাপের চারটি জুট মিল, রাইসব্যান তেল তৈরির কারখানা এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটি প্লাই কারখানা। জেলার অন্যতম কুটিরশিল্প বলতে গঙ্গারামপুরের তাঁত। সেই তাঁতশিল্পের অবস্থাও তথৈবচ। তপন, কুশমণ্ডি ব্লকের ধোকরা ও কার্পেট এবং হরিরামপুর ও তপন ব্লকের মাদুরশিল্প তলানিতে ঠেকেছে। বঙ্গরত্ন সম্মানপ্রাপ্ত কবি সুকুমার সরকার বলছেন, 'বাম আমলে গঙ্গারামপুরে একাধিক তাঁত সমবায় ছিল। যার একটিরও অস্তিত্ব বর্তমানে নেই।'

অধরা শিল্প
- হিলিতে একসময় ছিল ১৫টি চালকল, এখন নেই একটিও
- গঙ্গারামপুরের তাঁতশিল্পের অবস্থাও তথৈবচ
- ধোকরা, কার্পেট ও মাদুরশিল্প তলানিতে ঠেকেছে
- সরকারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি
- পতিরাম ও গঙ্গারামপুর ব্লকে মাঝারি মাপের চারটি জুট মিল, রাইসব্রান তেল তৈরির কারখানা এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটি প্লাই কারখানা রয়েছে

শিল্পে জেলার এমন দুরবস্থার জন্য জমি সমস্যাকে তুলে ধরছেন শিল্পপতিরা। শিল্পপতি শংকর রায় বলছেন, 'শিল্পস্থাপনের জন্য সরকার নানা সহায়তা করলেও, জমির সমস্যা বড় হয়ে উঠছে। এক প্লটে বড় জমি পাওয়া এখন দুষ্কর। তাছাড়া একটা জমির একাধিক মালিক। গত কয়েক বছরে জমির দামও অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জমি কিনতে গিয়ে শিল্পপতিরা শিল্পস্থাপনের উদ্যোগ হারিয়ে ফেলছেন।' এই সূত্র ধরেই শিল্পপতি রাজকুমার জালান বলেন, 'সরকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে। কিন্তু পার্কের জমির দাম বাইরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। তাই জেলায় শিল্পস্থাপন প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে।'

যদিও সুকান্ত বলেন, 'জেলায় শিল্পস্থাপনে উদ্যোগী হতে হবে রাজ্য সরকারকে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। বাম আমলেও জেলায় শিল্পস্থাপনের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি, পরিস্থিতি বদলায়নি তৃণমূলের জমানাতেও।' তবে রাজ্যের ক্রেতা ও সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী তথা হরিরামপুর বিধানসভার বিধায়ক বিপ্লব মিত্রের দাবি, গঙ্গারামপুর থেকে তপন পর্যন্ত শিল্পস্থাপনের জন্য উপযুক্ত জমি ইতিমধ্যে দেখা হয়েছে। পাশাপাশি, গঙ্গারামপুরের তাঁতশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কৃষ্ণেন্দুর নিশানায় প্রোমোটারচক্র

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৩ মে : শহরের বুকে অবৈধভাবে পুকুর ভরাটের পর প্লট করে তা বেচে দিচ্ছে প্রোমোটারচক্র। এমনই অভিযোগ করলেন খোদ ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। মালদা শহরের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লি হালদারপাড়া এলাকায় এভাবে পুকুর ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলেই নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে মনে করছেন তিনি। তবে পরিস্থিতির জন্য পুরসভাকেই দুষছে বিজেপি। পালটা কৃষ্ণেন্দু প্রোমোটার চক্রে জড়িত বলে অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে পদ্ম শিবির।

স্থানীয় বিজেপি কাউন্সিলারের অভিযোগ, 'ওয়ার্ডটি বিজেপি পরিচালিত হওয়ার জন্যই সেখানে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা কাজ করছে না।'

অভিযোগ, নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হওয়ার জন্য ওই এলাকায় রাস্তার ওপর দিয়ে শৌচালয়ের জল বয়ে যাচ্ছে। এলাকায় জমে থাকা নোংরা পচা জলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সেই জল পেরিয়েই নিত্যদিনের কাজ সারতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। এনিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলারের কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় কাউন্সিলার সুতপা মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বারবার বলা সত্ত্বেও এই এলাকায় কোনও কাজ হচ্ছে না। শুধুমাত্র বিজেপির জনপ্রতিনিধি হওয়ার জন্যই তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড আমার কথায় কান দিচ্ছে না।' যদিও পুরসভার চেয়ারম্যানের দাবি, 'ওই এলাকার একাংশে পুকুর ভরাট করে বসতি গড়ে ওঠায় সেখানে কাজ করা যাচ্ছে না। বাকি অংশের সমস্যার কথা কাউন্সিলার আমাকে জানাননি। কিছু অংশের কাজের জন্য পোর্টালে আবেদন করা হয়েছে।'

বেহাল পরিষেবা
- ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লি হালদারপাড়ার নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে
- রাস্তার ওপর দিয়ে নোংরা জল বয়ে যাচ্ছে
- পুকুর ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলেই নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে দাবি

স্থানীয় বাসিন্দা রিঙ্কু মণ্ডলের অভিযোগ, 'আমাদের প্রচণ্ড সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এখানে নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় সব বাড়ির শৌচালয়ের জল রাস্তার ওপর দিয়ে বইছে। বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া থেকে শুরু করে পূজার্চনা, বিয়ে সবেতেই সমস্যা হচ্ছে। আশপাশের সব এলাকায় ড্রেন হয়েছে। আমাদের এখানে কেন হবে না? আমরা কি ট্যাক্স দিই না? আগে যিনি কাউন্সিলার ছিলেন তাঁকেও বলেছি, এখন যিনি কাউন্সিলার আছেন তাঁকেও বলছি। কিন্তু কাজ হচ্ছে না।'

কাউন্সিলার সুতপা বলেন, 'স্থানীয় বাসিন্দারা যে দাবি করছেন, তা তাঁদের প্রাপ্য। ওঁরা পুরসভাকে ট্যাক্স দিচ্ছেন। অথচ পরিষেবা পাচ্ছেন না। এই হালদারপাড়ার একাংশে কোনও নিকাশি ব্যবস্থা নেই। বাড়ির শৌচালয়ের জল রাস্তার ওপর জমে থাকছে। এলাকার লোকজন প্রতিদিনই এনিয়ে আমাকে বলছেন। আমি বারবার পুরসভাকে জানিয়েছি,

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

যুদ্ধের ভাব বজায়ে নানা কৌশল খুব জরুরি এখন

গৌতম সরকার

নরেন্দ্র মোদি আসছেন। এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় খবর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরের সময়ই জানা গিয়েছিল। আগাম খবর ছিল না বিজেপির উত্তরবঙ্গের নেতাদের কাছেও। তাঁরা হতভম্বই হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ দিল্লির 'বজ্রনির্ঘোষে' এখন মোদির সমাবেশের জন্য লোক জোগাড়ে রাত-দিন এক করতে হচ্ছে তাঁদের। কেন আসছেন তিনি? অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যগাথা নাকি শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রীর মুখে।

বিজেপির ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনের দাবি সেরকমই। তিনি দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক। ফলে তাঁর কথার সত্যতা নিয়ে সংশয়ের কারণ নেই। আগামী বৃহস্পতিবার মোদির আলিপুরদুয়ারের জনসভা। ঠিক এক সপ্তাহ আগে গত বৃহস্পতিবার রাজস্থানের সভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে দীপকের দাবির যথার্থতা স্পষ্ট। যুদ্ধ থেমে গেলেও রণহুংকার এখন মোদির অস্ত্র।

সগর্বে বলেছেন, '২২ তারিখ যারা মা-বোনেদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল, তাদের বদলা ২২ মিনিটে নিয়েছি।' একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। ধরে নেওয়া যায়, আলিপুরদুয়ারের সভাতেও সেই যুদ্ধোন্মাদনার ঢাকে কাঠি পেটাবেন তিনি। শুধু মোদির ভাষণে নয়, যুদ্ধের আবহের আরও নানা উপাদান এখন চারদিকে। আটদিনের ব্যবধানে পাক

এরপর বারোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

২৫টি ওষুধ বাজার থেকে প্রত্যাহার

সাতের পাতায়

অ্যাপলকে ফের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

নয়ের পাতায়

বিদেশে লিচু পাঠানোর পরিকাঠামো নেই

রপ্তানিতে ২ কাঁটা

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৩ মে : লিচুকে বলা হয় সেল্ফ লাইফটাইম ক্যাপাসিটি ফল। অর্থাৎ এই ফল পাকা অবস্থায় গাছ থেকে পাড়ার পর বেশি সময় থাকে না। দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তাই খুব অল্প সময়েই লিচু বাজারজাত করতে হয়। এমন ফল দূরদূরান্তে পাঠানো কিছুটা হলেও কষ্টসাধ্য। এই ফলের জন্য বিখ্যাত মালদা জেলা। জেলায় প্রতিবছর গড়ে ৮-৯ মেট্রিক টন লিচুর উৎপাদন হচ্ছে। লিচুচাষি থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের একাংশ দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে লিচু রপ্তানির দাবি জানিয়ে আসছেন। একাধিক আলোচনা, মিটিং হলেও তা অবশ্য বাস্তবায়িত হয়নি। স্থানীয় বাজার ছাড়া প্রতিবেশী কয়েকটি রাজ্যে মালদার লিচু রপ্তানি হচ্ছে। এতে কৃষক বা ব্যবসায়ীদের তেমন মুনাফা হচ্ছে না। কালিয়াচকের উত্তর দরিয়াপুরের লিচুচাষি মহম্মদ সেনাউল্লা বলেন, 'বিদেশে লিচু রপ্তানি শুরু হলে আমরা উপকৃত হব। লিচু চাষে আমাদের আগ্রহ আরও বাড়বে। রোজগার বাড়বে। একাধিক মিটিং হয়েছে। আমরা মিটিংয়ের দাবিও জানাচ্ছি। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।' যদিও মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বক্তব্য, 'বিদেশে লিচু রপ্তানির জন্য কেউ প্রস্তাব দিলে আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্যই উদ্যোগ নেব।'

মালদা জেলার বোম্বাই প্রজাতির লিচুর গুণগত মান সব থেকে ভালো। এই লিচুর চাহিদাও বেশি বাজারে। কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকে সব থেকে বেশি বোম্বাই প্রজাতির লিচু চাষ হয়। এখনও জেলার উৎপাদিত লিচু বিদেশে রপ্তানির পরিকাঠামো তৈরি না হওয়ায় হতাশ সকলেই। রপ্তানিকারকদের একাংশের দাবি, মালদার লিচু বিদেশে রপ্তানি করতে হলে আধুনিক পরিকাঠামো প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাপেডার সংস্থার মাধ্যমেই এই পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। লিচু রপ্তানির জন্য বাগান থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ফ্রিজিং কনটেনার ক্যারিভ্যান প্রয়োজন। সঙ্গে গ্রিন চ্যানেল কার্গো বুকিং এয়ারপোর্ট প্রয়োজন। তবেই লিচু বিদেশে পাঠানো সম্ভব। তবে মালদাকে লিচু এক্সপোর্ট জোন ঘোষণা করলেও এখনও এই সব পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। ফলে লিচু বিদেশে রপ্তানির সম্ভাবনা আপাতত ক্ষীণ।'

লিচুটি আমি খাব পেড়ে... বালুরঘাটে অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'সেল্ফ লাইফটাইম ফল লিচু। রপ্তানির জন্য পরিকাঠামো নেই মালদায়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে লিচু এক্সপোর্ট জোন ঘোষণা হলেও এখনও তৈরি পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। বিদেশ লিচু রপ্তানি করতে পারে বৈদেশিক মুদ্রার আয় হবে দেশের। কৃষক থেকে ব্যবসায়ীরাও লাভবান হবেন।'

তবে বর্তমানে লিচু চাষের ক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন রকম রাসায়নিকের ব্যবহার।

এরপর বারোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

পুরসভার বিরুদ্ধে আন্দোলনে শান মোহিতের

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২৩ মে : যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ। বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা। সবমিলিয়ে পুরসভার ব্যর্থতায় রায়গঞ্জে নাগরিক পরিষেবা লাটে উঠেছে। এমনই অভিযোগ তুলে রায়গঞ্জ পুরসভা ঘেরাওয়ের ডাক দিল কংগ্রেস। ২৮ মে এমন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেবেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি ও রায়গঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোহিত সেনগুপ্ত। আপাতদৃষ্টিতে এমন আন্দোলনের মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। সব শহরেই বেহাল নাগরিক পরিষেবার প্রতিবাদে শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে বিরোধীরা। কিন্তু কংগ্রেসের এমন কর্মসূচির ঘোষণায় নতুন চর্চা শুরু হয়েছে রায়গঞ্জে। কেননা, মোহিতের অভিযোগের অভিমুখ রয়েছে একদা তাঁরই 'ডানহাত' সন্দীপ বিশ্বাসের দিকে। যিনি বর্তমানে পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান।

একসময়ে মোহিত ও সন্দীপ ছিলেন কংগ্রেসে। মোহিত রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন কার্যত তাঁর ডানহাত ছিলেন সন্দীপ। ২০১৭-তে পুর নির্বাচনের আগে সন্দীপ 'হাত ফসকে' চলে যান ঘাসফুলে। ওই বছরই রায়গঞ্জ পুরসভার দখল নেয় তৃণমূল। সন্দীপকেই চেয়ারম্যান হিসেবে বেছে নেয় রাজ্যের শাসকদল। শুধু তাই নয়, '২২-এ পুরসভার মেয়াদ শেষ হলেও সন্দীপকেই প্রশাসক পদে বসায় রাজ্য সরকার। কিন্তু মোহিত থেকে যান হাত শিবিরেই। এবার একদা ছায়াসঙ্গী সন্দীপের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শান দিতে চাইছেন পোড়খাওয়া কংগ্রেস নেতা মোহিত।

> আজ এই শহর আবর্জনার আঁতুড়। এমন বিষয়গুলি নিয়েই পুরসভার কাছে জবাবদিহি তলব করে ঘেরাও করতে চলেছি আমরা।
>
> **মোহিত সেনগুপ্ত**
> *সভাপতি, উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস*

শুক্রবার জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিতের অভিযোগ, বিভিন্ন ওয়ার্ডে আবর্জনা সাফাই হয় না। শহরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট কার্যত বেহাল হয়ে পড়েছে। বৃষ্টিতে পুরো রায়গঞ্জ ভেসে যায়। পুরসভার অবসরপ্রাপ্তরা ঠিকঠাক পেনশন পান না, সাফাইকর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না।

এরপর বারোর পাতায়

e-TENDER NOTICE

Sealed tender are hereby invited by the Executive Officer, H.C.Pur -I Panchayat Samity SBKT under SBM(G) NIT e4H1DB202526 vide Memo No. 303, Date : 22/05/2025. Interested persons may visit https://wbtenders.gov.in for details.

Sd/-
Executive Officer
H.C.Pur-I Panchayat Samity
Malda

নেপাল সীমান্তে ধৃত বাংলাদেশি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৩ মে : বৃহস্পতিবার ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে গ্রেপ্তার হল এক বাংলাদেশি তরুণ! জাল আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড বানিয়ে নেপাল সীমান্তে প্রায় এক বছর ধরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বসবাস করছিল সে। তরুণের নাম রঞ্জিত বর্মন। ২৮ বছরের রঞ্জিত বাংলাদেশের রংপুর ডিভিশনের বাসিন্দা।

ভারত-নেপাল সীমান্তে মোতায়েন এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সীমান্তে টহল দিচ্ছিলেন। সেসময় ওই তরুণকে দেখে সন্দেহ হলে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে এসএসবি। ধৃতের কাছ থেকে মেলে বাংলাদেশের জন্ম শংসাপত্র, পাসপোর্ট ও বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ভারতীয় ভোটার এবং আধার কার্ডও।

এসএসবির এক আধিকারিক জানান, ধৃত ২০২১ সালে ভারতীয় ভিসা নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে এদেশে প্রবেশ করে। দুই মাস ভারতে থাকার পর সে বাংলাদেশে ফিরে যায়। ছয় মাস পর পুনরায় চোরাপথে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় যায়। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর এক এজেন্ট মারফত মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে কোচবিহারে গিয়ে প্রথমে জাল আধার কার্ড করে। পরে ২০২৪ সালে তৈরি করে ভারতের ভোটার কার্ড। ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরির পর গতবছর থেকে বসবাস শুরু করে পানিট্যাঙ্কি গৌরসিংজোতে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

এসএসবি জওয়ানদের সঙ্গে ধৃত বাংলাদেশি রঞ্জিত বর্মন। -সংবাদচিত্র

ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বৃহস্পতিবার রাতেই খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেন এসএসবির আধিকারিকরা। তাকে শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, এদিন বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

চলতি মাসে বেশ কয়েকজন অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে। গত বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জে এক বাংলাদেশি ধরা পড়ে বিএসএফের হাতে। ধৃত চার বছর ধরে মেখলিগঞ্জের একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করত এবং সেইসঙ্গে একটি মসজিদে ইমাম হিসেবেও নিযুক্ত ছিল। তার কাছ থেকে একাধিক ভারতীয় পরিচয়পত্র মেলে। আরেক বাংলাদেশি মহিলা প্রায় পাঁচ বছর ধরে শিলিগুড়িতে বসবাস করছিল।

ডঃ বিসি রায় কৃতী সম্মান ২০২৫

নিউজ ব্যুরো

২৩ মে : দুর্গাপুরের ডঃ বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সম্প্রতি দুলাল মিত্র অডিটোরিয়ামে 'ডঃ বিসি রায় কৃতী সম্মান ২০২৫'-এর আয়োজন করে। কলেজের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন এরকম চারজন শিক্ষককে সম্মান জানানো হয়। পাশাপাশি দুর্গাপুরের বিভিন্ন বোর্ডের দশম ও দ্বাদশের কৃতী পড়ুয়াদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সমস্ত শিক্ষক কলেজের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL, NAGRAKATA, JALPAIGURI

Admission for class XI 2025-26

Applications are invited for admission to Class 11 in the Science and Arts Streams.

Important Information :

- Only English version students are eligible to apply. Students from CBSE and ICSE can also apply.
- The School is fully subsidized for the ST Students, therefore ST certificate is mandatory during the submission of the form.
- Documents such as Secondary admit card, marksheet and ST certificate will be required at the time of submission of forms.
- Students will be selected on the basis of merit through an admission test.
- Admission Test Syllabus : Based on the Class 10 Syllabus.

Admission Forms Submission :

- From 29th to 31st May : 11:00 A.M. to 2:00 P.M. (School Office)
- From 2nd June Onwards : During normal School Hours
- Last date of form submission : 10th June
- Admission Test Date : 17th June
- Follow the district website **https://jalpaiguri.gov.in/notice category/announcements/**for further updates.

Sd/-
Teacher-in-Charge
EMRS, Nagrakata

কর্মখালি

Female staff required for Momo Shop in Noida. Salary with accommodation & food. 8116468919 (C/116516)

•

পরিশ্রমী Floor Manager - Under 30, H.S.(P) চাই। Mall in Gangtok. 9434117292. (C/116362)

অ্যাফিডেভিট

গত 22.5.2025 শিলিগুড়ি E.M.Court-এ আমি Dweepashree Ghosh বিবাহের পরে Dweepashree Pal বলে পরিচিত হইলাম, Affidavit করে। (C/116550)

•

DL.WB7320150270999 এ Tittle ভুল থাকায় গত 22/05/2025 তারিখে Siliguri EM. কোর্ট-এ অ্যাফিডেভিট করে আমি Punya Jha থেকে Punya Roy হলাম। (C/116558)

•

I, Anindita Sarkar Dey, W/o- Susanta Dey, r/o-S J Road by lane, Ward No. 06, Subhaspally, Kotwali, Coochbehar (WB) shall henceforth be known as Anindita Dey as declared in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Sadar, Coochbehar vide affidavit no. 94AB188131 dated 20.05.2025. Anindita Sarkar Dey & Anindita Dey both are same and identical person. (C/116562)

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি./৩০ অফ ২০২৫; তারিখ : ১৯-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং : ১: [illegible] ... পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন রেলে লীজ এসএলআরের লাইসেন্স প্রদানের হেতু ই-নীলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন রেলের এসএলআর লীজিংয়ের জন্যে ই-নিলাম। বিবরণঃ এসএলআর কোচ পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), রেট ইউনিটঃ প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অস্থান ক্যাটালগ নং. সী-এপি-পিসিএল-লীজ

এলইকিউ নং.	এলআর্ট সংখ্যা/শ্রেণী	ট্রিপচ
এএ/১	[illegible]	৭৩০
এএ/২	[illegible]	৭৩০
এএ/৩	[illegible]	৭৩০
এএ/৪	[illegible]	৭৩০
এএ/৫	[illegible]	৭৩০
এএ/৬	[illegible]	৭৩০
এএ/৭	[illegible]	৭৩০
এএ/৮	[illegible]	৭৩০
এএ/৯	[illegible]	৭৩০
এএ/১০	[illegible]	৭৩০
এএ/১১	[illegible]	৭৩০
এএ/১২	[illegible]	৭৩০
এএ/১৩	[illegible]	৭৩০
এএ/১৪	[illegible]	৭৩০
এএ/১৫	[illegible]	৩১৩
এএ/১৬	[illegible]	৭৩০
এএ/১৭	[illegible]	৭৩০
এএ/১৮	[illegible]	৭৩০
এএ/১৯	[illegible]	৭৩০
এএ/২০	[illegible]	৩১৩
এএ/২১	[illegible]	৭৩০
এএ/২২	[illegible]	৭৩০

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০১-০৫-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০১-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত টেন্ডারকারীগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

হাতির আচরণে সতর্কতার পাঠ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : প্রজননের মরশুমে রেললাইনের উপরে চলে আসা হাতির মৃত্যু আটকাতে লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলটদের বাড়তি সতর্কতা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। শুক্রবার ডিআরএম চৌপথি সংলগ্ন রেলের জোনাল ট্রেনিং স্কুলে এ নিয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সেখানে বন দপ্তরের কর্তারা রেলকর্মীদের হাতির আচার-আচরণ সম্পর্কে পাঠ দেন। এদিনের কর্মশালায় বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া (ওয়েস্ট) রেঞ্জের নুর ইসলাম, ডিভিশনাল সেফটি অফিসার রবি চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রাকেশকুমার ঝা, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেফটি অফিসার সঞ্জীব দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রাজাভাতখাওয়া (ওয়েস্ট)-র রেঞ্জ অফিসার নুর বলেন, 'হাতির প্রজননের মরশুমে সকলকে অতি সতর্ক থাকতে হবে। কোথায় কখন হাতি থাকছে তা বোঝা সম্ভব নয়। বিশেষ করে বৃষ্টির সময় দূর থেকে হাতির উপস্থিতি সঠিকভাবে বোঝা যায় না। তাই লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলটদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে।'

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION

"Acharya Prafulla Chandra Bhawan", DK-7/1, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091
email: secretary.wbbpe@gmail.com / Website: https://wbbprimaryeducation.org

NOTICE

It is hereby notified for information to all concerned that the existing website of the West Bengal Board of Primary Education (**www.wbbpe.org & www.wbbprimaryeducation.org**) will be discontinued on and from **26 May, 2025** and replaced with a new website **https://wbbpe.wb.gov.in**

It is also informed to all concerned that all the information available in the existing website will be transferred to the new website.

All concerned persons and/or stakeholders are requested to act accordingly.

Date : 23.05.2025 Sd/- Secretary, WBBPE

বামনহাট ইয়ার্ডের উন্নতকরণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। [illegible] ... উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে মেডিক্যাল গ্যাসের যোগান

টেন্ডার নং. সিএমডি-ইএমপি-২০২৫-২৬-০১ তারিখঃ ২০-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ২ বৎসরের এক [illegible] ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ABRIDGE TENDER NOTICE

Construction of Modifide Leach Pit and Filter Chamber at various places under Harirampur Panchayat Samity as per NIT No.-05/HRP/PS/DD, Dt-21.05.2025
Last date of submission - 29.05.2025 upto15.00 P.M.
Date of opening tender-02/06/2025 after 11.00 A.M. & NIT No.-06/HRP/PS/DD, Dt-22.05.2025.
Last date of submission - 30.05.2025 upto 13.55 P.M.
Date of opening tender - 02.06.2025 after 11.00 A.M.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

আজ টিভিতে

জোনাকি-ধ্রুবকে ছাড়াতে এল কে? **মিত্তিরবাড়ি** রাত ৯.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ কুরুক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ নাগপঞ্চমী, সন্ধে ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, ১.০০ খাদ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দেবী, বিকেল ৪.৫০ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম, সন্ধে ৭.৩০ রাবণ, রাত ১০.৩০ যোদ্ধা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ ভালোবাসা, দুপুর ১.৫৫ দিওয়ানা, বিকেল ৫.০৫ জোয়ার ভাঁটা, রাত ৯.৩০ পদাতিক, ১২.২৫ বিয়ে বিভ্রাট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কথা দিলাম, সন্ধে ৭.৩০ মধুর মিলন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আদরের বোন, রাত ৯.০০ ভিলেন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পুরুষোত্তম

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.০০ কালা পত্থর, দুপুর ১.৪৫ মনসুন শুটআউট, বিকেল ৩.৪৫ দিওয়ানা, সন্ধে ৭.১৫ মুঝসে শাদি করোগি, রাত ১০.৩০ আ জেন্টলম্যান- সুন্দর, সুশীল, রিস্কি

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৩০ সাথী, বিকেল ৪.২৭ পাথু থালা, সন্ধে ৭.৩০ খলনায়ক, রাত ১০.৪৭ নাগিন কা ইন্তেকাম

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.০৬ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, দুপুর ২.০৯ মিশন রানিগঞ্জ, বিকেল ৪.৫০ হোগি পেয়ার কি জিত, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ১০.০৯ বাদল

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বিকেল ৩.২৬ উঁচাই, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ ডার্লিংস, ১১.১৭ লয়লা মজনু

কালা পত্থর
সকাল ১০.০০ **স্টার গোল্ড**

যুদ্ধ দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

পদাতিক (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৯.৩০ **জি বাংলা সিনেমা**

Notice

E-Tender is being invited from the bonafide contractors vide **N.I.T. No 03/PS/PHD/2025-26, Date-23/05/2025 and Last date for Submission of Bids-30/05/2025 upto 03.30 P.M.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/- Executive Officer, Phansidewa Panchayet Samity

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD

Haren Mukherjee Road, Hakimpara Siliguri-734001
NIeT No.-04-DE/SMP/2025-26

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Date & time Schedule for Bids of work

Start date of submission of bid : 23.05.2025 (server clock), Last date of submission of bid : 29.05.2025 (server clock). All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/- DE, SMP

গুড্স ইয়ার্ডের সুবিধার উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_জিএস_১১_২৫-২৬, তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। [illegible] ... ১,২৬,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
পরিশিষ্ট-IV-এ" [রুল ৮(৬)-এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

[illegible]

কিউআর কোড

ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশনের ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫
কানাইয়া কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৮৮৩১৩৮১১৮৬

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : টিএসকে/ইএনজিজি/১৯ অফ ২০২৫, তারিখ: ১৯-০৫-২০২৫; [illegible] ... ২,৬৬,৮০০/- টাকা; উপরোক্ত সব টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা তারিখ ১০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৬:০০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_জিএস_১২_২৫-২৬; [illegible] ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ... পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আধ্যাত্মিক জগৎ নিয়ে আগ্রহ বাড়বে। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বৃষ : প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় উন্নতি। রাজনৈতিক নেতাদের নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও তা সময়মতো শেষ করতে পারবেন। বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ। কর্কট : অসংযত জীবনযাপনের জন্য প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। দাম্পত্যে শান্তি বিঘ্নিত হবে। সিংহ : কাউকে বিশ্বাস করে কোনও কিছু দিলে ফেরত নাও পেতে পারেন। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। কন্যা : নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। তুলা : কোনও নিকট আত্মীয়ের মিথ্যা প্রলোভনে অর্থ নষ্ট। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। বৃশ্চিক : পারিবারিক কোনও সমস্যা থাকলে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনায় মিটিয়ে নিন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। ধনু : কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। সর্দি, কাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। মকর : বাইরের মশালাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। কুম্ভ : বহুজাতিক কোম্পানিতে লোভনীয় প্রস্তাব পেতে পারেন। সাংসারিক সমস্যা কেটে যাবে। মীন : প্রিয়জনের ভালোবাসায় মানসিক চাপ কাটবে। মামলা-মোকদ্দমায় জয় নিশ্চিত।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ৩ জ্যৈষ্ঠ, ২৪ মে, ২০২৫, ৯ জেঠ, সংবৎ ১২ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৫ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১২। শনিবার, দ্বাদশী অপরাহ্ণ ৪।২। রেবতীনক্ষত্র দিবা ১০।৪৮। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ১২।৩৩। কৌলবকরণ প্রাতঃ ৫।১৩ গতে তৈতিলকরণ অপরাহ্ণ ৪।২ গতে গরকরণ রাত্রি ২।৪৯ গতে বনিজকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১০।৪৮ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৪।২ গতে ত্রকপাদদোষ। যোগিনী- নৈরৃঋতে, অপরাহ্ণ ৪।২ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৬।৩৬ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ২।৫৩ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।১২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৩৩ মধ্যে ও ৩।৩৬ গতে ৪।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, অপরাহ্ণ ৪।২ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৩।৩৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ৬।৩৬ গতে অপরাহ্ণ ৪।৩৩ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবাহ- রাত্রি ৭।৩৩ গতে ৯।৫১ মধ্যে বৃশ্চিক ও ধনুলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১১।৩৮ গতে ২।৪৩ মধ্যে কুম্ভ ও মীন লগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৪৮ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৩৮ গতে ৬।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৬ মধ্যে ও ১১।১৬ গতে ১।২২ মধ্যে ও ২।৪৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Reliance
Jio Mart
টাইম আর টাকা
দুটোই বাঁচান
Quick
Scheduled
Biscuits, Drink & Packaged Foods
Ice Cream & Frozen
Chips & Namkeens
Biscuits & Cookies
Chocolates &...
Indian Sweets
Drinks & Juices
Breakfast Cereals
Noodles, Pasta &...
Quick ফ্রি হোম ডেলিভারী
লো প্রাইস গ্যারান্টি
0
জিরো অতিরিক্ত চার্জ
ফ্ল্যাট ₹100 ছাড়*
আপনার 1ম Quick গ্রোসারি অর্ডারের উপর
*ন্যূনতম ₹399-এর কেনাকাটার উপরে।
ব্যবহার করুন কুপন কোড
JMNEW100
ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন
*T&C Apply
টমেটো 1 kg
বাজারের দাম ₹ 40
জিওমার্ট প্রাইস ₹29
ম্যাঙ্গো হিমসাগর 1 kg
বাজারের দাম ₹ 60
জিওমার্ট প্রাইস ₹39
ম্যাঙ্গো ল্যাংড়া 1 kg
বাজারের দাম ₹ 80
জিওমার্ট প্রাইস ₹49
কোয়ালিটি ওয়ালশ
প্যাক / টাবস্ 700 ml থেকে শুরু
(নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 140 থেকে শুরু
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 70 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 50% ছাড়
বিঙ্গো! / প্রিঙ্গলস্ চিপ্স
75 g থেকে শুরু
(নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 20 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 40% ছাড়
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 12 থেকে শুরু
কোল্ড ড্রিঙ্ক 750 ml /
জ্যুস 600 ml
(নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 40 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 25% ছাড়
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 30 থেকে শুরু
মহাকোষ রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েল
840 g / ফরচুন কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড
অয়েল 1 L
এমআরপি ₹ 164 / ₹ 190
জিওমার্ট প্রাইস ₹125/ ₹157
সঞ্চয় ₹ 39 / ₹ 33
ম্যাককেইন ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস
420 g
এমআরপি ₹ 125
জিওমার্ট প্রাইস ₹49
সঞ্চয় ₹ 76
ট্রেসেমে / হিমালয়া /
ডাভ শ্যাম্পু 340 ml
(নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 310 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 33% ছাড়
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 207 থেকে শুরু
টাইড 6 kg + 2 kg / সার্ফ এক্সেল ডিটারজেন্ট
পাউডার 7 kg / এরিয়েল / সার্ফ এক্সেল মেটিক
লিকুইড 4 L / কমফোর্ট ফেব্রিক কন্ডিশনার 2 L
(নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 550 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 40% ছাড়
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 330 থেকে শুরু
নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্টক থাকা পর্যন্ত অফারটি বৈধ। সমস্ত অফার কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। পণ্যসমূহের প্রদর্শিত ছবি / চিত্র কেবলমাত্র নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত। সমস্ত পণ্যের এমআরপি সমস্ত কর সহ। ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ অফার মূল্যের নিকটতম পার্সেন্টেজের রাউন্ডেড অফ। সমস্ত অফার 25ই মে 2025 তারিখ নির্বাচিত পিন কোড-এ পর্যন্ত বৈধ। সমস্ত বিরোধ বা বিতর্ক মুম্বই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন।

নীলবাতির গাড়িতে কাফ সিরাপ পাচার

ধৃত কুমারগঞ্জের তরুণ

শুভ্রজ্যোতি রাহা

ডালখোলা, ২৩ মে : নীলবাতি লাগানো গাড়িতে কাফ সিরাপ পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল এক তরুণ। গাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। জলের বোতলের আড়ালে কাফ সিরাপ পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ ওই গাড়ি থেকে জলের বোতল ভর্তি কার্টনও পাওয়া গিয়েছে।

শুক্রবার রাত দুটো নাগাদ ডালখোলা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সবজির আড়তে ওই গাড়িটি দেখে সন্দেহ হয় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের। তাঁরা ওই গাড়ির চালকের সঙ্গে কথা বললে বেশ কিছু অসংগতি ধরা পড়ে। তারপরই গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায়, পেছনের সিটে কার্টন ভর্তি সাদা রঙের বেশ কয়েকটি বস্তা রাখা আছে। একটি বস্তা খুলতেই চোখ কপালে ওঠে পুলিশের। সেখানে দেখা যায় ২০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনা আসেন ডালখোলা থানার ওসি ও একাধিক পুলিশ অফিসার। এরপর চালককে আটক করে গাড়িতে থাকা সব বস্তা নামিয়ে তল্লাশি চালান তাঁরা। গাড়িতে থাকা আরও ১৯টি বস্তা থেকে বের হয় সিল করা জলের বোতলের ক্রেট।

ধৃত ওই চালক সাজাহান সরকারের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার মোহনা গ্রামে। গাড়ির মালিকও ওই ব্যক্তি। তবে গাড়িটি কোনও সরকারি দপ্তরে ব্যবহার করা হচ্ছিল কি না বা পুলিশের চোখে ধুলো দিতেই গাড়িতে নীলবাতি লাগানো হয়েছিল কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এ ব্যাপারে ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা বলেন, 'একটি গাড়ি থেকে ২০০ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে গাড়িটি কোনও সরকারি দপ্তরে ব্যবহার করা হত কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। শুক্রবার ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়। তাকে ৮ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।'

ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশচন্দ্র সরকার বলেন, 'নীলবাতি লাগানো সরকারি গাড়ি কীভাবে কাফ সিরাপ পাচারের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল, পুলিশের তা তদন্ত করে দেখা

গাড়ি রহস্য

- শুক্রবার রাত দুটো নাগাদ ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সবজির আড়তে ওই গাড়িটি ছিল
- সেই গাড়িতে জলের বোতলের ক্রেটের আড়ালে কাফ সিরাপের বোতলগুলি ছিল
- ধৃত চালক দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা

উচিত। পাশাপাশি এই চক্রের সঙ্গে কে বা কারা জড়িত রয়েছে তাদের খুঁজে বের করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।' এই ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির ডালখোলা মণ্ডল সভাপতি গৌতম দে। তাঁর বক্তব্য, 'সরকারি গাড়িতে যেভাবে মাদক পাচার করা হচ্ছিল তার পেছনে বড় মাথা থাকতে পারে।'

গাজোলে জেরবার রোগী ও পরিজন

রাতে বন্ধ ওষুধের দোকান

গৌতম দাস

গাজোল, ২৩ মে : গ্রামীণ থেকে স্টেট জেনারেলে উন্নীত হয়েছে গাজোল হাসপাতাল। ফলে সেখানে চালু হয়েছে অনেক নতুন বিভাগ। আগের থেকে বেড়েছে রোগীর সংখ্যাও। এই অবস্থায় চাহিদা বেড়েছে প্রয়োজনীয় ওষুধের। কিন্তু দিনেরবেলা হাসপাতাল সংলগ্ন কিংবা গাজোল শহরের বিভিন্ন ওষুধের দোকানে ওষুধ পাওয়া গেলেও রাত ন'টার পর সেগুলির প্রায় সবই বন্ধ হয়ে যায়। ফলে চূড়ান্ত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় সারারাত অন্তত একটি ওষুধের দোকানও খোলা রাখার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এই দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন হাসপাতাল সুপার অঞ্জন রায়। তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

গাজোল শহর এলাকায় প্রায় ৫০টি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দোকান রয়েছে। তার মধ্যে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে প্রায় ১৫টি দোকান। যেগুলি সারাদিন খোলা থাকলেও রাত ন'টার পর বন্ধ হয়ে যায়। ওই সময় হঠাৎ কোনও জরুরি ওষুধের দরকার পড়লে চরম সমস্যায় পড়তে হয় রোগী সহ তার আত্মীয় পরিজনদের। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি আছেন আঞ্জুমান আরা বিবির আত্মীয়।

বিপাকে রোগী

গাজোল শহর এলাকায় প্রায় ৫০টি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দোকান রয়েছে

তার মধ্যে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে প্রায় ১৫টি দোকান

তবে রাত ন'টার পর সব ওষুধের দোকানই বন্ধ হয়ে যায়

তাঁর কথায়, 'বাইরে থেকে কিছু ওষুধ কিনতে হত। রাতের বেলা একটাও ওষুধের দোকান খোলা পাইনি। সারারাত অপেক্ষা করে সকালবেলা ওষুধ কিনেছি।' এই অবস্থায় হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় রাতের বেলা কম করে একটি ওষুধের দোকান খোলা রাখার দাবি জানিয়েছেন তাঁর মতো অনেকেই।

হাসপাতাল সুপারও সাধারণের দাবির সঙ্গে সহমত। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি নিয়ে আমি কিছুদূর এগিয়ে ছিলাম। কিন্তু নিরাপত্তার অভাব দেখিয়ে ওষুধের দোকানগুলো রাতের বেলা খোলা রাখতে চাইছে না।' বিষয়টি নিয়ে তিনি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের জেলা কমিটি এবং বিডিওর কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানাবেন বলে জানান। সেইসঙ্গে তাঁর প্রস্তাব, হাসপাতাল চত্বরে প্রচুর ফাঁকা জায়গা রয়েছে। যদি সেখানেই সরকারি সহায়ক মূল্যের একটি ওষুধের দোকান খোলা যায়, তাহলে এই সমস্যা অনেকটা মেটানো সম্ভব।

যদিও বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের গাজোল ব্লক কমিটির সহকারী সভাপতি বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'হাসপাতাল চত্বরে কমপক্ষে একটি ওষুধের দোকান সারারাত খোলা থাকুক, এটি আমরাও চাই। কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। তাছাড়া নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।'

রোটেশান অনুযায়ী হয়তো একটি দোকান খোলা থাকল। কিন্তু সেখানে সব রকমের ওষুধ নাও থাকতে পারে। তাঁরা সংগঠনের পক্ষ থেকে কোনও দোকানকে খোলা রাখার জন্য চাপ দিতে পারেন না। তবে কোনও সমাধানসূত্র বের করা সম্ভব হলে তারা সেবিষয়ে আলাপ আলোচনায় রাজি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবন-জীবিকা।। কোচবিহারের হরিণচওড়া রেলগেটে ছবিটি তুলেছেন কিশোর মজুমদার।

চেরি টমেটোতে স্বপ্ন দেখছে পুরাতন মালদা

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ২৩ মে : চেরি টমেটো চাষ করে অপ্রত্যাশিত সাফল্য। পুরাতন মালদার নারায়ণপুরের প্রান্তিক কৃষক মনোতোষ রাজবংশী পথ দেখাচ্ছেন অন্যদের। জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের সঠিক পরামর্শ এবং নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাত্র দু'কাঠা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে এই বিশেষ জাতের টমেটো চাষ করে তিনি তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। মনোতোষ বলেন, '৫০০০ টাকা বিনিয়োগ করে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে ২০০টি চেরি টমেটোর চারা রোপণ করেছিলাম, জানুয়ারি মাস থেকেই গাছে ফল ধরতে শুরু করেছে এবং চলতি মে মাসেও ব্যাপক হারে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে।' ওই কৃষকের আরও দাবি মাত্র দু'কাঠা জমিতে প্রায় ১০ কুইন্টাল চেরি টমেটোর ফলন হয়েছে। ভবিষ্যতে চেরি টমেটোর পাশাপাশি অন্যান্য অপ্রচলিত ফল ও সবজি চাষ করার পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁর।

জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সামন্ত লায়েক এই অভাবনীয় সাফল্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পুরাতন মালদার নারায়ণপুরে এই প্রথমবার চেরি টমেটোর চাষ এত সফলভাবে হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে মালদার কৃষিক্ষেত্রে কম খরচে অধিক লাভজনক কৃষিকাজের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।' তিনি আরও জানান, উদ্যানপালন দপ্তর জেলার অন্যান্য কৃষকদেরকেও এই ধরনের নতুন এবং লাভজনক ফসল চাষে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ দেবে এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবে।

যদিও এখনও পর্যন্ত মালদায় চেরি টমেটো সেইভাবে জনপ্রিয়তা পায়নি। তবে, জেলার বাইরে, বিশেষ করে শিলিগুড়ি এবং পার্বত্য এলাকায় এই টমেটোর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সেখানে পাইকারি বাজারেও এই টমেটো প্রতি কেজি ৮০ থেকে ১০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। স্বল্প পরিশ্রম এবং তুলনামূলকভাবে কম খরচে এই ধরনের লাভজনক চাষ জেলার কৃষি অর্থনীতিকেও চাঙ্গা করবে বলে মনে করছেন জেলার কৃষি বিশেষজ্ঞরা।

সারা বছর ধরে চাষ করা যায় এই টমেটো। রপ্তানির বাজারও যথেষ্ট ভালো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলোতে স্যালাড এবং বিভিন্ন মুখরোচক রান্নার উপকরণ হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় এই ফসল।

প্যাকেটবন্দি করা হচ্ছে চেরি টমেটো।

বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রা

নিউজ ব্যুরো

২৩ মে : শুক্রবার অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় তিরঙ্গা যাত্রা করল বিজেপি। কাশ্মীরে শহিদ সেনাদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিরঙ্গা যাত্রা করে কুশমণ্ডি নাগরিক কমিটি।

বিজেপির গঙ্গারামপুর শহর মণ্ডল কমিটিও এদিন তিরঙ্গা যাত্রা করে। গঙ্গারামপুর শপিং প্লাজা থেকে জাতীয় পতাকা নিয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা যাত্রা শুরু করে গোটা শহর পরিক্রমা করেন। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ।

ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ শহরের সুকান্ত মোড় এলাকায় বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলে অংশ নেন স্থানীয় বিধায়ক সৌমেন রায়, নেতা সন্তোষ ব্যাঙ্গানী প্রমুখ।

নালার নির্মাণে ভাঙল বাড়ি

কালিয়াগঞ্জ, ২৩ মে : কালিয়াগঞ্জ শহরের হাসপাতাল রোডের ধারে একটি বড় নিকাশিনালা নির্মাণ করতে গিয়ে এক নাগরিকের বাড়ির বারান্দা ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠল খোদ পুরসভার বিরুদ্ধে।

শুক্রবার দুপুরে ঠিকাদার কাজটি শুরু করতেই আচমকা ভেঙে যায় কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু নামে ওই ব্যক্তির বাড়ির বারান্দা। মাটি ধসে যাওয়ায় ঝুলছে বিল্ডিংয়ের পিলারের একাংশ।

এমন ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন পুরসভার চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা। তড়িঘড়ি ধসে যাওয়া জায়গা থেকে বৃষ্টির জল পাইপের মাধ্যমে বের করে বালি বোঝাই বস্তা ফেলতে শুরু করেন পুরকর্মীরা।

অবশ্য পুর চেয়ারম্যানের দাবি, 'কয়েকদিন আগে ওই পরিবারের সঙ্গে পুরসভার দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে লিখিত চুক্তি হয়। সেখানে ভেঙে যাওয়া জায়গা পিডব্লিউডি-র হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। পুরসভা বেআইনিভাবে এবং বাড়ির মালিককে অজ্ঞাত রেখে নালা নির্মাণে হাত দেয়নি।'

অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট বাড়ির মালিকের বক্তব্য, অনভিজ্ঞ ঠিকাদারকে দিয়ে কাজ করানোয় এই বিপত্তি ঘটেছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ মে : শুক্রবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃত তাবারক হোসেন (২৬) হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লক এলাকার মালিওর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরকাবাথান গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে ওই ব্যক্তি বাড়ির উঠোনে রাখা ভুট্টার পালা সরাতে যান। বৃষ্টির জলে ভিজে থাকা ভুট্টার পালায় কোনওভাবে বিদ্যুতের তার জড়িয়ে থাকার ফলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটিকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ

রায়গঞ্জ, ২৩ মে : রাস্তা সংস্কারের দাবিতে শুক্রবার কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দারা উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। কালিয়াগঞ্জ থেকে জমাদারপাড়া পর্যন্ত প্রায় ১৮ কিমি বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি জানান তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা বাপি সোরেনের অভিযোগ, 'দীর্ঘ ১২ বছর ধরে এই রাস্তার কোনও মেরামত হয়নি। প্রশাসনের কাছে বহুবার আবেদন জানিয়েও লাভ হয়নি। তাই আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছি আমরা।' শেরগ্রাম, ভেলাই, দরিমানপুর, সাধীপুর, অনন্তপুর সহ একাধিক গ্রামের হাজার হাজার মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। এখন রাস্তা সংস্কার না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন এলাকাবাসী।

পথে ভোগান্তি

সামসী, ২৩ মে : প্রতিশ্রুতির পরেও পাকা হয়নি রাস্তা। বৃষ্টি হলেই জলকাদায় রাস্তার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। চলাফেরা করাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। এতে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খানপুর গ্রামের হবিবুর রহমানের বাড়ি থেকে প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত রাস্তার এমনই অবস্থা। খানপুর গ্রামের বাসিন্দা মজিবুর রহমান ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানালেন, রাস্তাটি দিয়ে খানপুর, বালুটোলা গ্রামের মানুষ ছাড়াও একটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র, প্রাইমারি স্কুল ও একটি নার্সারি স্কুলের শতাধিক পড়ুয়া চলাচল করে।

চন্দ্রপাড়া পঞ্চায়েতের প্রধান ছবি সরকার বলেন, 'ওই রাস্তার বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। অর্থবরাদ্দ হলে রাস্তার কাজ শুরু হবে।'

তৃণমূল-বিজেপি তর্জা চরমে

পুরাতন মালদার উন্নয়নে বৈষম্যের অভিযোগ

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ২৩ মে : পুরাতন মালদার ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে। বিজেপির নগর মণ্ডল সভাপতি তথা ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বাসন্তী রায়ের অভিযোগ, বিরোধী দলের ওয়ার্ড হওয়ায় তাঁর এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। অথচ, তৃণমূল পরিচালিত অন্য ওয়ার্ডগুলিতে কোটি কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। যার জেরে দুই ফুলের মধ্যেকার রাজনৈতিক তর্জায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

বাসন্তী জানান, প্রায় এক বছর আগে তাঁর ওয়ার্ডে মাত্র ১০ লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে। বর্তমানে আশ্রমপাড়া, পালপাড়া, চিতোরপুর ও বাগানপাড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে রাস্তা ও ড্রেনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। জলনিকাশির উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় বাসিন্দাদের প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'ওয়ার্ডের মানুষের কাছে আমার প্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ করে এলাকার উন্নয়ন করা। কিন্তু ক্ষমতাসীন তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা আমাদের বিরোধী ওয়ার্ড বলে কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না। অথচ অন্য ওয়ার্ডে কোটি কোটি টাকার কাজ হচ্ছে।' কার্যত একই অভিযোগ শোনা যায় ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার স্বপ্না হালদারের গলাতেও। তিনি জানান, বিরোধী দলের কাউন্সিলার হওয়ায় তাঁদের

> পুরসভা কোনও রাজনৈতিক ভেদাভেদ না করে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য সমানভাবে কাজ করে চলেছে। বিরোধীদের ওয়ার্ডগুলিতেও যথেষ্ট কাজ হয়েছে এবং তার একটি দীর্ঘ তালিকা পুরসভার কাছে রয়েছে। বিজেপির অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
>
> **- কার্তিক ঘোষ**
> *চেয়ারম্যান, পুরাতন মালদা*

কোনও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। রাস্তা ও ড্রেনের সমস্যায় এলাকার বাসিন্দারা জর্জরিত, কিন্তু তাঁরা সেই সমস্যার সমাধান করতে পারছি না। সেইসঙ্গে অন্য জরুরি পরিষেবা থেকেও তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, পুরাতন মালদা পুরসভার মোট ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২ এবং ৩ বাদ দিলে বাকি ১৮টি ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে।

যদিও এই সমস্ত অভিযোগ কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। তাঁর স্পষ্ট জবাব, 'পুরসভা কোনও রাজনৈতিক ভেদাভেদ না করে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য সমানভাবে কাজ করে চলেছে। বিরোধীদের ওয়ার্ডগুলিতেও যথেষ্ট কাজ হয়েছে এবং তার একটি দীর্ঘ তালিকা পুরসভার কাছে রয়েছে। বিজেপির অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

এদিকে, এই রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে, ওই দুই ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের চূড়ান্ত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাগানপাড়ার বাসিন্দা জীবন হালদারের কথায়, 'নেতাদের মধ্যে বিবাদ নিয়ে আমাদের ভাবার কিছু নেই। আমরা চাই সার্বিক পরিষেবা। কিন্তু বাস্তবে সেটা হচ্ছে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ন্যূনতম পরিষেবাও মিলছে না।' এই পরিস্থিতিতে, পুরসভা এবং বিরোধী দলের মধ্যেকার এই রাজনৈতিক টানাপোড়েন কবে মিটবে এবং ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা কবে তাঁদের ন্যায্য পরিষেবা পাবেন, এখন সেটাই দেখার।

পথ অবরোধ

তপন, ২৩ মে : শুক্রবার তপন ব্লকের চকবলিরাম এলাকায় পানীয় জলের দাবিতে গঙ্গারামপুর-তপন রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর প্রশাসনিক আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। তপন ব্লকের মানুষের অভিযোগ, সম্প্রতি সেখানে তীব্র জলসংকট দেখা দিয়েছে। তবে, প্রশাসন বারবার আশ্বাস দিলেও এখনও কেন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, তাই নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

নাবালিকা উদ্ধার

কুমারগঞ্জ, ২৩ মে : ফেসবুকে এক তরুণের সঙ্গে প্রেম। আর সেই প্রেমের টানে বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় কুমারগঞ্জ ব্লকের বছর ষোলোর এক নাবালিকা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বালুরঘাট থেকে তাকে উদ্ধার করল পুলিশ। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ও তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধানের ফলে এত কম সময়ে ওই নাবালিকাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশের এক আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

ঝুলন্ত দেহ

বুনিয়াদপুর, ২৩ মে : এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। বংশীহারী টিকুলগ্রামের ঘটনা। মৃতের নাম মফিজউদ্দিন মিয়াঁ (৭৪)। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি বাড়ি থেকে বের হন। শিশিপুকুর নদীর ধারে একটি গাছে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। শুক্রবার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

জখম ৬

বৈষ্ণবনগর, ২৩ মে : বৈষ্ণবনগরের পারদেওনাপুরে ছাগলে জমির ফসল খেয়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা। আর তার জেরে মারপিট। ঘটনায় জখম ৬ জন। এ বিষয়ে বৈষ্ণবনগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

উচ্চশিক্ষায় সাহায্যের আর্জি পরিবারের

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৩ মে : দারিদ্র্য আর পারিবারিক সংকটের মাঝেও কুমারগঞ্জের মূলগ্রামের মাহামুদ সিরাজ মিয়াঁ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৪.৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে নজর কেড়েছে। মোট ৭০০ নম্বরের মধ্যে তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৬৪। তবে তার এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে এক কঠিন সংগ্রামের কাহিনী।

বেশ কয়েকদিন আগে সিরাজের বাবা, আব্বাসউদ্দিন মিয়াঁর মৃত্যু হয়েছে স্ট্রোকে। তারপর সংসারের হাল ধরেন মা মাহমুদা খাতুন বিবি। সিরাজের দুই দিদির একজনের বিয়ে হয়েছে, অন্যজন বাড়িতে থাকেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে আদর্শ শিশু অ্যাকাডেমির ছাত্র সিরাজ অসাধারণ ফল করে সকলকে চমকে দিয়েছে।

সিরাজ বর্তমানে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছে। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। কিন্তু বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন পূরণে প্রয়োজন আর্থিক সহায়তা।

মাহামুদ সিরাজ মিয়াঁ।

> ওরা আবেদন করলে সাহায্যের বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।
>
> **- শ্রীবাস বিশ্বাস**
> *বিডিও কুমারগঞ্জ*

তার দিদি আফরিন খাতুন বলেন, 'ভাই যদি সরকারি সাহায্য পেত তাহলে খুব সুবিধা হত।' স্থানীয় বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'ওরা আবেদন করলে সাহায্যের বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।'

পতিরাম ফরেস্টে ২০০০ গাছ লাগানোর উদ্যোগ

সাজাহান আলি

পতিরাম, ২৩ মে : ২০ বছর আগে তৈরি হওয়া পতিরাম ফরেস্টকে সমৃদ্ধ করতে বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত। এই প্রকল্পের আওতায় ২০০০টি গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আত্রেয়ী নদী ও পতিরাম কলেজের পাশে নতুন করে গাছ লাগানোর সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন এলাকার মানুষ থেকে পরিবেশপ্রেমীরা।

নতুন গাছগুলির তালিকায় রয়েছে আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, শিশু, বাবলা, আম, জাম, পেয়ারা, বকুল, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি। প্রথম পর্বে গাছ লাগানোর জন্য গর্ত খোঁড়ার কাজ করছেন শ্রমিকরা। এই কাজের সূচনায় শুক্রবার পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে নিজের হাতে কোদাল দিয়ে বেশ কয়েকটি গর্ত খোঁড়েন।

গাছ লাগানোর প্রস্তুতি চলছে পতিরাম ফরেস্টে।

উদ্যোগী বন দপ্তর

- পতিরাম ফরেস্টকে সমৃদ্ধ করতে নেওয়া হয়েছে নতুন গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত
- বিভিন্ন ধরনের মোট ২০০০টি গাছ লাগানো হবে
- লাগানো হবে আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, শিশু, বাবলা, আম, জাম, পেয়ারা, বকুল, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি
- গাছ লাগানোর পাশাপাশি গড়ে তোলা হবে 'মডেল পিকনিক স্পট'ও

পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, 'পতিরাম ফরেস্টকে সমৃদ্ধ করতে নতুন করে গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গর্ত খোঁড়া হয়ে গেলে বিভিন্ন গাছ লাগানোর কাজ শুরু হবে।' তবে, গাছ লাগানোর পাশাপাশি ওই জায়গাটির সৌন্দর্যায়ন করে পিকনিকের কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে প্রশাসনের।

এ বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, ''দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় পিকনিক স্পটের ভীষণ অভাব রয়েছে। আমরা চাইছি, এই ফরেস্টের নির্দিষ্ট একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে সমস্ত নিয়মকানুন মেনে একটা 'মডেল পিকনিক স্পট' তৈরি করতে।'' ফরেস্টের নিরাপত্তার জন্য কর্মী নিয়োগের আবেদন জানিয়ে বালুরঘাট বন দপ্তরে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে বলেও তিনি জানান।

স্পিডব্রেকার বসানোর দাবি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ মে : শুক্রবার সকালে একটি বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার এক প্রবীণ নাগরিক। আহতের নাম ওমর আলি। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার রাঙ্গাইপুর গ্রামের কাছে তুলসীহাটা ভালুকা রাজ্য সড়কের ফচকা মোড়ে রাস্তা পার করার সময় বেপরোয়া গতির একটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, ওই প্রবীণ বুকে, মাথায় ও কোমরে চোট পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

হরিশ্চন্দ্রপুর উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মফিজউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সদর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে ইদানীং দ্রুতগতিতে বাইক চলাচল করছে। এই বেপরোয়া বাইকচালকদের বিরুদ্ধে আমরা পুলিশের কাছে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছি। এর পাশাপাশি ব্যস্ত রাস্তাগুলিতে স্পিডব্রেকার বসানোর দাবিও জানিয়েছি।'

মুদির দোকানে অবৈধ জ্বালানি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ মে : গ্রামের মুদির দোকানে অবৈধভাবে ডিজেল, কেরোসিন এবং পেট্রোলের মতো জ্বালানি তেল বিক্রি হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই দোকানে অভিযান চালাল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বোরল বাজারে। দোকানদার ভবতোষ দাসকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ডিজেল, কেরোসিন ও পেট্রোল মিলিয়ে মোট ৯২ লিটার জ্বালানি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সাব-ইনস্পেকটর সায়ন সরকার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেকটর সঞ্জয়বাহাদুর ছেত্রী বোরল বাজার এলাকায় হানা দেন। পুলিশের কাছে দীর্ঘদিন ধরেই খবর ছিল যে ওই এলাকায় অবৈধভাবে চড়া দামে ডিজেল, পেট্রোল ও কেরোসিনের মতো দাহ্য পদার্থ বিক্রি করা হচ্ছে। এরপরই ওই এলাকায় ভবতোষের দোকানে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৪০ লিটার ডিজেল, ৩২ লিটার কেরোসিন এবং ২০ লিটার পেট্রোল বাজেয়াপ্ত করা হয়।

কিশোরী ধর্ষণে যাবজ্জীবন

বুনিয়াদপুর, ২৩ মে : শুক্রবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পকসো মামলায় এক প্রৌঢ়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক মেলিসা গুরুং নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে ৫৯ বছরের সেই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেন। এদিন সরকারি আইনজীবী শ্যামল পাল বলেন, 'উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি তাকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে অতিরিক্ত তিন মাসের কারাবাস।'

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, কুশমণ্ডি থানা এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যক্তি ২০১৭ সালের অগাস্ট মাসে এলাকার বাসিন্দা ১৫ বছরের এক নাবালিকাকে পাটখেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের ঘটনা কাউকে জানালে ওই কিশোরীর পরিবারের সকলকে প্রাণে মারার হুমকিও দেয়। ২০১৮ সালে আবার সে ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

মৃত শ্রমিকের দেহ ফিরল

মালদা, ২৩ মে : মঙ্গলবার কর্ণাটকে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী স্বামী বুলু শেখের (২৯) মৃত্যুর শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি খুসবারি বিবি। পাড়াপ্রতিবেশীরা সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ঘটনাটি মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের শোভানগর পঞ্চায়েতের মাদিয়া গ্রামের। শুক্রবার বুলুর কফিনবন্দি দেহ গ্রামে পৌঁছাতেই প্রচুর মানুষ ভিড় করেন।

মৃত শ্রমিকের দেহ বাড়িতে নিয়ে আসতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য জুয়েল রহমান সিদ্দিকী। শুধু তাই নয়, অসহায় পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বিদ্যালয়ে চুরি

কুশমণ্ডি, ২৩ মে : মহিষবাথান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রিলের তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি হল। বৃহস্পতিবার রাতে কুশমণ্ডিতে। ১৫টি ফ্যান, একটি পাম্প মেশিন ও দুটি সাউন্ড বক্স চুরি হয়েছে। শুক্রবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত সরকার ও সহকারী শিক্ষক প্রান্তিক সরকার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জল জমে বেহাল হিলির যমুনা সেতু।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, যমুনা সেতু যেন ডোবা

বিধান ঘোষ

হিলি, ২৩ মে : দীর্ঘদিন থেকে সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থা হিলির যমুনা সেতুর। সামান্য বৃষ্টিতে সেতুর ওপর জল জমে ডোবায় পরিণত হয়ে যায়। এতে সমস্যায় পড়েন পথচারী থেকে শুরু করে গাড়িচালকরা। বেশ কয়েক বছর ধরে এমন সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসন সমস্যা সমাধানে উদাসীন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা নটরাজ কুণ্ডু বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে সেতুটি সংস্কার করা হয়নি। সেতুর গার্ডওয়াল ভেঙে রয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে যায়। সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেতুটির সংস্কার করতে হবে না হলে আগামীতে বড়সড়ো বিপদ ঘটতে পারে।'

হিলির বিডিও চিরঞ্জিত সরকার বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাজে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না। তবে তাদেরকে ওই সমস্যার কথা জানাব।'

হিলিতে যমুনা নদীর ওপর পূর্ত দপ্তরের তরফে ২০০০ সালে সেতু তৈরি করা হয়েছিল। ওই সেতুর ওপর দিয়ে বাংলাদেশে আমদানি ও রপ্তানিকারক ভারী যানবাহন যাতায়াত করে। এছাড়াও হিলি পঞ্চায়েতের পূর্বাংশের সঙ্গে পশ্চিমাংশকে যোগ করে রেখেছে সেতুটি।

বছর তিনেক আগে গাজোল-হিলি ৫১২ জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্পে বালুপাড়া থেকে হিলি পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তাটি চার লেনের তৈরি করা হয়। তখন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ যমুনা নদীর ওপরে নতুন একটি সেতু তৈরি করে। কিন্তু পুরোনো সেতুটি আর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি।

দীর্ঘদিন থেকে পুরোনো সেতুটি সংস্কার না করায় সেতুর ওপর থেকে পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে। খানাখন্দে ভরে গিয়েছে সেতুটি। ফলে বেহাল হয়ে পড়েছে সেটি। সামান্য বৃষ্টি হলেই জল জমে ডোবায় পরিণত হচ্ছে সেতুটি। সেতুর ওপরে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। তাই তাড়াতাড়ি সেতুটি সংস্কার প্রয়োজন।

সংস্কারের দাবি

- সংস্কারের অভাবে বেহাল হিলির যমুনা সেতু
- সামান্য বৃষ্টি হলে সেতুর ওপর জল জমে যায়
- তাড়াতাড়ি সেতুটির সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের
- সমস্যার কথা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস বিডিওর

বাঁধ মেরামতে জোর সেচ দপ্তরের

রাত জাগছে আত্রেয়ীর পাড়

সুবীর মহন্ত

সেচ দপ্তরের তরফে বাঁধ মেরামতের কাজ চলছে। শুক্রবার বালুরঘাটে।

বালুরঘাট, ২৩ মে : নদীর ভাঙনে জনপদের যাতে ক্ষতি না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা ফিরে যাওয়ার আগে উত্তরকন্যার প্রশাসনিক বৈঠকে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে জেলা শাসক এবিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন। দশদিনের মধ্যেই দুর্বল বাঁধের মেরামতের কাজ শেষ হবে বলেও জেলা শাসক জানান। কিন্তু প্রশাসনিক কাজে আশ্বস্ত হতে পারছেন না বাসিন্দারা। এর মূলে রয়েছে প্রাক বর্ষায় বিভিন্ন এলাকায় পাড় ও বাঁধের ভাঙন। বর্ষা শুরুর মুখে বন্যার তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি জেগে উঠছে আত্রেয়ী পাড়ের বাসিন্দাদের মনে। বৃষ্টিতে দু'দিন ধরে বিনিদ্ররজনী যাপন করতে হচ্ছে তাঁদের।

আত্রেয়ীর বাঁধ ভাঙনের জেরে শুরু হয়েছিল রাত জাগা। যা আজও অব্যাহত রয়েছে। যদিও সেচ দপ্তরের তরফে বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। বুল্লা, বালিরবস্তা দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে জোরকদমে। কিন্তু সেচ দপ্তরের কাজে

> কোটি কোটি টাকায় তৈরি বাঁধ যদি ভেসে যায়, তাহলে দুর্বল মাটির বাঁধগুলি কতটা জলের তোড় আটকাতে পারবে?
>
> **শ্যামল মণ্ডল** *স্থানীয় বাসিন্দা*

তেমন ভরসা পাচ্ছেন না স্থানীয়রা। তাঁদের বক্তব্য, সেচ দপ্তর সংরক্ষিত বাঁধগুলিতে মেরামতের কাজ চালাচ্ছে। কিন্তু অসংরক্ষিত অবস্থায় প্রচুর এলাকা। ইঁদুর গর্ত করে বিভিন্ন এলাকায় মাটির বাঁধ দুর্বল করেছে। এভাবে যদি বৃষ্টি চলতে থাকে এবং নদীতে জলস্ফীতি ঘটে, তবে বাঁধের দুর্বল অংশ সম্পূর্ণ ধসে পড়বে। ফলে গ্রামগুলি জলের তলায় চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে শ্যামল মণ্ডল বলেন, 'কোটি কোটি টাকায় তৈরি বাঁধ যদি ভেসে যায়, তাহলে দুর্বল মাটির বাঁধগুলি কতটা জলের তোড় আটকাতে পারবে?' মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আত্রেয়ী বক্ষে ৩২ কোটি টাকার বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় মূলত নদীপাড়ে আশঙ্কা বাড়ছে। সেচ দপ্তরের জেলার নির্বাহী বাস্তুকার জয়ন্ত ভৌমিক বলেন, 'বাঁধ মেরামতির কাজ জোরকদমে চলছে।'

সোমবার গভীররাতে বালুরঘাট শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাকরা এলাকার স্বল্প উচ্চতার বাঁধের কংক্রিটের স্ট্রাকচার ভেসে যায়। মাত্র দেড় বছর না হতেই, ৩২ কোটির ওই বাঁধ কার্যত জলে ভেসে যাওয়ায় কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ঘটনায় বদলি হয়ে যাওয়া সেচ দপ্তরের পাঁচ ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করেছে সেচ দপ্তর। শোকজ করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে। পাশাপাশি, বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। ফলে জেলা সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার, আধিকারিক ও কর্মীদের মধ্যে রয়েছে চাপা টেনশন। নতুন করে কার ওপর শাস্তির খাড়া নেমে আসে, তা নিয়ে আশঙ্কাও বাড়ছে।

লরিতে পিষ্ট

গঙ্গারামপুর, ২৩ মে : তপন ব্লকের হরসুর নিমতলা এলাকায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল খালাসির। মৃত ওই খালাসির নাম করুণা লোহার (২৬)। বীরভূম থেকে বালি ভর্তি করে তপনের দিকে আসছিল লরিটি। নিমতলা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি আমগাছে ধাক্কা মারে সেটি। ওই সময় গাড়ি থেকে চাকার নীচে পড়ে যান খালাসি। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। সারা রাত একভাবে গাড়ি চালিয়ে আসায় চালকের ঘুমের ঘোরে এমন ঘটনা হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তপন থানার পুলিশ।

অন্যদিকে, গলায় বিছানার চাদর জড়িয়ে ফাঁস লাগালেন এক তরুণ। মৃত ওই তরুণের নাম রাজেশ চৌধুরী (৪২)। তিনি গঙ্গারামপুর থানার কাদিহাট এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শিশুর মৃত্যু

মালদা, ২৩ মে : খেলতে গিয়ে গরম জলের পাত্র গায়ে উলটে মৃত্যু হল ৩ বছরের শিশুর। মৃত শিশুর নাম ধ্রুব বর্মন। বাড়ি বংশীহারী থানার অন্তর্গত বিশ্বনাথপুর এলাকায়। পরিবার জানিয়েছে, গত ১৫ মে বিকালে খেলতে গিয়ে গরম জলের পাত্রে হাত দিয়ে দেয় ধ্রুব। এরপর সেটি উলটে গিয়ে গায়ে পড়লে আহত হয় সে।

শুক্রবার সকালে মালদা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় শিশুটির। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পথ দুর্ঘটনা

বুনিয়াদপুর, ২৩ মে : পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। মৃতের নাম অনিল বেসরা (৪৫)। বাড়ি বামনগোলা থানার জোতভবানীতে। শুক্রবার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

দেহ উদ্ধার

হিলি, ২৩ মে : শুক্রবার সকালে হিলি থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম মোহন দেবনাথ (২৮)। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নিশানায় নার্সিংহোম, ডায়াগনস্টিক সেন্টার

কড়া দাওয়াই স্বাস্থ্য দপ্তরের

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৩ মে : সুজাপুরের একটি নার্সিংহোমে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা প্রকাশ্যে আসতেই, স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না, স্পষ্ট করেছিলেন মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। ওই ঘটনার রেশ ধরে শুক্রবার মালদা জেলায় একটি নার্সিংহোম এবং তিনটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স বাতিলের পাশাপাশি জরিমানার নির্দেশিকা জারি করল মালদা জেলা প্রশাসন।

শুক্রবার বিকেলে সুজাপুরের ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে নিয়ে শুনানির পর সিই লাইসেন্স বাতিল করা সহ রোগী ভর্তি বন্ধ করার নির্দেশিকা জারি করল মালদা জেলা প্রশাসন।

আইন বহির্ভূতভাবে জেলায় চলছে একাধিক নার্সিংহোম এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার, বারবার এমন অভিযোগ উঠেছে। সুজাপুরের ঘটনায় যার স্পষ্ট প্রমাণও মিলেছে। এমন নার্সিংহোম এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অবশেষে তৎপর হয়ে উঠেছে জেলা প্রশাসন।

জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, গত ৮ মে মালদা শহরের বাশুলিতলা এলাকার একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে হানা দিয়েছিল ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিম। এখানে বেশকিছু অসংগতি নজরে আসে নজরদারি দলের সদস্যদের। ১৫ মে চাঁচল ও সামসী এলাকার একাধিক নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে হানা দেন দলের সদস্যরা। সেখানেও বেশকিছু গাফিলতি নজরে আসে। গাফিলতি নজরে আসায় গত ১৬ ও ২০ মে নার্সিংহোম এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির শুনানি চলে। তার প্রেক্ষিতেই ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনের।

শুক্রবার একটি নার্সিংহোম (এখানেও রয়েছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার) এবং তিনটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে নির্দেশিকা জারি করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (স্বাস্থ্য) শেখ আনসার আহমেদ।

প্রশাসন সূত্রে খবর, সামসী পাওয়ারহাউস সংলগ্ন একটি নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পরিষেবা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট (সিই) লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে। এই নার্সিংহোমটিকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। ওই এলাকারই আরেকটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ৫০ হাজার টাকা, চাঁচল গোবিন্দপাড়া এলাকার ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। মালদা শহরের বাশুলিতলা এলাকার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সিই লাইসেন্স বাতিল সহ ২ লক্ষ ৫০ হাজার জরিমানার নির্দেশিকা জারি হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলাশাসক শেখ আনসার আহমেদ জানান, একাধিক গাফিলতিতে ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে সাত লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এখন থেকেই নতুন রোগী ভর্তি বন্ধ রেখে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নার্সিংহোম বন্ধ করার নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসাধীন রোগীদের ক্ষেত্রে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করার নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই নার্সিংহোমকে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতা থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জরিমানা

- সামসীর নার্সিংহোমটিকে ৫ লক্ষ টাকা
- সামসীর ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ৫০ হাজার টাকা
- চাঁচল গোবিন্দপাড়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ১ লক্ষ টাকা
- বাশুলিতলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার

বিষক্রিয়ায় মৃত

মালদা, ২৩ মে : বিষক্রিয়ার ফলে এক ব্যক্তির মৃত্যু হল মানিকচকে। মৃত ওই ব্যক্তির নাম সঞ্জু ঘোষ (৪৫)। তাঁর বাড়ি মানিকচকের লালাবাথনি এলাকায়। পরিবারের সদস্যরা পুলিশকে জানিয়েছেন, পারিবারিক সমস্যার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন সঞ্জু। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ পরিবারের লোকজন সঞ্জুকে বাড়ির পাশের বাগানে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পান। ওই অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।

অমৃত ভারত প্রকল্পে ভালুকা রোড

স্টেশন চত্বরে উচ্ছেদ অভিযান রেলের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ মে : ভালুকা রোড স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পে গড়ে তুলতে উচ্ছেদ অভিযান চালাল রেল। শুক্রবার স্টেশন চত্বরে অবৈধভাবে দখল করে থাকা ২৫টি দোকানকে ভেঙে দেওয়া হয়। রেল সূত্রে খবর, জমি খালি করার জন্য এর আগে একাধিকবার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দোকানদাররা সরে যাননি। এই কারণে এদিনের অভিযান। অভিযানের জেরে সমস্যায় পড়তে হয়েছে ব্যবসায়ীদের। রুটিরুজির কী হবে, আশঙ্কিত তাঁরা। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভালুকা রোড স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয় গতবছর। দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ শীর্ষ মহল থেকে পেয়ে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয় রেল।

বেআইনিভাবে দখল করে থাকা ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ রেলের। শুক্রবার।

অমৃত ভারত প্রকল্পে ভালুকা রোড স্টেশনকে গড়ে তুলতে রেলের তরফে উচ্ছেদ অভিযান হতেই, পুনর্বাসনের দাবিতে সরব হলেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, রুটিরুজির জন্য রেলওয়ে চত্বরের কোনও একটি জায়গায় তাঁদের ব্যবসা করার সুযোগ দিতে হবে। কেননা, হঠাৎ উচ্ছেদ অভিযান চালানোয়, সংসার নিয়ে তাঁরা বিপাকে পড়বেন। রেলের কাছে মানবিক হওয়ার আবেদন রেখেছেন তাঁরা। দীর্ঘদিন ধরেই ফলের দোকান করতেন বাতাশু দাস। তাঁর কথায়, 'ফলের দোকান করে কোনও রকমে সংসার চলে। এখন কোথায় দোকান করব, কিছুই বুঝতে পারছি না। আগামীতেও যাতে এখানে আমরা ব্যবসা করতে পারি, তা ভেবে দেখুক রেল।' গালামালের দোকানদার অশোক সাহা বলেন, 'রুটিরুজির সংস্থান হত একমাত্র এই দোকান থেকে। এখন কী হবে, বুঝতে পারছি না।'

এই প্রসঙ্গে রেলের গতিধারা প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ার রঞ্জিত পাসোয়ান বলেন, 'অমৃত ভারত প্রকল্পে স্টেশনে কাজ শুরু হবে। অবৈধভাবে রেলের জমি দখল করে থাকা ২৫ জন দোকানদারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে সে কারণেই। তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না।' অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য শ্রীমন্ত মিত্র বলেন, 'রেল নিজের জমি খালি করেছে। তবে আমি রেলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের বিষয়টি চিন্তা করার জন্য আবেদন জানাব।'

ফলন প্রচুর, খুশি শতাধিক ভুট্টাচাষি

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২৩ মে : এবছর ভুট্টা চাষ লাভজনক হওয়ায় চাষিদের মুখে হাসি ফুটেছে। চলতি বছরে ভুট্টার আশাজনক ফলন হয়েছে কালিয়াচকের সৈয়দপুর, মোজমপুর, বিবি গ্রাম, গোলাপগঞ্জ, মিলিক সুলতানপুর, আলিনগর, তোফি সহ গঙ্গার অববাহিকায়। দামও মিলছে ভালো। কালিয়াচকের নানা প্রান্তে ভুট্টা এখন অর্থকরী ফসল। কালিয়াচকের গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল ছাড়া জলাভূমিগুলিতে ভুট্টার ফলন প্রচুর। এখানে উৎপাদিত ভুট্টা উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট এবং দিল্লিতে চালান দিয়ে মুনাফালাভ হচ্ছে চাষিদের। চাষিদের অনেকেই এখন অফসিজনে বেশি দাম পাওয়ার আশায় উৎপাদিত ভুট্টা বাড়িতে মজুত করে রাখছেন।

এবছর অন্তত শতাধিক চাষি ভুট্টা চাষ করেছেন। কালিয়াচকে ভুট্টাচাষির সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে।

কৃষি বিভাগের উপনির্দেশক (প্রশাসন) বিদ্যুৎ বর্মন বললেন, 'জেলায় ভুট্টা চাষ লাভজনক হয়ে উঠেছে। স্থানীয় চাষিদের ভুট্টা চাষ করতে উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। সেসবের সুফল পাচ্ছেন চাষিরা।' চলতি মরশুমে ২২০০-২৩০০ টাকা কুইন্টাল দরে বিক্রি হচ্ছে ভুট্টা। এক বিঘা জমিতে ফলন হয় প্রায় ১৩-১৪ কুইন্টাল ভুট্টার। ভালো দাম মেলায় স্থানীয় চাষিদের ভুট্টা চাষে আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে।

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভুট্টাচাষিদের জন্যে জেলা কৃষি দপ্তর ১০টি ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (এফপিও) গঠন করেছে। একেকটি এফপিওতে হাজারের উপর ভুট্টাচাষি রয়েছেন। আরও উন্নত মানের ভুট্টা কীভাবে চাষ করা যায়, সে সম্পর্কে এফপিও-এর মাধ্যমে চাষিদের পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি, জেলা প্রশাসন জেলার তিনটি স্টার্চ কারখানার চাহিদা মেটাতে গত কয়েক বছরে উদ্যোগ নিয়েছে। ওই তিন কারখানায় প্রতিদিন গড়ে অন্তত ২ হাজার টন ভুট্টা প্রয়োজন। জেলার চাষিদের উৎপাদিত ভুট্টাই স্টার্চ কারখানাগুলোর চাহিদা মেটাচ্ছে। এজন্য কয়েক বছর যাবৎ চাষিরা ভুট্টার ভালো দাম পাচ্ছেন।

ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ করে খই, ছাতু সহ নানা খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা হয়। ভুট্টাচাষি বিষ্ণু মণ্ডল বললেন, 'গঙ্গা তীরবর্তী এলাকায় আমাদের জমি রয়েছে। গঙ্গার পলিমাটি ভুট্টা চাষের সহায়ক। ফলন আশানুরূপ হয়েছে, তাছাড়া এবছর ভুট্টার ভালো দাম পেয়েছি। এখনও বেশ কিছু ভুট্টা মজুত করে রেখেছি পরে বেশি দামে বিক্রি করব বলে।'

লাভজনক

- চলতি মরশুমে প্রতি কুইন্টাল ২২০০-২৩০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে ভুট্টা
- এক বিঘা জমিতে ফলন হচ্ছে প্রায় ১৩-১৪ কুইন্টাল ভুট্টার
- ভুট্টাচাষিদের জন্যে জেলা কৃষি দপ্তর ১০টি ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন করেছে
- একেকটি এফপিওতে হাজারের উপর ভুট্টাচাষি আছেন

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সাইদুল্যা মণ্ডল - কে 08.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 64H 56339 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি আমার অনেক প্রতিবেশীকে অল্প কিছু টাকা খরচ করে সহজেই কোটিপতি হতে দেখেছি। আমিও ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম এবং আমি সফল হয়েছি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬ সংখ্যা, শনিবার, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সিঁদুরেও ভোট!

ভারতীয় সেনার শৌর্য, সাহসিকতা, বীরগাথায় প্রত্যেক ভারতীয়র অটুট আস্থা। ভারতের নির্বাচিত সরকার এবং সেনাবাহিনীর সম্পর্ক তাই এই উপমহাদেশের অন্য দেশগুলির মতো কখনও বিষাক্ত হয়ে ওঠেনি। সেনাবাহিনী কখনও ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেনি। তবে সেনাবাহিনীর কৃতিত্বে বিশ্বের দরবারে ভারত সরকার সম্মানিত হয়েছে বহুবার। কিন্তু কখনও মনে হয়নি, সরকার সেনার কৃতিত্বে ভাগ বসাচ্ছে বা তাদের কৃতিত্বের আলোয় নিজেকে আলোকিত করছে।

এটা সম্ভব হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা, সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আস্থার কারণে। কিন্তু এতদিনের সেই বিশ্বাসটাই যেন টলে যাচ্ছে এখন। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাব দিতে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছিল। পাকিস্তানের ড্রোন ও গোলাবর্ষণের কঠোর জবাবও দিয়েছে। বাহিনীর এই শৌর্য প্রত্যেক দেশবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের।

কিন্তু এই বীরগাথা সস্তা রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠলে তা লজ্জাজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক। পহলগাম হামলার এক মাস পূর্তিতে রাজস্থানের বিকানেরের জনসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তৃতা ভোট প্রচারের ভাষা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর শিরায় নাকি রক্তের বদলে গরম সিঁদুর বইছে। মোদি দাবি করেন, সিঁদুর বারুদে পরিণত হলে, তার ফল কী হতে পারে সেটা শত্রুরা টের পেয়েছে।

শুধু মেঠো বক্তৃতাতে নয়, বিরাট বিরাট হোর্ডিং, পোস্টার, ব্যানারে সামরিক পোশাকে সজ্জিত নরেন্দ্র মোদির ছবি ছেপে অপারেশন সিঁদুরের নিরন্তর প্রচার চলছে। ট্রেনের টিকিটে মোদির স্যালুটরত ছবি ছাপিয়ে যেন বোঝানো হচ্ছে, সেনাবাহিনী নয়, অপারেশন সিঁদুরের আসল কৃতিত্ব নরেন্দ্র মোদির। করোনার টিকার শংসাপত্রে যেমন মোদির ছবি সেঁটে দেওয়া থাকত।

বিনামূল্যে র‍্যাশন দেওয়ার থলিতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি ছাপিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল, মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। প্রচারের এমন বাড়বাড়ন্ত মোদির নতুন ভারতের এখন নিউ নর্মাল। অথচ পহলগাম হামলায় দোষী জঙ্গিদের কেন এক মাস পরেও ধরা গেল না, জম্মু ও কাশ্মীরের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যূহ ভেদ করে তারা ঢুকে নিরপরাধ ২৬ জন মানুষকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে কীভাবে পালিয়ে গেল, কেনই বা আগাম গোয়েন্দা সতর্কবার্তা সত্ত্বেও বৈসরণ উপত্যকায় পর্যটকদের ঘোরার অনুমতি দেওয়া হল- সেই প্রশ্নগুলির এখনও জবাব নেই।

বিরোধী দলের নেতা হোক কিংবা সাধারণ মানুষ, যে বা যাঁরা এসব প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের পাকিস্তানের দালাল, দেশদ্রোহী বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিদেশমন্ত্রী পাক প্রধানমন্ত্রীকে ফোনে হামলার কথা আগাম জানিয়েছিলেন বলে অভিযোগের জবাব দিচ্ছে না সরকার। প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিঁদুরের কৃতিত্ব প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়লেও তাতে সেনাবাহিনীর অসম্মান হয় বলে বিজেপি মনে করে না।

অথচ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সরকারকে কাঠগড়ায় তুললে তাঁর বিরুদ্ধে সেনাকে নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তোলা হয়। অতীতে নোটবন্দি, জিএসটি, পিএম কেয়ার্স ফান্ড, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক, করোনাকালে লকডাউন নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনাকারীদের একইভাবে বিদ্রুপ করেছিল বিজেপি। শুধু ক্যামেরার সামনেই প্রধানমন্ত্রীর রক্ত কেন গরম হয়- প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল।

গা-গরম করা বক্তৃতা দিয়ে ভোটবাজারে ফায়দা তোলার বিপরীতে দেশের বিদেশনীতিতে বড়সড়ো ফাঁক চোখে পড়ছে। বিজেপি নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য সেসব মানতে নারাজ। চলতি বছরের শেষের দিকে বিহারে বিধানসভা ভোট। বছর ঘুরলে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ুতে ভোট। বিজেপি এবং মোদির নজর এখন শুধু ভোটবাক্সে।

যত প্রশ্নই উঠুক, সমালোচনা হোক, হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদকে অব্যর্থ অস্ত্র বলে মনে করছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী সেই অস্ত্রে শান দিয়ে চলেছেন। কেননা, অতীতের মতো আগামীদিনেও এই অস্ত্র প্রয়োগ করে সাফল্য ঘরে তুলতে মরিয়া পদ্ম ব্রিগেড।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

নায়িকা, গায়িকা এবং এক করিডর

ইউনূসের পদত্যাগনাট্য শেষ। ঘটনার কারণ, সেনা ও বিএনপির অসন্তোষ। কক্সবাজার করিডরে সেনাপ্রধানের তীব্র আপত্তি।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

মাথায় একটা হেলমেট। তাঁকে ঘিরে অজস্র পুলিশ। কোনও খুনিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেন। হেলমেটের ফাঁক দিয়ে বিধ্বস্ত তরুণীর শুধু চোখটুকু দেখা যায়, তাতে ভাষাহীন শূন্যতা মাখামাখি। তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না ঘটনাটা।

ঢাকার কোর্ট চত্বর। চারপাশের জনতা মজা দেখছে। মজাই দেখছে।

মজা? যাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত পরিচিত অভিনেত্রী বাংলাদেশে। নুসরাত ফারিয়া। তাঁর অপরাধটা কী, তখনও কেউ জানে না। ঢাকার ভাটারা থানায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন এক হত্যার চেষ্টায় গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। বাস্তবে সেই সময় তিনি ছিলেন দেশের বাইরে। সেখান থেকে বারবার পোস্ট করেছিলেন ফেসবুকে। তবু এভাবে গ্রেপ্তার!

দ্বিতীয় ছবিও ভয়ংকর। এক মহিলাকে হেলমেট পরিয়ে ওইভাবেই খুনির মতো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আদালত চত্বরে। তাঁর দিকে একদল মানুষ ছুড়ছে ডিম। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সে ডিমগুলো পড়ছে মহিলা পুলিশের গায়ে। ভদ্রমহিলা বিশিষ্ট গায়িকা ও প্রাক্তন সাংসদ। মমতাজ বেগম। তাঁকে ধরা হয়েছে ১২ বছর আগের এক খুনের মামলায়। ঠিকই লিখলাম, বারো বছর আগের মামলায়।

নুসরাতকে টালিগঞ্জের লোকেরাও ভালো চিনবেন। আমাদের সুপারস্টার জিতের সঙ্গে তাঁর দুটো ছবি আছে—বাদশা দ্য ডন এবং বস টু। বিরসা দাশগুপ্তের বিবাহ অভিযানে তিনি ছিলেন অঙ্কুশের নায়িকা।

অপরূপা বাংলাদেশের প্রশাসন, পুলিশ, বিচারপতিদের ন্যূনতম বিচারবুদ্ধি এভাবে কর্পূর হয়ে উবে গেল কীভাবে? সেখানে অনেকেই বলছেন, নুসরাতের 'আসল' অপরাধ ছিল অন্য। দু'বছর আগে তিনি কিংবদন্তি শ্যাম বেনেগালের 'মুজিব-একটি জাতির রূপকার' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন হাসিনার চরিত্রে। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি হাসিনা হয়ে উঠতে চাই। সব বাঙালি মেয়ের মধ্যে একটা করে হাসিনা আছে।' এমন কথা যে কোনও অভিনেতা, অভিনেত্রী বলে থাকেন। বিশেষ করে বেনেগালের মতো জীবন্ত কিংবদন্তির ছবিতে কাজ করার সুযোগ যেখানে।

ওটা দু'বছর আগের ছবি তো কী, দাও, নুসরাতকে দু'দিন একটু হেনস্তা করে! এ মেয়ে লন্ডন ইউনিভার্সিটির ল' গ্র্যাজুয়েট, হাসিনার সমর্থক। আসল হাসিনাকে পাচ্ছি না যখন, দাও তো সিনেমার হাসিনাকে জেলে ঢুকিয়ে। বেনেগাল বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁরও মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে দিত ইউনূসের পুলিশ ও জামায়াতে।

প্রশ্ন হল, হাসিনা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যদি নুসরাত ফারিয়াকে জেলে যেতে হয়, তা হলে বেনেগালের ওই ছবিতে অভিনয়ের জন্য নুসরাত ইমরোজ তিশার 'শাস্তি' হল না কেন? বেনেগালের ছবিতে তিনি তো অভিনয় করেছিলেন হাসিনার মা ফজিলাতুন্নেছার ভূমিকায়।

এখানেও সোজা হিসেব রয়েছে। এই নুসরাত আবার ইউনূস সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর স্ত্রী। তাঁকে এমন হেনস্তা করে, সাধ্য কাদের?

ইউনূস এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ জামায়াতে নেতাদের দ্বিচারিতা এখানেও পদ্মার পানির মতো গহিন। উগ্র ইসলামিদের দাপটে বাংলাদেশে মহিলারা বিপন্ন। সব নারীকে এরা বোরখা এবং পর্দায় মুড়ে রাখতে চায়। মডেল বা চিত্রনায়িকাদের বিরুদ্ধে ফরমানে ফরমানে বাংলাদেশের বিনোদন দুনিয়াই গুটিয়ে যাওয়ার উপক্রম। অথচ তাদের নিজেদের লোক হলে সতেরো খুন মাফ।

অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া

গায়িকা মমতাজ বেগম

বাংলাদেশের আইনি উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের প্রথম স্ত্রী ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী রোকেয়া প্রাচী, দ্বিতীয় স্ত্রী শীলা আমেদও অভিনেত্রী। শীলা আবার বিশিষ্ট লেখক প্রয়াত হুমায়ুন আহমেদের কন্যা। আসিফ নিজে এত চমৎকার লেখেন, তাঁর কখনও মনে হল না, এভাবে নুসরাত-মমতাজদের হেনস্তা অত্যন্ত অন্যায়? এসব ঠেকাতে না পারলে কীসের আইনি উপদেষ্টা তিনি?

লেখাটা শুরু করেছি নুসরাত ও মমতাজকে দিয়ে। তবে আসলে শুধুই এই দুজনকে নিয়ে লেখার জন্য নয়। বাংলাদেশ বিনোদন দুনিয়া আজ উঠে যাওয়ার মুখে। কোনও খবর নেই। সব কাগজ বা ওয়েবসাইটের বিনোদন বিভাগে এখন পড়ি কলকাতা বা মুম্বইয়ের গুরুত্বহীন নায়ক-নায়িকার অর্থহীন সব খবর। যেখানে শাকিব খানের মতো জনপ্রিয় মেগাস্টার রয়েছেন, তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল?

যে দেশে ক্রিকেট ভারত-পাকিস্তানের মতোই ধর্ম হয়ে উঠছিল, সেই খেলার এক নম্বর তারকাকে এখন দেশের বাইরে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। সাকিব আল হাসান বাংলাদেশে ঢুকতে পারছেন না। তাঁর অপরাধ, তিনি হাসিনার পার্টির সাংসদ ছিলেন। আর এক নামী ক্রিকেটার সাংসদ মাশরাফি মুর্তাজা কার্যত গৃহবন্দি। তিনি কেমন আছেন, অনুরাগীরা জানেন না।

বিনোদন জগতে বাংলাদেশের এত প্রতিভাময় মুখ। অনেকে প্রাণভয়ে দেশের বাইরে। অথবা নিজেরাই ঘেরাটোপে বন্দি রেখেছেন। বাইরে আসতে পারছেন না। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, লিলি ইসলাম, চঞ্চল চৌধুরী, ফেরদৌস, জয়া এহসানরা দুই বাংলার গর্ব। অথচ ইউনূস প্রশাসনের প্রতিহিংসামূলক মনোভাবের জন্য চরম হেনস্তা তাঁদের। অপু বিশ্বাস, মাহিয়া মাহি, মিথিলা, মোশারফ করিমের খবরই নেই সংবাদপত্রের পাতায়। সবার মুখ বন্ধ।

হাসিনাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ বলা হচ্ছিল। বাংলাদেশি মৌলবাদী মোল্লাদের অনুগামীদের ঢঙেই তিনবার বলা যায়, ঠিক, ঠিক, ঠিক। তা হলে ভাই, ইউনূসের ক্ষেত্রে কী বলব?

ঢাকায় শুক্রবারই কথা হচ্ছিল পরিচিতদের সঙ্গে। ওখানে আলোচনায় অবশ্যই এখন প্রধানতম বিষয় ইউনূসের পদত্যাগের ইচ্ছে প্রকাশ। পরের দিনই আবার উলটো কথা বলা। বাংলাদেশি বন্ধুরা বলছেন, পদত্যাগের কথা বলে সহানুভূতি কুড়োতে চাইছেন ছাত্রদের মাধ্যমে। এটা সম্পূর্ণ নাটক। ছাত্ররাও বুঝেছে, তাদের দলের ভবিষ্যৎ নেই। গত দিনদুই ধরে ঢাকার রাজপথে নেমেছিলেন হাজার হাজার বিএনপি সমর্থক। ইউনূস সরকারের সাম্প্রতিক কাজকর্মের প্রতিবাদে।

গৃহযুদ্ধের মুখে দাঁড়ানো বাংলাদেশে ইউনূস এখন চাইছেন তিনটে জিনিস। এক, মৌলবাদী ও ছাত্রদের খুশি করতে এখনই নির্বাচন না ডাকতে। আরও ক্ষমতাভোগ করাও লক্ষ্য। দুই, ভোট এখন হলে খালেদা জিয়ার বিএনপির ক্ষমতায় আসা অনিবার্য। সেটা করতে দেওয়া চলবে না। তিন এবং সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশি সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে ভালো লেগেছে ইউনূসের। সেনা অবিলম্বে নির্বাচন চায়।

প্রশ্ন হল, সেনার সঙ্গে ইউনূস কোম্পানির সমস্যা তৈরি হল কেন? আমেরিকাকে খুশি করতে মায়ানমার-বাংলাদেশ করিডর করতে মরিয়া ইউনূস। যে করিডর যাবে কক্সবাজার থেকে মায়ানমারের রাখাইন পর্যন্ত। আগে ডেমোক্র্যাট হিলারি ক্লিন্টনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ক্ষমতায় এসেছেন ইউনূস। আওয়ামী লিগ সমর্থকরা ভেবেছিলেন, ট্রাম্প এলে বিপদে পড়বেন নোবেলজয়ী। সেটা হয়নি একটা কারণেই। ইউনূস আমেরিকাকে লোভ দেখিয়েছেন ওই করিডরের। এবার সেনাপ্রধান ওয়াকার আবার ওই 'রক্তাক্ত' করিডরের বিরোধী। সেটা স্পষ্টও বলে দিয়েছেন প্রকাশ্যে।

সেনাপ্রধানের যুক্তি দুটো অতি সহজ। একে ওই অঞ্চলে আমেরিকা, রাশিয়া, চিন এবং ভারত--চতুর্শক্তির নজর। তারপর, এত বড় সিদ্ধান্ত নির্বাচিত সরকার ছাড়া কেউ নিতে পারে না। ইউনূসের এই মনোনীত সরকারের পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া বেআইনি। সেনা তাঁর বাড়া ভাতে ছাই দেওয়ায় ইউনূস চাইছেন ছাত্র এবং জামায়াতের সহানুভূতি কুড়োতে। তাই সুকৌশলে পদত্যাগের ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া।

ইউনূসের এই ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে নেমে পড়েছেন তাঁর অনুগত কিছু ইউটিউবার। পিনাকী ভট্টাচার্য যেমন। প্যারিসে পালিয়ে আশ্রয় নেওয়া পিনাকীর বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ বাংলাদেশে। তিনি এতদিন হাসিনার মুণ্ডপাত করতেন। এখন শুরু করেছেন বিএনপির বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার। শুক্রবারই লিখেছেন, 'একই বৃন্তে তিনটি ফুল। বিএনপি, সেনাপ্রধান ওয়াকার ও ভারত।' এরাই নাকি একজোট হয়ে নির্বাচন চাইছে।

প্রশ্ন হল, বিএনপি এবং সেনা যদি নির্বাচন চায়, তা হলে দোষটা কী? একটা গণতান্ত্রিক দেশে তো নির্বাচিত সরকারেরই থাকা উচিত। এক বছর হতে চলল, বাংলাদেশে নির্বাচনের নামগন্ধ নেই।

শুক্রবারেরই একটা পোস্টে পিনাকী লিখেছেন, 'দেশের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে প্রফেসর ইউনূসের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পিনাকী-ইলিয়াস-কনক সারওয়ার একসঙ্গে ঢাকা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবেন!' মুশকিল হল, এই তিনজনের নামেই প্রচুর অভিযোগ অতীতে। এবং পলাতক। ইউনূস জমানায় এরাই নায়ক। এরা আগে হাসিনার কাছে অনেক সুযোগ নিয়ে তাঁকে গালাগাল করত। এখন খালেদার পার্টি তাদের পাশে নেই জেনে বিএনপিকে ভারতপন্থী দেগে দিচ্ছে স্বচ্ছন্দে।

এত কথাবার্তার ফাঁকে আজকের ঢাকা, খুলনা, যশোর, চট্টগ্রামের অমল মনের চমৎকার চমৎকার মানুষজন কি সুখে আছেন? জিনিসের আগুন দাম। বাংলাদেশের রেডিমেড পোশাক আর ভারতের স্থলবন্দর দিয়ে যেতে পারছে না। গত ১০ মাসে স্থলপথে ১২ হাজার কোটি টাকার পণ্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েছে, আজ সব রপ্তানি বন্ধ। বাংলাদেশকে বাদ দিয়েই মায়ানমারে যাওয়ার বিকল্প করিডরের পথ ভেবে ফেলেছে ভারত।

ওদিকে আরও দুর্দশা, উপদেষ্টাদেরই পদত্যাগের দাবি উঠছে বিএনপি এবং এনসিপি থেকে। দুর্নীতির প্রচুর অভিযোগ। নারীদের ঘরবন্দি করে রাখতে আরও তৎপর মোল্লাতন্ত্র। সন্ত্রস্ত সংখ্যালঘুরা। ইউনূস নির্বাক। আবার আওয়ামী লিগ নিয়ে একটা কথা কেউ বললে নুসরাত বা মমতাজের মতো জেলে। ফেসবুক থেকেই উধাও বহু বিখ্যাত। ভীত সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। বাকস্বাধীনতা শব্দটি শুধু উগ্র মৌলবাদীদের জন্য সংরক্ষিত। চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের কথা তো জানেনই সবাই।

এই ঘোর কৃষ্ণকায়া আকাশে কিছুটা আলোর রেখা সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। যিনি বলতে পারেন, 'আমরা শান্তির দেশ চাই, শৃঙ্খলার দেশ চাই। আমরা এখানে হানাহানি, বিদ্বেষ চাই না। বিভিন্ন মত থাকতে পারে। অবশেষে আমরা সবাই সবাইকে যেন শ্রদ্ধা করি। একে অন্যের বক্তব্য, মতামতকে যেন শ্রদ্ধা করি।'

শ্রীযুক্ত মুহাম্মদ ইউনূস, আপনিও এমন বলুন না!

আজ

২০১০

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা তপেন চট্টোপাধ্যায়।

১৯৭৭

গায়ক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমরা ২৩৬৯ জন বাংলাদেশির তালিকা তৈরি করেছি। যাঁরা অবৈধভাবে এদেশে বাস করছেন। আইন মেনে তাঁদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। বাংলাদেশিই হোন বা অন্য দেশের নাগরিক, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এঁদের সবাইকে ফেরত পাঠানো হবে।

- রণধীর জয়সওয়াল

ভাইরাল/১

কচ্ছপের দৌড়। শ্লথগতির ইঙ্গিতবাহী মিথটি এবার ভাঙতে চলেছে। বিশ্ব কচ্ছপ দিবসে কচ্ছপ দৌড়ের ভিডিও ভাইরাল। কচ্ছপটি নিজস্ব ভঙ্গিতে ঢালু জায়গা থেকে নামার সময় 'অনিচ্ছাকৃত' দৌড় দেয়। তা দেখে হাসির রোল নেট দুনিয়ায়।

ভাইরাল/২

প্রচণ্ড বৃষ্টিতে রাস্তায় হাঁটুজল। হুহু করে ঢুকছে ম্যানহোলে। খালি গায়ে এক তরুণ সেই ম্যানহোল থেকে বেরিয়ে এলেন। ওপরে উঠে গরিলার মতো দুই হাত দিয়ে বুক চাপড়াচ্ছেন। 'অ্যাকোয়াম্যান'-এর সেই ভিডিওয় এখন ঝড়।

উত্তরের পাঁচালি

লেখাবাড়ির গল্প

রায়গঞ্জে লেখাবাড়ি নামে একটা জায়গা আছে। এখনকার অনেকেই জানেন না। তবে পুরোনোদের অনেকেরই কিন্তু জানা আছে। জায়গাটির প্রকৃত নাম 'সুহাসিনী উদ্যান'। একটা সময়ে এখানে উত্তর দিনাজপুর তো বটেই, জেলার বাইরে থেকে এমনকি কলকাতা থেকেও কবি-সাহিত্যিকরা এখানে এসে সাহিত্যচর্চা করতেন। প্রখ্যাত কবি অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায় এই জায়গাটির নাম দিয়েছিলেন 'লেখাবাড়ি'। আজও মাঝে মাঝে এখানে বসে সাহিত্যের আসর। যার নামে এই উদ্যান তিনি সুহাসিনী দেবী। নাটক-সংগীতের সঙ্গে যুক্ত যতীন্দ্রমোহন গোস্বামীর স্ত্রী ছিলেন সুহাসিনী। সুহাসিনী দেবীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতি। তিনি মেধাবী ছাত্রদের নিজের কাছে রেখে পড়াশোনা শেখাতেন। আজ যে জমিতে

তবুও উজ্জ্বল।। *সুহাসিনী উদ্যানে সংস্কৃতিচর্চা।*

নিম্নবিত্ত মানুষেরা সুহাসিনীপল্লি গড়েছেন সেই জমিও সুহাসিনীর সম্পত্তি। আর তাঁর নামেই আজ সুহাসিনী উদ্যান। উদ্যানে রয়েছে মন্দির আর এক পাশে রয়েছে সাহিত্য-সংস্কৃতির আসরের জন্য একটি ঘর। তবে সুহাসিনী উদ্যান কেমন যেন অবহেলার শিকার। উত্তরপুরুষ কমলেশ গোস্বামীও এখন বয়সভারে ন্যুব্জ। উদ্যানে নেই সেই আগের জৌলুস। তবে একদিন সুদিন ঠিকই ফিরবে বলে অনেকেই স্বপ্ন দেখেন।

-সুকুমার বাড়ই

নদী বাঁচাতে

স্বপ্ন।। *নদী নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজে অনুষ্ঠান।*

উত্তরবঙ্গের বুকে অজস্র নদী। কিন্তু সেই সমস্ত নদীর প্রাণ যে দিনকে দিন বিপন্ন হয়ে চলেছে সেই খবর আমরা ক'জনেই বা রাখি। বাড়ির সামনে নদীটার সামনে গিয়ে ক'জনেই বা দু'দণ্ড বসি! তাই নদীকে বাঁচাতে সম্প্রতি শিলিগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগের আয়োজনে অন্য ধরনের এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। নজরে ছিল মূলত মহানন্দা ও তিস্তা। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশচিন্তক তথা এই কলেজের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রাক্তনী তুহিনশুভ্র মণ্ডল, সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সোহেল ফেরদৌস, প্রাক্তন কৃষি আবহাওয়াবিদ ডঃ স্বদেশ মিশ্র। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তুহিন তুলে ধরেন মহানন্দার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ চিত্র। তুহিনের প্রস্তাব শিলিগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগে রিভার ক্লাব গঠিত হোক। প্রাথমিকভাবে তাতে সায় দেন আয়োজকদের অন্যতম ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নিমা ডোমা লামা, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ডঃ তরুণ দাস। অন্যদিকে, সোহেল তাঁর বক্তব্যে তিস্তার বিপর্যয়ের কারণ ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেন। আয়োজক সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন প্রণব বিশ্বাস, জাতিস্মর ভারতী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ, ভূগোল বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক বিজন ঘোষ প্রমুখ।

-নিজস্ব প্রতিবেদন

তুমি সৎ, তাতে আমার কী লাভ হবে

দুর্নীতিহীন মতাদর্শ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা নেতার অভাব সর্বত্র। মানুষের মূল্যবোধ ও ভাবনা বদলে যাওয়াই এর প্রধান কারণ।

সুমন্ত বাগচী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরি সাম্প্রতিককালের দুটি চলচ্চিত্র "ডার্কেস্ট আওয়ার" এবং "ডাঙ্কারক" দেখলে সেই সময়ের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্ব মুগ্ধ করে। সারা পৃথিবী যখন হিটলারের সামনে কাঁপছে, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন, চার লক্ষের বেশি মিত্রবাহিনীর সৈন্যকে ফ্রান্সের সমুদ্রসৈকত ডানকার্কে হিটলারের বাহিনী ঘিরে ফেলেছে, সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে তিনি যেভাবে সমস্ত কিছুর মোকাবিলা করলেন, তা এককথায় অতুলনীয়।

মতাদর্শের পাশাপাশি পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছেন এরকম অনেকেই। আধুনিক তুরস্কের জনক কামাল আতাতুর্ক বা সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার নেতা মার্শাল টিটো অথবা আমাদের ঘরের কাছে আধুনিক সিঙ্গাপুরের স্থপতি লি কুয়ান ইউকে, বামপন্থী রাষ্ট্রনায়ক ফিদেল কাস্ত্রোকে এই তালিকায় রাখা যায়।

কয়েকদিন আগে মারা গেলেন উরুগুয়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জোস আলবার্তো মুজিকা। যিনি মানুষের কাছে "পেপে" নামেই পরিচিত। নিজের মাইনের মাত্র দশ শতাংশ গ্রহণ করতেন, থাকতেন একটি ছোট্ট বাড়িতে। চালাতেন একটা পুরোনো গাড়ি। কিন্তু ২০১০ থেকে ২০১৫-এই সময়কালে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে উরুগুয়ের সামাজিক ব্যবস্থা এবং অর্থনীতিতে সদর্থক পরিবর্তন এনেছেন। রাষ্ট্রনায়ক না হলেও এই তালিকায় অবশ্যই থাকবেন গান্ধিজি

এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ।

এবার আমাদের রাজ্যের কথায় আসি।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিরোধী আন্দোলন দানা না বাঁধার সবচেয়ে বড় কারণ নেতার অভাব। রাজ্যজুড়ে চরম অরাজকতা ও দুর্নীতির আবহে ইস্যুর কোনও অভাব নেই। ২০১২ সালের সারদা থেকে আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে নজিরবিহীন দুর্নীতি। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু আন্দোলন হলেও সেই আন্দোলনের ঢেউ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারছে না। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা নাগরিক আন্দোলন অনেক আশার সঞ্চার করেও হারিয়ে গেল।

যৌবনে যাঁরা অনেক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই এখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। নতুন প্রজন্মের কিছু আদর্শবান, শিক্ষিত তরুণ-তরুণী বামপন্থী দলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তাঁরা এখনও সেভাবে দাগ কাটতে পারছেন না।

আসলে সাধারণ মানুষের মূল্যবোধের এক বিরাট পরিবর্তন নিঃশব্দে ঘটে গেছে। আগে মানুষ নেতার মধ্যে সততা, সাহস, ত্যাগ, নিষ্ঠা খুঁজত। কিন্তু আজকে বেশিরভাগ মানুষ বোধহয় নেতাদের কাছে এই গুণগুলো আশা করে না। না হলে একদল থেকে নির্বাচিত হয়ে অন্য দলে যোগ দেওয়া নেতা আগের চেয়ে বেশি ব্যবধানে জেতে কী করে? মানুষই তো ভোট দিচ্ছে।

মানুষের মনোভাব যেন অনেকটা এইরকম- তুমি সৎ তো আমার কী লাভ? তুমি আমাকে কী দিচ্ছ? ও অসৎ তাতে কী? ও যে সুবিধা দেয়, তা আর কে দেয়? আগে আমার অস্তিত্ব। অস্তিত্ব থাকলেই তো সৎ-অসৎ সংক্রান্ত প্রশ্ন আসে।

রাত যত গাঢ় হয়, তত নাকি ভোরের আলো ফোটার সময় আসন্ন হয়। জানি না রাত আরও গাঢ় হবে কি না।

স্যামুয়েল বেকেটের লেখা নাটক "ওয়েটিং ফর গোদো"-য় দুই চরিত্র ভ্লাদিমির এবং এস্ত্রোগনের মতো অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। গোদোর মতো কবে সত্যিকারের নেতা আসবেন? এই অবস্থার অবসান হবে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৮

পাশাপাশি : ১। চৈত্র মাসের অন্য নাম ৩। লম্বা সোনার মাদুলির সঙ্গে পরিধেয় হাতের গয়নাবিশেষ ৫। হিন্দুদের শ্রাদ্ধে ষোড়শদান ৭। গোরু সহ গৃহপালিত অন্য প্রাণী ৯। মুসলমান শাসনকালে নগরের বিশিষ্ট কর্মচারী ১১। বালক শ্রীকৃষ্ণ ১৪। মুখ, বদন, বর্ণনা, বিবরণ ১৫। সময় ও দুঃসময়, শুভ ও অশুভ সময়, উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত সময়।

উপর-নীচ : ১। ইতিহাসে প্রাচীন ও আধুনিককালের মধ্যবর্তী সময় ২। কেনাকাটা, পণ্যদ্রব্য ৩। নাচগান ইত্যাদির আসর ৪। নূপুর ৬। হলুদ বর্ণের মৌলিক পদার্থবিশেষ ৮। বোয়ালজাতীয় মাছবিশেষ, বোয়াল মাছ ১০। বাল্য, শৈশব ১১। স্বজন, আত্মীয়, বন্ধু ১২। গাভিদানরূপ পূণ্যকর্ম ১৩। ক্ষুদ্রলতা, লতা।

সমাধান ■ ৪১৪৭

পাশাপাশি : ১। ভণিতা ৩। লোপ ৫। লেশ ৬। সঘর ৮। টক্কর ১০। শরম ১২। শিকস্ত ১৪। ভাস ১৫। ভরি ১৬। নন্দন।

উপর-নীচ : ১। ভজকট ২। তালেবর ৪। পরিঘ ৭। রব ৯। রশি ১০। শরাসন ১১। ময়দান ১৩। কলভ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নিম্নচাপ

শনিবার ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গে হালকা ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামী বুধবার থেকে বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সংবর্ধনা

কলকাতা পুলিশ কমিশনারের দেহরক্ষী লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল এভারেস্টের চূড়া ছুঁয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন। শুক্রবার কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি ফিরলে তাঁকে সংবর্ধনা জানাল কলকাতা পুলিশ।

ধৃত সিভিক

কসবায় পুলিশের ইউনিফর্ম চুরি করে তোলাবাজির অভিযোগ সিভিক ভলান্টিয়ার নীরাজ সিংয়ের বিরুদ্ধে। তাঁকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃত সিভিক প্রগতি ময়দান থানার তত্ত্বাবধানেই কাজ করেন।

ডেপুটেশন

বৃহস্পতিবার থেকে দফায় দফায় নদিয়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কার্যালয়ে টেট উত্তীর্ণরা নিজেদের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন।

অনিশ্চয়তা চাকরিহারাদের

ধর্নার স্থান বদলের নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৩ মে : বিকাশ ভবন নয়, আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অবস্থানের জায়গা পরিবর্তনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেন্ট্রাল পার্কের সামনে কর্মসূচির অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। চাকরিহারাদের উদ্দেশে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আপনাদের প্রতি আদালতের সহমর্মিতা রয়েছে। আপনারা ১৫-১৬ দিন ধরে কর্মসূচি করেছেন। শুধু জায়গাটা পরিবর্তন করুন। সবার অধিকার রয়েছে কর্মসূচি করার। সাধারণ মানুষের জন্য আমার চিন্তা। তাদের অসুবিধা হচ্ছে। আপনারা নিজেরাও জানেন না, কবে কর্মসূচি শেষ হবে। আদালতকে তো স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে।' বিচারপতি নির্দেশ দেন, বিকাশ ভবনের বিপরীত দিকে সেন্ট্রাল পার্কে কর্মসূচি চালিয়ে যেতে পারবেন। পর্যায়ক্রমিকভাবে ২০০ জন করে অবস্থান করা যাবে। পুরসভা জল ও বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা করবে। ১০ জন সদস্যের নাম পুলিশের কাছে জমা রাখতে হবে। এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে পুলিশ। রাজ্য মানবিক দিক থেকে তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে দেবে। আদালতের পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদও শোকজ নোটিশ দিয়েছে চাকরিহারাদের। সেক্ষেত্রেও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পর্ষদ। তবে এদিনই বিকাশ ভবনের সামনে থেকে উঠবে না বলে জানিয়েছে 'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'। তাদের বক্তব্য, পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, তারা রাতে আলোচনা করে শনিবার জানাবে।

এদিন আন্দোলনকারীদের তরফে শিক্ষকরা আদালতে হাজির হয়ে জানান, 'আমরা কারোর অসুবিধা তৈরি করিনি। চাকরি হারিয়ে আজ পথে।' রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতিদিন রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যাচ্ছেন। বহিরাগতরা যাচ্ছেন। হুলিগানিজম চলছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।' সেইসময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন কল্যাণ। বিচারপতি চাকরিহারাদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা ওখানে যেটা করছেন এখানে সেটা করবেন না।' বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এতজন লোক থাকলে আপনাদের পক্ষেও চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এদের সঙ্গে আপনাদের ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। পরবর্তীতে কিছু হলে আপনাদের দায় হবে। আপনারা তো শিক্ষক। পরবর্তীতেও শিক্ষকতা করবেন। আইনশৃঙ্খলায় যাতে অসুবিধা না হয় সেটা দেখুন। আদালতকে যেন বার বার হস্তক্ষেপ করতে না হয়।' তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সমীর কুমার চক্রবর্তী বলেন, 'বিকাশ ভবন ভেঙে দিয়ে যদি চাকরি ফেরানো যেত তাহলে আমরাও এই আন্দোলনকে সমর্থন করতাম। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই আন্দোলনকে হিংসাত্মক না হতে বারণ করেছিলেন।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'যোগ্যদের চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অযোগ্যদের রক্ষা করার চেষ্টা চলছে। যা রাজ্যের বলা দরকার ছিল তা আদালত বলছে।' আদালতের রায় নিয়ে পুলিশকে কটাক্ষ করে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এর আগেও বিকাশ ভবনে আন্দোলন হয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবারই আছে। বিধাননগর পুলিশ আগেই আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে পারত। তাহলে আর এখন আদালতের নির্দেশে তাদের আন্দোলনকারীদের সুরক্ষা ও পরিষেবা দিতে হত না।'

এসএসসি পরীক্ষায় নিয়মের বদল

কলকাতা, ২৩ মে : পুনর্নিয়োগ পরীক্ষা হচ্ছেই। 'যোগ্য'-দের টানা আন্দোলনের পরও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। তবে এবারের পরীক্ষায় বেশকিছু নিয়মের রদবদল হতে পারে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, চলতি মাসের মধ্যেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পুরোনো নিয়ম অনুযায়ী, পরীক্ষার্থীরা এবারেও পরীক্ষা দেবেন ওএমআর শিটে। তবে নতুন নিয়ম মেনে ওএমআর-এর সঙ্গে তাঁদের দেওয়া হতে পারে কার্বন পেপারও। পরীক্ষার পর এই কার্বন কপি পরীক্ষার্থীদের ফেরত দেওয়া হবে। পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগের প্যানেলের মেয়াদ এক বছর থেকে আরও অতিরিক্ত ৬ মাস বৃদ্ধি করার কথা ভাবছে এসএসসি। ২০০৯ সালে শিক্ষাকর্মীদের প্যানেলের মেয়াদ অতিরিক্ত ৬ মাস বাড়ানো হয়েছিল। এছাড়াও ওএমআর শিটের সংরক্ষণের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য ধার্য নম্বর কমিয়ে ইন্টারভিউতে নির্ধারিত নম্বর বাড়ানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। ইন্টারভিউ ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আনা হতে পারে।

ইতিমধ্যেই যাবতীয় প্রস্তাবের খসড়া শিক্ষা দপ্তরে জমা করেছে এসএসসি। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই নিয়ম বদলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবছে শিক্ষা দপ্তর। তবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে শিক্ষা মহলে। অবশ্য পরীক্ষায় রদবদলের সিদ্ধান্ত এখনও সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়নি।

শিক্ষাকর্মীদের ভাতা বিজ্ঞপ্তি

কলকাতা, ২৩ মে : মুখ্যমন্ত্রী আগেই গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ভাতা ঘোষণা করেছিলেন। শুক্রবার সেই ঘোষণা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন। এদিন চাকরিহারা গ্রুপ-সি কর্মীদের জন্য মাসিক ২৫ হাজার এবং গ্রুপ-ডি কর্মীদের জন্য মাসিক ২০ হাজার টাকা ভাতার অনুমোদন দেওয়া হল সরকারিভাবে।

এই ভাতা দেওয়ার জন্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভলিহুড অ্যান্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি ইন্টারিম স্কিম, ২০২৫' শীর্ষক প্রকল্প চালু করা হল নবান্নের তরফে। চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকেই এই ভাতা কার্যকর করা হয়েছে। শিক্ষাকর্মীদের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। তবে আমরা যাঁরা যোগ্য, তাঁদের চাকরিতে বহাল রাখার অনুরোধ জানাব সরকারের কাছে।'

আকাশ যখন মেঘলা। কুমোরটুলির গঙ্গার ঘাটে। শুক্রবার। ছবি : আবির চৌধুরী

পূর্ণমকে স্বাগত, রিষড়ায় উৎসব

কলকাতা, ২৩ মে : সীমান্ত পেরিয়ে ৯ দিন হয়েছে দেশে ফিরেছেন পাক রেঞ্জার্সের হাতে আটক হুগলির বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম সাউ। শুক্রবার নিজের বাড়িতে ফিরলেন তিনি। এদিন যেন তাঁর বাড়িতে অকাল দীপাবলি। আগে থেকেই আলোকসজ্জায় সাজিয়ে রাখা হয় পূর্ণমের বাড়ি। বিকাল ৫টা নাগাদ হাওড়া স্টেশনের ১৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পূর্বা এক্সপ্রেস থেকে নামেন তিনি। আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর বাবা। রাজকীয় সজ্জায় তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়। তারপর রিষড়ার বাড়িতে পৌঁছোন পূর্ণম।

হাওড়া স্টেশনে আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যানও। জওয়ানকে দেখার জন্য প্ল্যাটফর্মে ভিড় করেছিলেন সাধারণ মানুষও। সাড়ে ৪টের পর ট্রেন এসে হাওড়ায় পৌঁছোয়। পূর্ণমের পরনে ছিল টি-শার্ট ও জিন্স। বাবা-ছেলে মুখোমুখি হতেই তাদের চোখের জল বাঁধ মানেনি।

তাঁকে জাতীয় পতাকা, ফুলের তোড়া ও রজনীগন্ধা-গোলাপ-গাঁদার মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাঁকে ঘিরে ধরেন একদল মানুষ।

'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান দেওয়া হয়। বাড়ি ফেরার মুখে পূর্ণম বলেন, 'আপনাদের প্রার্থনায় ফিরতে পারলাম। এতদিন পর বাবা-মায়ের কাছে আসতে পেরে আমি খুব খুশি।' রিষড়া বাগখাল এলাকায় তাঁকে স্বাগত জানাতে তৈরি করা হয় 'ওয়েলকাম' লেখা গেট। সাজানো হয় হুডখোলা একটি গাড়ি। পূর্ণমের গাড়ি হাওড়া থেকে সেখানে পৌঁছোতেই ব্যান্ডপার্টি নিয়ে র‍্যালি করে তাঁর বাড়িতে পৌঁছোনো হয়। তাঁর রিষড়ার বাড়ি আগে থেকেই সাজিয়ে রাখা ছিল। আনা হয় কেক। পূর্ণমের পছন্দের পদ রাঁধুনি দিয়ে রান্না করানো হয়।

অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রজনী সাউ। তিনি বলেন, 'বহুদিন পর উনি ফিরলেন। ওঁর পছন্দের রান্নাবান্না হয়েছে। লুচি-তরকারি, মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন।' ৯ দিন আগে আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরেন পূর্ণম। কাজে যোগ দিলেও বাড়ি ফেরার অনুমতি পাননি। শেষপর্যন্ত এদিন সেই সুযোগ হল।

ভিনরাজ্য থেকে বাংলায় আসার প্রবণতা বেশি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ মে : গত এক বছরে রাজ্য থেকে ভিনরাজ্যে গিয়েছেন প্রায় ১৫ হাজার ভোটার। আর ভিনরাজ্য থেকে এরাজ্যে এসেছেন ৩৫ হাজার মানুষ। নির্বাচন কমিশনের এই তথ্য থেকে স্পষ্ট দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলা এখনও ভিনরাজ্যের মানুষের কাছে সহজ গন্তব্য। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আসা-যাওয়ার এই হিসেব যেহেতু ভোটার সংখ্যার নিরিখে তাই এই সংখ্যাকে পরিযানের (মাইগ্রেশন) প্রকৃত তথ্য বলে দাবি করা যায় না। তবে ভিনরাজ্য থেকে এরাজ্যে আসার প্রবণতা যে বেশি তাতে কোনও সন্দেহ নেই কমিশনের।

আর্থিক জালিয়াতির তদন্তে ইডিও বেশ কিছু অভিযোগ পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের সম্পর্কে নথি চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশনের কাছে। চাকদা, কল্যাণী— বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকা থেকেই মূলত এসেছে অভিযোগগুলি। কমিশনের

রিপোর্টে দাবি নির্বাচন কমিশনের

এক আধিকারিকের মতে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার দায়িত্ব মহকুমা শাসকের। নিয়মানুযায়ী সর্বাধিক ৪ বছরের ভোটার তথ্য মজুত রাখে কমিশন। ফলে কেউ তার আগে ভোটার তালিকায় কী নথি দেখিয়ে নাম নথিভুক্ত করেছেন তা বোঝা সম্ভব নয়। নাগরিকত্বের বিষয়টি যাচাই করার এক্তিয়ারও নেই ইআরও-র। ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আধার কার্ড ও তাঁর বাবা-মায়ের এদেশে থাকার প্রমাণকেই মাপকাঠি ধরা হয়। ফলে অভিযুক্তদের অবৈধ ভোটার ঘোষণার দাবিতে ইডি, এফআরও-র সাঁড়াশি আক্রমণে ফাঁপরে পড়েছে কমিশন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকেও বহু মানুষ উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নিয়মিত যাতায়াত ও বসবাস বেড়েছে। রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বনগাঁ, বসিরহাট থেকে শুরু করে নদিয়া ও উত্তরবঙ্গের কিছু জেলাতে অনুপ্রবেশের প্রমাণ মিললেও, সংখ্যার বিচারে তা বিরাট কিছু নয়। কিন্তু এদের অনেকে এরাজ্যে বসবাস করলেও রাজ্যের ভোটার নন। আবার ভিনরাজ্য থেকে এরাজ্যে এসে বিধিবদ্ধভাবে ভোটার হয়েছেন সে সংখ্যাটাও কম নয়। তবে যেহেতু, তিনি নিজে ভোট কেন্দ্র বদলের আবেদন না করলে বা তাঁর বিরুদ্ধে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র বসবাসের অভিযোগ না করলে কমিশন নিজে থেকে কিছু করতে পারে না, তাই সব দিক খতিয়ে না দেখে কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া কঠিন।

গুণমানে ফেল ১৯৮টি

২৫টি ওষুধ বাজার থেকে প্রত্যাহার

কলকাতা, ২৩ মে : নির্দিষ্ট ব্যাচ নম্বর দিয়ে ২৫টি ওষুধ বাজার থেকে প্রত্যাহার করতে বলল রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। সম্প্রতি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্যের সমস্ত খুচরো ও পাইকারী ওষুধ বিক্রেতাকে এই ওষুধ বিক্রি বন্ধ করে সেগুলি ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ওষুধগুলির মধ্যে ২৪টি নিম্ন মানের ও একটি ভেজাল বলে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছিল। এরই মধ্যে দেশজুড়ে ১৯৮টি ওষুধ গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি বলেই তালিকা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবে পরীক্ষিত ৩৩টি ওষুধ গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি।

রাজ্যে নিষিদ্ধ ওষুধগুলির মধ্যে রিঙ্গার ল্যাকটেট, ক্যালসিয়াম, অ্যান্টিবায়োটিক যেমন রয়েছে তেমনই মধুমেহ বা কোলেস্টেরলের ওষুধও রয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই দেশজুড়ে গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় বিপুল পরিমাণ ট্যাবলেট, ইনজেকশন, ক্যাপসুল ফেল করেছে। একাধিক ইনজেকশনের ভায়ালে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া মিলেছে। নামী সংস্থার ব্র্যান্ডের নাম নকল করে অনেক ওষুধ তৈরি হয়েছে। এপ্রিল মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে সেন্ট্রাল ড্রাগ টেস্টিং ল্যাব। তখনই ১৯৮টি ওষুধকে

'নন স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সিডিএসসিও প্রতি মাসে বিভিন্ন ওষুধের গুণগত মান পরীক্ষা করে। কোন ব্যাচের ওষুধ, ওষুধের নির্দিষ্ট মানদণ্ড খতিয়ে দেখার পর ছাড়পত্র দেওয়া হয়। প্রতি মাসে তালিকাও প্রকাশ করা হয়। তালিকায় থাকা ওষুধের নমুনার মধ্যে ৬০টি কেন্দ্রীয় ওষুধ পরীক্ষাগারে ও ১৩৬টি রাজ্য ওষুধ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়েছিল।

প্রকল্পের নিয়মিত 'ফলোআপ' চান মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ মে : উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজের শুরু থেকেই সেগুলির নিয়মিত 'ফলো আপ' চান মুখ্যমন্ত্রী। জেলা প্রশাসনকে ওই রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে দিতে হবে নিয়মিতভাবে। আর এই কাজে বিশেষভাবে মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের হাতেই। সদ্য উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে বিভিন্ন জেলায় মুখ্যমন্ত্রী একগুচ্ছ নয়া প্রকল্পের শিলান্যাস পর্ব সেরেছেন। পরে উত্তরকন্যায় জেলাগুলি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকও করেছেন।

তার ফাঁকে মুখ্যসচিব সহ একাধিক মন্ত্রীর উপস্থিতিতে 'ফলো আপ'-এর ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বলে শুক্রবার তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর। উত্তরবঙ্গের পরিচিত এক মন্ত্রীও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশের কথা এড়িয়ে যাননি। তাঁর মন্তব্য, দ্রুত কাজ চান মুখ্যমন্ত্রী। শুধু প্রকল্প হাতে নিলেই তো হবে না, কাজ শুরু করতে হবে সময়মতো। শেষও করতে হবে নির্দিষ্ট সময়মতো।

প্রশাসনিক মহলের ধারণা, সামনের বছরের শুরুতেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে সরকার চায় উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কাজ ও তার সর্বশেষ খতিয়ানের একটা রিপোর্ট হাতে রাখতে। যা ভোট প্রচারে কাজে লাগে। এবারও ভোট প্রচারে উত্তরবঙ্গের প্রতি এখন থেকেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তার প্রাথমিক প্রস্তুতি তিনি এবার উত্তরবঙ্গ দিয়েই শুরু করে দিলেন। বৈঠক করলেন, কথা বললেন দলের স্থানীয় মন্ত্রী, বিধায়ক ও নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে। প্রশাসনিক বৈঠকেও কথা বলেছেন সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জন্য উন্নয়নমূলক যেসব প্রকল্পের মুখ্যমন্ত্রী সদ্য শিলান্যাস করেছেন, সেগুলিতে এখনই জোর দিতে চলেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ শুরু করা থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত সর্বশেষ রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো যথাস্থানে পাঠানোর বিষয়টিতে জোর দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীরা। উত্তরবঙ্গের এক মন্ত্রীর মন্তব্য, 'এই ফলো আপটাই চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনও অসুবিধা হলে বা মাঝপথে অর্থের প্রয়োজন হলে সেই ব্যাপারে মুখ্যসচিবের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা প্রায় বাধ্যতামূলক বলেই দপ্তরের মন্ত্রীদের জানানো হয়েছে।'

মহিলা রাজ্যপাল নিয়োগের জল্পনা

কলকাতা, ২৩ মে : সম্প্রতি বাইপাস সার্জারি করে রাজভবনে ফিরেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সংক্রমণের আশঙ্কায় বাইরে বেরোচ্ছেন না তিনি। কিন্তু তিনি না বেরোলেও রাজভবনের দেওয়াল টপকে বাইরে আসছে নানা জল্পনা। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যপাল বোসকে সরিয়ে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে নয়া রাজ্যপাল বসাতে চাইছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টক্কর দিতে রাজ্যপাল হিসেবে একজন কড়া মহিলা প্রশাসককে বসাতে চাইছে অমিত শা'র মন্ত্রক। দীর্ঘদিন থেকে নানাজনকে নিয়ে আলোচনা হলেও সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি মন্ত্রক।

এর আগে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ জগদীপ ধনকরকে রাজ্যপাল নিয়োগ করেছিল কেন্দ্র। তিনি উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে প্রচুর আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিধানসভায় পাশ হওয়া বহু বিলই তাঁর কাছে পড়ে থেকে আইনের চেহারা নিতে পারেনি। তিনি যোগ দেওয়ার পর থেকে রাজভবন-নবান্ন সংঘাত লেগে থেকেছে শেষদিন পর্যন্ত। এবার মহিলার পাশাপাশি আইনজ্ঞ রাজ্যপালই পাঠাতে চাইছে কেন্দ্র। এই ব্যাপারে বাতাসে ভাসছে সুপ্রিম কোর্টের সদ্য প্রাক্তন বিচারপতি বেলা মাধুর্য ত্রিবেদীর নাম। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছে, শাসক শিবিরকে আইনের মারপ্যাঁচে টক্কর দেওয়ার জন্য তাঁকে রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করতে। তবে রাজ্যপাল নিয়োগের বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকে চূড়ান্ত হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে এখনও এরকম কোনও বৈঠকের আভাস মেলেনি।

সংবাদমাধ্যমে বিধিনিষেধ আদালতে

কলকাতা, ২৩ মে : বিজ্ঞপ্তি জারি করে কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে সংবাদমাধ্যমের বাইট সংগ্রহ, সম্প্রচার বা লাইভ করা নিষিদ্ধ করা হল। সম্প্রতি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, হাইকোর্টের মূল ভবনের বি ও সি গেটের মাঝে বা সেন্টেনারি ভবনের সামনে কেউ কোনওরকম সাক্ষাৎকার বা বক্তব্য রাখতে পারবে না। সমাজমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সামনে নির্দিষ্ট অনুমতি ছাড়া বক্তব্য রাখা যাবে না।

২০১৮ সালে হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষ সংবাদমাধ্যমের জন্য প্রেস কর্নার হিসেবে একটি ঘর বরাদ্দ করে।

বিজ্ঞপ্তি জারি

গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলিতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় মূলত বি গেট লাগোয়া বারান্দায়। তবে প্রেস কর্নারকে একটি চিঠি পাঠিয়ে হাইকোর্ট জানিয়েছে, শুধু ওই বারান্দা নয়, সমগ্র হাইকোর্ট চত্বরে বাইট নেওয়া, লাইভ সম্প্রচার বা সাক্ষাৎকার নেওয়া যাবে না।

তবে এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, হাইকোর্টে গাড়ি পার্কিং সমস্যার সমাধান এত বছরেও হয়নি। হেরিটেজ ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বৃষ্টিতে ভবনের বিভিন্ন ফ্লোর ও সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে জল জমে থাকে। আইআইটি খড়্গপুর ও আইআইটি রুরকির বিশেষজ্ঞরা রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছেন, মামলার ভারী ভারী নথি ও আসবাবের চাপে ভবনের একাংশ বসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন ঘরের চাঙড় ও দেওয়ালের অংশ খসে পড়ে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে সংবামাধ্যমকে এই চত্বর থেকে দূরে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এখন অনেকে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে যা তা বলছেন। আইনজীবীরাই বেশি রয়েছেন তাঁদের মধ্যে। সংবাদমাধ্যম এই বিষয়ে আবেদন জানাক।' সূত্রের খবর, হাইকোর্টের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ শেষ হলে সংবাদমাধ্যমের তরফে প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন করা হবে।

কুমোরটুলিতে অকাল শরৎ, বিদেশ পাড়ি উমার

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ মে : খড়, কাঠ, বাঁশ ও সুতলির বন্ধনে কাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কোথাও আবার কাঠামোর ওপর চলছে মাটি লেপার কাজ। আবার কোথাও মূর্তির ওপর রংয়ের প্রলেপ পড়ার অপেক্ষা। পুজোর ঢাকে কাঠি পড়তে এখনও চার মাস বাকি। তবে কুমোরটুলিতে যেন অকাল শরৎ। মৃৎশিল্পীদের প্রতিমা তৈরির প্রস্তুতিপর্ব এখন তুঙ্গে। অন্য বছর রথযাত্রা থেকে শুরু হয় বায়না পাওয়া। এবছর দুর্গাপুজো এগিয়ে আসায় আগে থেকেই বায়না পেয়েছেন শিল্পীরা। অনেকে আবার বর্ষার আগেই বিদেশ থেকে আসা বায়নার প্রতিমাকে বাক্সবন্দি করে জাহাজে তোলার প্রস্তুতি সেরে রেখেছেন।

বৃষ্টির মধ্যে প্লাস্টিকের ছাউনির নীচে বসে ছাঁচের মুখে নকশা ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পী বিশ্বনাথ পাল। বললেন, 'ডেনমার্কের একটি মিউজিয়ামে প্রতিমা চলে গিয়েছে। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণে বরাত পাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।' প্যারিস, নেদারল্যান্ড, আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে শিল্পী প্রশান্ত পালের তৈরি প্রতিমা। বললেন, '৫টি মূর্তি ইতিমধ্যেই বিদেশে গিয়েছে। বিদেশে পাঠানোর জন্য ১৫টি মূর্তির কাজ চলছে। এখানেও বরাত পাওয়া ৪০টি প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।' বিদেশে পাঠানোর জন্য গাড়িতে মূর্তি তুলে দিতে দিতেই শিল্পী মিন্টু পাল বলেন, 'পুজো শেষ হলেই পরের বছরের জন্য বিদেশ থেকে বরাত এসে যায়। এখনই অনেক প্রতিমা পাঠানো শেষ।'

বিদেশের বরাত পাওয়া মূর্তির কাজই করেন শিল্পী কৌশিক ঘোষ। তাঁর তৈরি প্রতিমা ইতিমধ্যেই পাড়ি দিয়েছে মস্কোয়। তাঁর মন্তব্য, 'ইতালি, জার্মানি, কানাডা, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, আমেরিকা, লন্ডন, জাপান, রাশিয়ায় এখনও ১৫টি প্রতিমা গিয়েছে। পুজোর এক মাস আগে পর্যন্ত প্রতিমা যাবে।' তবে রথের অপেক্ষায় রয়েছেন শিল্পী বিশাল পাল। কিন্তু আগে

বিদেশে পাড়ি দেওয়ার জন্য তৈরি দুর্গা প্রতিমা। শুক্রবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

থেকেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, 'মা আসতে এখনও কিছুদিন বাকি। কিন্তু আমাদের তো প্রস্তুতি সেরে রাখতেই হবে। ঝাড়খণ্ড, বিহার সহ অন্যান্য রাজ্যেও আমার প্রতিমা যায়। ৪০টি মূর্তি এখন থেকেই তৈরি শুরু করে দিয়েছি। রথযাত্রার সময় থেকে বায়না পাওয়া শুরু হবে। এবছর ব্যবসা ভালো হবে বলেই আশা করছি।' নামকরা থিমের পুজোগুলির বরাত আসা শুরু হয়ে গিয়েছে শিল্পী দীপঙ্কর পালের কাছে। বললেন, 'টালিগঞ্জ, বাগবাজার সর্বজনীনের মতো থিমের পুজোগুলির বরাত পেয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছি।' লোকবল কম। শিল্পীরা এখন মুম্বই, বেঙ্গালুরুর মতো শহরগুলিতে চলে যাচ্ছেন। তাই আগে থেকেই প্রস্তুতি সেরে রাখতে হয় বলে জানালেন কুমোরটুলি মৃৎশিল্প সংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক বাবু পাল। তাঁর বক্তব্য, 'এখানে শিল্পীদের উপার্জন কম। তাই পূর্বপুরুষগতভাবে অনেকেই আর একই পেশায় আসেন না। তবে এখানে ১১ মাস কাজই থাকে। এবছর পুজো আগে। পয়লা বৈশাখ থেকে বরাত পাওয়া শুরু হয়েছে। কাজ শুরু হয়ে যায় সরস্বতীপুজোর সময় থেকে। গত বছর ৫৮টি প্রতিমা বিদেশ গিয়েছিল। এবছর এখনও পর্যন্ত বিদেশ থেকেই প্রায় ১০০টি প্রতিমার বায়না রয়েছে। তবে সংখ্যাটা আরও বাড়বে আশা করছি।'

ওয়ার্কশপ ১

পড়ুয়াদের কর্মমুখী করতে পেশাদার কোর্স

পড়াশোনার পাশাপাশি পড়ুয়াদের দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বিভিন্ন পেশাদারি সার্টিফিকেট কোর্স নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে যারা সার্টিফিকেট কোর্স শেষ করেছে, তাদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ ডঃ চন্দন রায়, মহকুমাশাসক কিংশুক মাইতি, উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অলিপ মিত্র, রীমা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পড়ুয়াদের এই কোর্সগুলির বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অবগত করা হয়। তাদের উৎসাহ যাতে বাড়ে, সে বিষয়েও সচেতন করা হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ চন্দন রায় বলেন, 'গতবছরও একাধিক কোর্স চালু হয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, শুরুতে

রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যতটা উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়, শেষে সংখ্যা অনেক কমে যায়। বর্তমানে নতুন এডুকেশন পলিসির জন্য এই কোর্সগুলি বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। তাই এইসব কোর্সের ব্যাপারে পড়ুয়ারা যত বেশি সচেতন হবে, ততই উপকৃত হবে তারা।'

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে হেমতাবাদের বাহারাইল থেকে ফোটোগ্রাফি ক্লাসের নিয়মিত পড়ুয়া ছিল বাংলা বিভাগের সুদীপ সরকার। সে ফোটোগ্রাফার হতে চায়। মহকুমাশাসক ও অধ্যক্ষ তার হাতে সার্টিফিকেট তুলে দিয়ে তাকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা দেয়। অধ্যক্ষ বলেন, 'শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পড়াশোনার পাশাপাশি পেশাদারি কোর্স করা যায়, তার উদাহরণ সুদীপ।'

তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র

ওয়ার্কশপ ২

সপ্তাহজুড়ে সচেতনতা শিবির কচড়া হাইস্কুলে

সৌরভ রায়

বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গড়তে ছাত্রীদের শপথ।

সাতদিনের একগুচ্ছ কর্মসূচি পালন হয়ে গেল কুশমন্ডি ব্লকের কচড়া হাইস্কুলে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রানা বসাক এবং এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার হুমায়ুন কবীর জানান, নিজে স্কুলে পড়লেই হবে না। দেখতে হবে সহপাঠীদের মধ্যে যেন কেউ ছুট হয়ে না যায়।

২১ এপ্রিল প্রথমদিন সুন্দরমুচি ও দেহাবন্দ গ্রামে পড়ুয়ারা সাক্ষরতা প্রচারে অংশ নেয়। পরবর্তী ছ'দিন স্বনির্ভরতা, থ্যালাসেমিয়া, রক্তদান শিবির, কিশোর ক্ষমতায়ন, জল সংরক্ষণ ও জীবনরক্ষা, আইনি সচেতনতা শিবির, যোগা এবং মনঃসংযোগ বৃদ্ধি, আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ, নারী ও শিশুপাচার রোধ, শিশুশ্রমিক বন্ধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, সাইবার ক্রাইম সচেতনতা, কম্পিউটার এডুকেশন পরবর্তী এআই প্রযুক্তি থেকে শুরু করে ন্যাড়া পোড়ানোর অপকারিতা, জৈব প্রযুক্তির ব্যবহারে কৃষির উন্নয়ন এবং রাসায়নিক সার কম ব্যবহার প্রসঙ্গে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা আলোচনা করেন। ২৭ এপ্রিল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয় সাতদিনের সচেতনতা শিবির।

ওয়ার্কশপ ৩

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে এনএসএসের বার্ষিক ক্যাম্প

এনএসএসের বার্ষিক ক্যাম্প।

১৭ থেকে ২৩ এপ্রিল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় ও মাড়াইকুড়া গ্রামে এনএসএসের বার্ষিক বিশেষ ক্যাম্পে এনএসএসের কলকাতার আধিকারিক অগ্নিমীল দাস ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের এনএসএসের কোঅর্ডিনেটর গৌতম সরকার, ডিন অশোক দাস, ডিন অনিরুদ্ধ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মূলত তথ্যপ্রযুক্তি আইন, নারী নিরাপত্তা, ক্রেতা সচেতনতা, মূলত এই তিনটি বিষয়ের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়। মাড়াইকুড়া গ্রামে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে র‍্যালির পাশাপাশি স্বচ্ছতা অভিযানও হয়। স্কুলে ড্রপআউট রুখতে পড়ুয়াদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য যোগব্যায়াম করানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে।

স্থানীয় কসবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়। কর্মসূচির শেষদিন এনএসএসের স্বেচ্ছাসেবকদের পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ চন্দন রায়, ডালখোলা কলেজের প্রোগ্রাম অফিসার দিলীপ হাজরা প্রমুখ।

তথ্য ও ছবি : রাহুল দেব

সামার ক্যাম্প

প্রথম রেলযাত্রায় পাহাড়ের কোলে মেঘ

দীপঙ্কর মিত্র

সমাজ উন্নত হয়েছে, আধুনিকতার ছোঁয়া সর্বত্র। সকলের হাতে অ্যান্ড্রয়েড ফোন। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ এখনও অনুন্নয়নের অন্ধকারেই। অভিভাবকেরা চান না মেয়েরা পড়াশোনা করুক। তাই এবার কোমর বেঁধে ইটাহার কলেজের একাংশ শিক্ষক ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে অভিভাবকদের সচেতন করছেন। মেয়েদের শুধুমাত্র বাড়িতে আটকে না রেখে তাদের উচ্চশিক্ষিত হয়ে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য সহযোগিতা চাইছেন। ২৮ জন পড়ুয়াকে নিয়ে এবার শিক্ষামূলক ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন তাঁরা। রায়গঞ্জ স্টেশন থেকে ডেমু ট্রেনে চড়ে শিলিগুড়ি। সেখান থেকে কার্সিয়াং। বেশ কয়েকজনের প্রথম ট্রেনে ওঠার সঙ্গে তিনদিনের এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

আসফারা খাতুন। বাড়ি কুশমন্ডির প্রত্যন্ত গ্রামে। ইটাহার মেঘনাদ কলেজের ইতিহাস বিভাগের ষষ্ঠ সেমেস্টারের পড়ুয়া। পারিপার্শ্বিক নানা বাধায় এতদিন বাইরে বেরোতেই পারেনি। আসফারা জানায়, 'স্যররা না থাকলে এবারও ট্রেনে চড়া হত না। স্কুলে পড়াশোনার সময় ট্রেনের কথা শুনেছি, ইচ্ছা ছিল চাপব। আজ সম্ভব হল।'

আকমাল হোসেন, রীতা সরকার জানায়, 'কোনওদিন পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। শিক্ষকেরা যদি না নিয়ে যেতেন, তাহলে হয়তো এই সুযোগ আর পেতামই না। এতদিন যা পড়েছি, তা নিজের চোখে দেখতে পাব। এ আমাদের এক নতুন অভিজ্ঞতা।'

অধ্যাপকমহল জানায়, গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রতিবছর শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাওয়া

ইটাহার মেঘনাদ সাহা কলেজ

হয়। এবার কার্সিয়াং। সেখানে তারা যা যা দেখবে, তা প্রোজেক্টের মাধ্যমে তুলে ধরবে। ওদের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক নানা বাধা থাকায় অনেক মেয়েই ইটাহার ও রায়গঞ্জ বাদে কিছুই চেনে না। তাদের চোখ খুলতেই এই ধরনের শিক্ষামূলক ভ্রমণ।

সামার প্রোজেক্টে ব্যাংক পরিদর্শন

স্কুলে গরমের ছুটিতে সামার প্রোজেক্টে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখার সুযোগ করে দিতে সুভাষগঞ্জ গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নেতৃত্বে সুভাষগঞ্জ গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকে শিক্ষামূলক পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়।

সুভাষগঞ্জ প্রগতি সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বিশ্বনাথ ভৌমিক লাইব্রেরির কার্যক্রম, বই সংগ্রহ ও পাঠকদের জন্য নানা পরিষেবা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন ছাত্রীদের। তারা লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক হওয়ার গুরুত্ব এবং পাঠ্যাভ্যাস গঠনের উপকারিতা সম্পর্কেও জানতে পারে।

অন্যদিকে, স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়া মৌসুমি, গায়েত্রীরা স্থানীয় বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকে গেলে ব্যাংকের কর্মকর্তারা আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা, অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন সেভিংস স্কিম এবং লোন পরিষেবা সম্পর্কে জানিয়েছেন। ছাত্রীরা ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি হাতে-কলমে দেখে তাদের কৌতূহল মেটায়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বন্দিতা সরকার জানান, এই ধরনের শিক্ষামূলক সফর

সুভাষগঞ্জ গার্লস স্কুল

ছাত্রীদের পাঠ্যবইয়ের বাইরের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। ভবিষ্যতে আরও এমন উদ্যোগ নেওয়া হবে।

স্কুলের শিক্ষিকা দীপিকা দত্ত, স্বরূপা দত্ত, মিঠু তরফদারেরা বলেন, ছাত্রীদের মধ্যে এই সফর ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গিয়েছে। এই অভিজ্ঞতা তাদের নতুন কিছু শিখতে এবং বাস্তব জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করেছে। এই ভ্রমণ শুধু একটি সামার প্রোজেক্ট নয়, বরং ছাত্রীদের জন্য এক নতুন দিশা খোঁজার পথও হয়ে উঠবে।

তথ্য ও ছবি : চন্দ্রনারায়ণ সাহা

আদালত দেখল খুদে স্কুল পড়ুয়ারা

শিক্ষামূলক ভ্রমণে এবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে বেলবাড়ি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের পড়ুয়ারা। স্কুলের শিশু সংসদের ১০জন সদস্য ও বিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে বিচারপতির অনুমতি নিয়ে আদালতে কীভাবে কাজ হয়, কীভাবে বিচারপ্রক্রিয়া চলে তা পর্যবেক্ষণ করে।

গঙ্গারামপুর বেলবাড়ি জুনিয়ার বেসিক স্কুল

এরপর আদালতের আইনজীবীদের সঙ্গেও দেখা করে তারা।

আদালত পরিদর্শনের পাশাপাশি শিশুমিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত স্কুল পইনালা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কুশমন্ডি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনেও যায় ওই পড়ুয়ারা। স্কুলের পরিকাঠামগত কী সুবিধা রয়েছে, যেগুলো নিজেদের স্কুলে প্রয়োগের পাশাপাশি এবং পঠনপাঠন ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের কী ঘাটতি রয়েছে, তা আলোচনা করে পড়ুয়ারা।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর রায় জানান, 'প্রত্যেকবার মূল্যায়নের পরে শিশু সংসদের মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাই। পরিকাঠামোগত এবং পঠনপাঠন ও সংস্কৃতিচর্চার চিন্তাভাবনাকে একত্রিত করে নতুন দৃষ্টান্ত সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা শিক্ষামূলক ভ্রমণে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালত সহ দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। আদালতে কীভাবে বিচারপ্রক্রিয়া চলে, কীভাবে কাজ হয় সেগুলো আমাদের পড়ুয়ারা পর্যবেক্ষণ করেছে। এছাড়া পরিদর্শন করেছে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়।'

স্কুলের শিশু সংসদের প্রধানমন্ত্রী শিল্পী সেন বলে, 'আমরা আমাদের দুর্বলতার জায়গাগুলো বুঝতে পেরেছি এবং নিজেদের আরও উন্নত করতে কী করতে হবে, সেইসব জেনেছি।'

তথ্য ও ছবি : জয়ন্ত সরকার

পোস্ট অফিসে কন্যাশ্রী ক্লাবের 'চেতনা' বাহিনী

সরকারি নির্দেশিকা মেনে স্কুলের পড়ুয়াদের বহির্জগৎ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানবৃদ্ধিতে শিক্ষামূলক ভ্রমণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচি অনুযায়ী প্রযুক্তির যুগেও ডাকঘরের ভূমিকা বোঝাতে ভূপালচন্দ্র বিদ্যাপীঠের কন্যাশ্রী বাহিনী 'চেতনা'র সদস্য এবং শিক্ষিকারা শিক্ষামূলক ভ্রমণে ভূপালপুর ডাকঘর পরিদর্শনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কন্যাশ্রী বাহিনীর মেয়েরা ডাকঘরে পৌঁছোলে ডাকঘরের আধিকারিকরা ছাত্রীদের পোস্টাল সিস্টেম, স্পিড পোস্ট, মানি অর্ডার, ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম, আধার সংযোগ সহ অন্যান্য

ভূপালচন্দ্র বিদ্যাপীঠ

পরিষেবা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বোঝান। ছাত্রীরা কৌতূহল-ভরে প্রত্যেকটি বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নানা বিষয় জানার সুযোগ পান। শ্রেয়া সরকার বলে, 'ডাকঘর নিয়ে আগে ততটা জানতাম না। আজ বুঝলাম, আমাদের চিঠি পৌঁছোনোর পিছনে কতটা পরিশ্রম ও পরিকল্পনা থাকে।'

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উৎপল গোস্বামী জানান, 'ছাত্রীরা যেন শুধু বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, তাই আমরা এ ধরনের শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করে থাকি। ডাকঘরের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জেনে তারা বাস্তব জীবনের নানা দিক বুঝতে শিখছে।' এই ধরনের উদ্যোগ আগামী দিনে আরও ছাত্রীর মধ্যে সচেতনতা ও সামাজিক যোগসূত্র গড়ে তুলবে বলে আশাবাদী স্কুল কর্তৃপক্ষ।

তথ্য ও ছবি : চন্দ্রনারায়ণ সাহা

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ড্রামা ক্লাবের হরিমাধব স্মরণ

সৌকর্য সোম

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রামা ক্লাবের উদ্যোগে বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। স্বাগতভাষণ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত নিবন্ধক বিশ্বজিৎ দাস। উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের নাট্যবন্ধু মালদা মালঞ্চের কর্ণধার পরিমল ত্রিবেদী, কালিয়াগঞ্জ বিচিত্রা নাট্য সংস্থার কর্ণধার চন্দন চক্রবর্তী এবং বালুরঘাটের নাট্যকর্মী তুহিনশুভ্র মণ্ডল। স্মৃতিচারণায় এঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ি, অধ্যাপক নাট্যজন সৌমিত্র বসু। স্মৃতিচারণে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাট্যযাপনের নানা অজানা দিক উঠে আসে।

স্মৃতিচারণার মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের গান, কবিতা, বাঁশি পরিবেশনের সঙ্গে তুহিনশুভ্র মণ্ডলের লেখা সাম্প্রতিক 'হরিমাধব' কবিতাটি পাঠ করা হয়। ছাত্রী ঈশিতা দত্তের আঁকা হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের একটি পেন্সিল স্কেচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রামা ক্লাবের পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় বালুরঘাট ত্রিতীর্থের হাতে।

ড্রামা ক্লাবের উদ্যোক্তা অধ্যাপক সমীপেন্দ্র ব্যানার্জি বলেন, 'আগামীতে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ও উত্তরবঙ্গের থিয়েটার নিয়ে আরও গবেষণাধর্মী কাজ অব্যাহত থাকবে।'

সেমিনারে

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বৌদ্ধদর্শন

২৫ এপ্রিল, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট এথিক্সের ওপর সেমিনার হয়ে গেল। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি সভাকক্ষে আয়োজিত এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য দীপককুমার রায়, রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার, কনভেনর তৃপ্তি প্রমুখ।

অন্যদিকে, ২৬ এপ্রিল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ডে উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপিকা গঙ্গোত্রী চক্রবর্তী

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য দীপককুমার রায়, রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার,ডিন অশোক দাস সহ অন্যরা।

২৯ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সেমিনারে ছিলেন উপাচার্য দীপককুমার রায়, রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার, অধ্যাপক বাবুলাল বালা প্রমুখ। উপাচার্য বলেন, ইতিহাস আজও লেখা হচ্ছে, ভবিষ্যতেও লেখা হবে। ইতিহাসের অনেক উপাদান কালের নিয়মে হারিয়ে যাচ্ছে আবার নতুন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। সমাজ গতিশীল। এদিনের সেমিনারে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের গবেষকেরা অংশ নেন।

তথ্য ও ছবি : দীপঙ্কর মিত্র

বিজ্ঞানের অস্কারে সম্মানিত রায়গঞ্জের প্রীতম

রাহুল দেব

২০২৫ সালের 'ব্রেক থ্রু প্রাইজ ইন ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স' সম্মানে সম্মানিত হলেন রায়গঞ্জের কৃতি প্রীতম চক্রবর্তী। প্রীতম এই মুহূর্তে 'সার্নে'র (ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ) সহযোগী হিসেবে পোল্যান্ডের ওয়ারশ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনলজিতে কাজ করছেন। সার্নের অধীনে 'অ্যালিস' (এ লার্জ আয়ন কোলাইডার এক্সপেরিমেন্ট) প্রোজেক্টের সঙ্গে সে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। এই প্রোজেক্টের মূল লক্ষ্য, বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরের এক সেকেন্ডের একলক্ষ ভাগের এক ভাগ সময় পরে মহাবিশ্ব ঠিক কীরকম ছিল, তা জানা।

প্রসঙ্গত, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রেক থ্রু পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। এই পুরস্কারের গুরুত্ব এতটাই যে একে 'বিজ্ঞানের অস্কার' হিসেবেও গণ্য করা হয়। এই ব্রেক থ্রু পুরস্কারে ভারতবর্ষ থেকে যে কয়েকজনের নাম রয়েছে, তাদের অনেকেই অ্যালিস প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে।

তবে শুধু অ্যালিসই নয়, পাশাপাশি সিএমএস (কম্প্যাক্ট মিউওন সলিনয়েড), অ্যাটলাস (এ টরোয়ডাল এলএইচসি অ্যাপারেটাস) এবং এলএইচসিবি (লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার বিউটি) প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরাও ব্রেক থ্রু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

এদিন পোল্যান্ড থেকে প্রীতম জানান, '২০১৭ সাল থেকে আমি অ্যালিসের কাজের সঙ্গে রয়েছি। আইআইটি বম্বে থেকে পিএইচডি করেই অ্যালিসের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছি। সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এত বড় সম্মানপ্রাপ্তি সত্যিই কাজের প্রতি নতুন করে উৎসাহ হিসেবে কাজ করে। আমাদের সংস্থাকে ট্রফি এবং একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়েছে, যা দিয়ে বাইরের ছাত্রদের সার্নে গবেষণার সুযোগ দেওয়া হবে।'

প্রসঙ্গত, ২০১০-২০১১ সালে সার্নে প্রথমবার প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষ ঘটানো হয়। তারপর লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে সিসার দুটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটানো হয়। ২০১৫-১৮ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য সেই একই সংঘর্ষ ঘটানো হয়। তৃতীয়বারের সংঘর্ষ ঘটানোর দলে রয়েছেন রায়গঞ্জের প্রীতম। আর এই এক্সপেরিমেন্টের নামই 'অ্যালিস'।

জমির পথে কৃষক। দূরে দেখা যায় প্রেমের তাজ। শুক্রবার।

নিয়ম মেনে ঋণ, জানাল আইএমএফ

ভারতের নজর এবার এফএটিএফ-বিশ্বব্যাংকে

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : ঋণ মঞ্জুর করার আগে পাকিস্তানকে বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে বলা হয়েছিল। তারা সব শর্ত মেনে পদক্ষেপ করেছে। সেই কারণে পাকিস্তানকে বড় অঙ্কের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)। তবে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক ও সন্ত্রাসবাদবিরোধী পর্যবেক্ষক সংস্থা এফএটিএফের কর্তাদের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকদের আলোচনা শুরু হয়েছে। জুন মাসে পাকিস্তানের জন্য ২০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ মঞ্জুর করার কথা বিশ্বব্যাংকের। সেই ঋণদান ঠেকানোকেই এখন পাখির চোখ করেছে ভারত।

সূত্রটি জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি মেনেই ভারতের তরফে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এফএটিএফের ধূসর তালিকায় থাকলে কোনও দেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি থেকে ঋণ পাওয়ার রাস্তা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। অতীতে বেশ কিছুদিনের জন্য এফএটিএফের ধূসর তালিকায় ছিল পাকিস্তান। ওই সময় আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ব্যাংকের মতো সংস্থা পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছিল। পরবর্তীকালে পাকিস্তান এফএটিএফের ধূসর তালিকা থেকে বেরিয়ে আসার পর আর্থিক সংস্থাগুলি ফের তাদের ঋণ দিতে শুরু করেছে। যে ঋণের একাংশ ঘুরপথে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির কাছে চলে যাচ্ছে বলে ভারতের অভিযোগ।

একনজরে

- বিশ্বব্যাংক ও এফএটিএফের কর্তাদের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকদের আলোচনা শুরু হয়েছে
- জুন মাসে পাকিস্তানের জন্য ২০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ মঞ্জুর করার কথা বিশ্বব্যাংকের
- সেই ঋণদান ঠেকানোকেই এখন পাখির চোখ করেছে ভারত
- পাকিস্তানকে ফের এফএটিএফের নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার চেষ্টায় দিল্লি
- শর্ত মানতে ঋণ পেয়েছে পাকিস্তান দাবি আইএমএফ-এর

সেই কারণে পাকিস্তানকে ফের এফএটিএফের নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার চেষ্ট চালাচ্ছে দিল্লি।

এদিকে পাকিস্তানকে ১০০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখতে আইএমএফকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তারপরেও আন্তর্জাতিক সংস্থার তরফে অবস্থান স্পষ্ট করা হল। আইএমএফের কমিউনিকেশনস বিভাগের ডিরেক্টর জুলি কোঝাক বলেন, 'পাকিস্তান যাবতীয় শর্ত পূরণ করেছে বলে আমাদের বোর্ড জানতে পেরেছে। একাধিক ক্ষেত্রে সংস্কারের পথে হাঁটছে পাক সরকার। সব দিক বিবেচনা করে ওদের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। গত মে-তে গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছিল। সেইমতো পাকিস্তানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।'

দিনকয়েক আগে গুজরাটের ভুজে গিয়ে রাজনাথ সিং পাকিস্তানকে আইএমএফের ঋণ দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্যের অর্থ সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া। ওরা জঙ্গিঘাঁটিগুলি নতুন করে গড়ে তুলতে মাসুদ আজাহারকে সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উচিত নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা।' তবে আইএমএফ যে ভারতের যুক্তি মানতে রাজি নয়, তা তাদের প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

রাহুলের নিশানায় মোদি-জয়শংকর

বিশেষ অধিবেশনের দাবি মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ মে : অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গরমাগরম বিবৃতির মধ্যেই সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবিতে এবার সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে আসার পর অবিলম্বে সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক, যাতে অন্য কেউ জানার আগে দেশের সাধারণ মানুষ সর্বপ্রথম জানতে পারেন সাম্প্রতিক সংঘর্ষ ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে।' এর আগে বিশেষ অধিবেশের দাবি তুলেছে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও বিশেষ অধিবেশনের দাবি তুলেছিলেন। যদিও তাতে কেন্দ্রীয় সরকার সাড়া দেয়নি।

তৃণমূলনেত্রী এদিন যেভাবে তিনি তাঁর পোস্টে 'অন্য কেউ' শব্দের ওপর জোর দিয়েছেনে তাতে প্রশ্ন উঠেছে, এই 'অন্য কেউ'-টা কে তা নিয়ে। যদিও সেই সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্টে কোনও ব্যাখ্যা দেননি। তবে পর্যবেক্ষকদের একাংশের অনুমান, মমতার ইঙ্গিত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিকেই। কারণ, ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির কথা প্রথম প্রকাশ্যে এনেছিলেন তিনিই। বিষয়টি নিয়ে বিরোধীরা ইতিমধ্যেই সুর চড়িয়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিকানেরে মোদির রক্ত নয়, সিঁদুর ভাষণের জবাবে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'মোদিজি ফাঁপা ভাষণ দেওয়া বন্ধ করুন। শুধু বলে দিন সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আপনি পাকিস্তানের কথায় ভরসা রাখলেন কেন? ট্রাম্পের সামনে মাথানত করে আপনি ভারতের হিতের বলি দিলেন কেন? শুধুমাত্র ক্যামেরার সামনে আপনার রক্ত গরম হয় কেন? আপনি ভারতের সম্মানের সঙ্গে সমঝোতা করে ফেললেন!' কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকেও ফের আক্রমণ করেন রায়বেরেলির সাংসদ। তাঁর তোপ, 'পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতকে একই বন্ধনীতে রাখা হয়েছে? কেন কোনও দেশ পাকিস্তানের নিন্দায় আমাদের পাশে দাঁড়াল না? ট্রাম্পকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে বলেছিল কে? ভারতের বিদেশনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে।'

> প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে আসার পর অবিলম্বে সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক, যাতে অন্য কেউ জানার আগে দেশের সাধারণ মানুষ সর্বপ্রথম জানতে পারেন সাম্প্রতিক সংঘর্ষ ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

রাহুলের এই আক্রমণের জবাবে বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে ভারত ও তার সশস্ত্র বাহিনীর মনোবল দুর্বল করার অভিযোগ তুলেছে। দলের নেতা গৌরব ভাটিয়া তাঁকে নিশান-ই-পাকিস্তান বলেও তোপ দেগেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘৃণা করতে গিয়ে রাহুল ১৪০ কোটি ভারতীয়কে ঘৃণা করতে শুরু করেছেন তিনি। এরই মধ্যে জার্মানির বিদেশমন্ত্রী জোহান ওয়েডফুল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের আত্মরক্ষার অধিকার আছে বলে জানিয়েছেন। বার্লিনে শুক্রবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন জয়শংকর। তিনি জানিয়েছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারত জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। ভারতকে পরমাণু হামলার ব্ল্যাকমেল করা যাবে না।'

এদিন কেন্দ্রের তরফে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠানোকে সমর্থন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলকে বিদেশ সফরে পাঠানো নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি আগেও বলেছি, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যেকোনো পদক্ষেপে সর্বদা কেন্দ্রের পাশে থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস।' ভারতের প্রতিনিধিদলগুলির একটি বর্তমানে জাপানে রয়েছে। তার সদস্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি টোকিওর ইয়াসুকুনি মন্দিরে বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল এবং স্বাধীনতাসংগ্রামী রাসবিহারী বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রাসবিহারী বসুর সমাধিস্থলের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনার জন্য জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসকে অনুরোধও করেছেন তিনি।

রুশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে কানিমোঝির দল। মস্কোতে।

ড্রোন হামলায় পথে হল দেরি

মস্কো, ২৩ মে : অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য ও পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতে বেরিয়ে বড়সড়ো ফাঁড়া এড়াল কেন্দ্রের একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল। ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝির নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার মস্কোয় পৌঁছোয়। কিন্তু কানিমোঝিদের বিমানটি অবতরণ করার আগেই ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় মস্কোর ডোমোডেডোভো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে মাঝ আকাশেই কানিমোঝিদের বিমানটি চক্কর কাটতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ ওই বিমানবন্দরে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক বিমান ওঠানামা বন্ধ থাকে। পরে অবশ্য ফাঁড়া কেটে যায়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে সবুজ সংকেত পেয়ে কানিমোঝিদের বিমানটি অবতরণ করে। প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকরা। বিমানবন্দর থেকে নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে সাংসদদের হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চেয়ার অফ দ্য স্টেট ডুমা কমিটি অন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স লিওনিদ স্লাতস্কির সঙ্গে দেখা করে প্রতিনিধিদলটি। কানিমোঝির দলটি রাশিয়ার পাশাপাশি গ্রিস, স্পেন, স্লোভেনিয়া এবং লাটভিয়ায় যাবে।

মুনিরকে কটাক্ষ ইমরানের

ইসলামাবাদ, ২৩ মে : পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ইতিহাসে আয়ুব খানের পর দ্বিতীয় ফিল্ড মার্শাল হিসেবে পদোন্নতি হয়েছে জেনারেল আসিম মুনিরের। তাঁর এই পদোন্নতিকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছেন জেলবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকারকেও বিঁধেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ইমরান এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মাশা আল্লাহ, জেনারেল আসিম মুনিরকে ফিল্ড মার্শাল করা হয়েছে। তবে আমি মনে করি, ওঁকে রাজা উপাধি দিলেই বরং বেশি ভালো হত। কারণ, এখন দেশটা জঙ্গলের আইন অনুযায়ী চলছে। আর জঙ্গলে তো একজনই রাজা থাকেন।' ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর ভূমিকার প্রশংসা করে গত মঙ্গলবার শাহবাজ শরিফের সরকার আসিম মুনিরকে ফিল্ড মার্শাল পদে নিয়োগ করে। ইমরান বুঝিয়ে দিয়েছেন, শাহবাজ শরিফ ক্ষমতায় থাকলেও দেশে সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছেন মুনিরই। পাকিস্তানি সেনার সঙ্গে তাঁর কোনও গোপন বোঝাপড়া হয়নি বলেও দাবি করেছেন পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বিজয়ী ক্যাপ্টেন। তবে পাকিস্তানের স্বার্থে সেনাবাহিনীকে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন তিনি।

বিধ্বস্ত কাশ্মীর দেখে ফিরলেন ডেরেকরা

তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ ওমরের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : পাক গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ ও রাজৌরির ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অবস্থা খতিয়ে দেখে রীতিমতো ভারাক্রান্ত হৃদয় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের। সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার অভিযোগও তোলেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার পর মনে হয়েছে আঘাত যেন সীমান্তপারের সাধারণ মানুষের ওপরই করা হয়েছে।'

আরও এক সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'আমরা গভীর শোক ও দুঃখ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। এই অঞ্চলের মানুষের ওপর যে দুর্দশা নেমে এসেছে, তা দেখে হৃদয় ভেঙে যায়। সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী এই মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি অসহায় এবং সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। এই নিরীহ মানুষগুলো কেন ভালো নিরাপত্তা ব্যবস্থা পাচ্ছেন না? সীমান্তে বসবাস করলেই কি এভাবে বারবার রক্ত দিতে হবে? জীবন-জীবিকা হারাতে হবে?' সাগরিকার কথায়, 'আমরা ইমতিয়াজ আহমেদের সঙ্গে দেখা করেছি, যিনি গোলার আঘাতে হাত হারিয়েছেন। তিনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন, কিন্তু এখন আর কাজ করার মতো অবস্থায় নেই। তিনটি ছোট সন্তান আছে তাঁর, এখন তিনি কার্যত অসহায়।'

> রাহুল গান্ধি পুঞ্চে আসবেন। সেখানে গিয়ে তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানাবেন। এটা শুরু করার জন্য আমি তৃণমূলের প্রতি কৃতজ্ঞ।
>
> **ওমর আবদুল্লা**

> বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার পর মনে হয়েছে আঘাত যেন সীমান্তপারের সাধারণ মানুষের ওপরই করা হয়েছে।
>
> **ডেরেক ও'ব্রায়েন**

তৃণমূলের পর শনিবার পুঞ্চে যাওয়ার কথা রয়েছে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এদিন সেই সফরের কথা ঘোষণা করেছেন। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর মার্কিন সফর কাটছাঁট করে দেশে ফিরে তিনি এর আগে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। সেখানে সন্ত্রাসবাদী হামলায় এক আহতের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও তৃণমূলের প্রতিনিধিদের কাশ্মীরের কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধি পুঞ্চে আসবেন। সেখানে গিয়ে তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানাবেন। এটা শুরু করার জন্য আমি তৃণমূলের প্রতি কৃতজ্ঞ।' জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে ওমর বলেছেন, 'ওঁরা এখানে এসে মানুষের কথা শুনছেন এটা অত্যন্ত ইতিবাচক। এই কঠিন সময়ে কেউ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, এই অনুভূতিটাই অনেক কিছু।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মানুষের কথা শোনাটা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব। একেবারে সব সমস্যা মিটে যাবে এমনটা আমি বলছি না। কিন্তু সবার কথা শুনে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি।' শুক্রবার ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, মানস ভুঁইয়ারা রাজৌরির সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

ঝড়ে বিপন্ন যাত্রী বিমানকে আকাশসীমা ব্যবহারে বাধা পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : ভারত-পাকিস্তান শত্রুতার আঁচ লাগল ঝড়ে বিপন্ন দিল্লি থেকে শ্রীনগরগামী যাত্রীবাহী বিমানেও।

অপারেশন সিঁদুরের জেরে দুই প্রতিবেশীর তিক্ততা ক্রমশ বাড়ছে। সেই কারণে দুই দেশের আকাশসীমা ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার ইন্ডিগোর নয়াদিল্লি থেকে শ্রীনগরগামী ৬ই-২১৪২ উড়ানটি মাঝ আকাশে তুমুল ঝড়বৃষ্টির জেরে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে কোনও মুহূর্তে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটে যেত। সেই সময় ওই বিমানে দুই শতাধিক যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাক গোলাবর্ষণের পর জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি দেখতে যাওয়া তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদলও ছিল। পাঠানকোটের কাছে আকাশপথে বিপদের মুখে বিমানচালক জরুরি ভিত্তিতে পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলেন লাহোর এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বা এটিসির কাছে। কিন্তু লাহোর এটিসি তাতে সায় দেয়নি। শেষমেশ ভারতীয় বায়ুসেনা ওই যাত্রীবাহী বিমানের মুশকিল আসান হিসেবে এগিয়ে আসে।

পাকিস্তানের আকাশসীমায় ঢোকার অনুমতি না পাওয়ায় ইন্ডিগোর বিমানটিকে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই শ্রীনগর পর্যন্ত কন্ট্রোল ভেক্টরস এবং গ্রাউন্ডস্পিড আপডেট সহ রিয়াল টাইম অ্যাসিস্ট্যান্স দেয় বায়ুসেনা। বিমানটি যাতে দুর্যোগের মধ্যেই নিরাপদে অবতরণ করতে পারে সেজন্য তাদের সাহায্যও করে বায়ুসেনা। দুর্যোগের কারণে বিমানটির সামনের দিকে (র‍্যাডোম) যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। বায়ুসেনার সূত্রটি জানিয়েছে, পাকিস্তান সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটি যে নোটাম অর্থাৎ নোটিশ টু এয়ারমেন (এ০২২০/২৫) জারি করেছিল তাতে ভারতের সমস্ত অসামরিক ও সামরিক বিমানের পাকিস্তানি আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বিষয়টি শ্রীনগরগামী যাত্রীবাহী বিমানকে জানিয়ে দেয় বায়ুসেনার নর্দার্ন এরিয়া কন্ট্রোল। সেই সঙ্গে দিল্লি এরিয়া কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তারা।

তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি দেখে যাতে লাহোর এটিসি ওই বিমানটিকে আকাশসীমা ব্যবহারের ছাড়পত্র দেয় সেজন্য তাদের কন্ট্রোল ফ্রিকোয়েন্সিও দেওয়া হয়েছিল। এরই মধ্যে বায়ুসেনার সাহায্যে শেষমেশ বড়সড়ো বিপদ এড়াতে সক্ষম হয় ওই উড়ানটি।

সে যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়... শুক্রবার কাজিরাঙ্গায়।

অ্যাপলকে ফের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

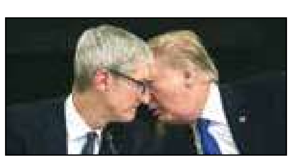

ওয়াশিংটন, ২৩ মে : আমেরিকায় যে আইফোন বিক্রি করা হবে, তা আমেরিকাতেই বানাতে হবে। ভারত বা অন্য কোনও দেশে বানালে চলবে না। অন্য দেশে তৈরি আইফোন আমেরিকায় বিক্রি করলে সে ক্ষেত্রে অন্তত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে। ফের অ্যাপলকে হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শুক্রবার ট্রাম্প জানান, তিনি অ্যাপলের কর্ণধার টিম কুককে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, যদি তিনি আমেরিকায় আইফোন বিক্রি করতে চান, তাহলে সেই আইফোন আমেরিকাতেই তৈরি করতে হবে।

সম্প্রতি ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ভারতে আর অ্যাপলের জিনিস তৈরি না করার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন অ্যাপল কর্ণধার কুককে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, তিনি কুককে বলেছিলেন, 'আমি শুনছি আপনি ভারতে জিনিস তৈরি করছেন। আমি চাই না আপনি ভারতে জিনিস তৈরি করুন...। আমি টিমকে বলেছি, আমরা আপনাদের সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করছি। বছরের পর বছর ধরে আপনারা চিনে যে উৎপাদনকেন্দ্র তৈরি করেছেন, তা আমরা সহ্য করেছি। কিন্তু আপনারা ভারতে যে কারখানা তৈরি করছেন, তা আমাদের পছন্দ নয়। ভারত নিজেই নিজেদের খেয়াল রাখতে পারে এবং তারা বেশ ভালো ভাবেই চলছে।'

যদিও সূত্রের খবর, ভারতে বিনিয়োগের বিষয়ে অ্যাপলের আগে যা পরিকল্পনা ছিল, তা-ই রয়েছে। অ্যাপলের জিনিস তৈরির জন্য অন্যতম বড় উৎপাদনকেন্দ্র হিসাবে ভারতকেই পছন্দ করে এই আমেরিকান বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থা।

অপারেশন সিঁদুরে সাহসিকতার স্বীকৃতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ মে : শুক্রবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত বিএসএফ ইনভেস্টিচার সেরিমনিতে বাহিনীর ২৬ জন সদস্যকে পদক দিয়ে সম্মানিত করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ৪ জন পেলেন পুলিশ মেডেল ফর গ্যালান্ট্রি, ২২ জন মেরিটোরিয়াস সার্ভিস পদক।

অনুষ্ঠানে ডিজি বিএসএফ দলজিৎ সিং চৌধুরী অপারেশন 'সিঁদুর'-এ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কৃতিত্ব তুলে ধরেন। তিনি জানান, পহলগাম হামলার পর বিএসএফ পশ্চিম সীমান্তে একাধিক ড্রোন হামলা রুখে দেয় এবং পাক সেনা ও রেঞ্জার্সের গোলা-গুলির জবাব দেয়। এতে এক বিএসএফ ও এক সেনা জওয়ান শহিদ হন, আহত হন সাতজন। ডিজি বিএসএফ জাতীয় নেতৃত্ব ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কৃতজ্ঞতা জানান অপারেশন সিঁদুরে বিএসএফ-এর অবদানের স্বীকৃতির জন্য। তিনি আরও বলেন, ছত্তিশগড় ও ওডিশায় মাওবাদী দমনে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় বিএসএফ যে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে তা প্রশংসনীয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, 'বিএসএফ সীমান্তে থাকলে দেশবাসী নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন।' তিনি আরও বলেন, 'সীমান্ত রক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিএসএফ-এর কর্মদক্ষতা ও দায়িত্ব পালনের ধরন নিয়ে গবেষণা করলেই বোঝা যাবে কীভাবে বিশ্বের অন্যতম কঠিন সীমান্তে দায়িত্ব পালন করে বিএসএফ আজ বিশ্বের সেরা সীমান্তরক্ষী বাহিনীগুলির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।' এই অনুষ্ঠানটি বিএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম ডিজি পদ্মবিভূষণ কেএফ রুস্তমজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর 'সৈনিক মনোভাব ও দূরদর্শী নেতৃত্ব'-এর কথা স্মরণ করে ডিজি বিএসএফ বলেন, 'এই গুণাবলির ফলে আজ বিএসএফ দেশের প্রথম সুরক্ষা পংক্তিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

বীরত্বের স্বীকৃতি হিসাবে গ্যালান্ট্রি পদক পান সাব-ইন্সপেক্টর অনুরাগ রঞ্জন, হেড কনস্টেবল আব্দুল হামিদ রাথর, কনস্টেবল অমরজিত সিং এবং কনস্টেবল নবজ্যোত সিং। মেরিটোরিয়াস সার্ভিস (চাকুরিরত) পুরস্কার পান, ড. আশিস কুমার (আইজি), রাজ কুমার নেগি (ডিআইজি), প্রদীপ চন্দ শর্মা (কমান্ড্যান্ট), সন্দীপ কুমার, প্রেম বিশ্বাস, অনিল কুমার, পবন কুমার (২ আইসি), মহিমা নন্দ মামগাইন, চরণজিত সিং প্রমুখ।

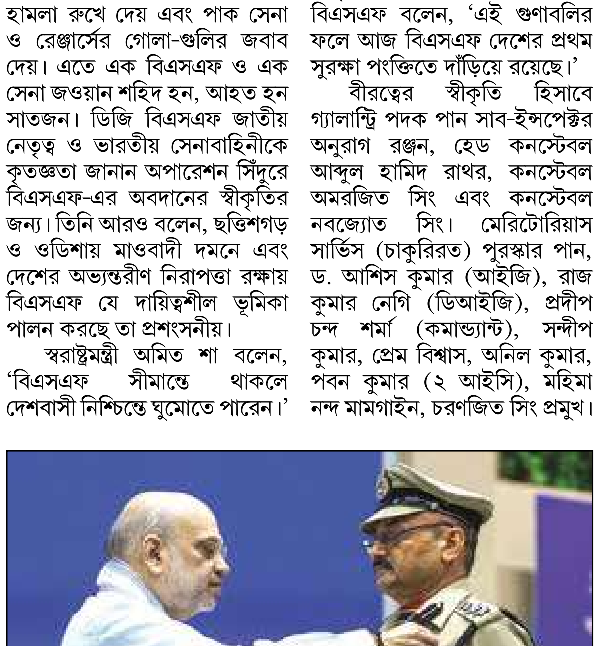

বিএসএফের অনুষ্ঠানে আধিকারিককে পুরস্কৃত করছেন অমিত শা।

জঙ্গি নেতার সুরে ভারতকে হুমকি

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং ভারত বিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলি যে হরিহর আত্মা সেটা ফের প্রমাণ করে দিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী। পাকিস্তানের ডিজি-আইএসপিআর (ডিরেক্টর জেনারেল ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস) সেদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে ভারতের সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের জবাবে বলেছেন, 'আপনারা যদি আমাদের জল বন্ধ করে দেন তাহলে আমরা আপনাদের নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেব।' এর আগে ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূল কুচক্রী তথা লস্কর-ই-তৈবার প্রধান হাফিজ সঈদও ভারতকে এই ভাষাতেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। তার বক্তব্য ছিল, 'আপনারা যদি জল বন্ধ করে দেন তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আপনাদের নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেব আর ওই নদীগুলি দিয়ে রক্ত বইবে।' সিন্ধু দিয়ে হয় জল বইবে নয়তো রক্ত প্রবাহিত হবে বলে ভারতকে তোপ দেগেছিলেন বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারিও।

পহলগাম হামলার জবাবে ভারত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজস্থানের বিকানেরে আরও একবার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হবে শুধুমাত্র পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে। অন্য কিছু নিয়ে নয়।' অপারেশন সিঁদুর এবং কূটনৈতিক প্রত্যাঘাতের জেরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দু-দিন আগে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর, জল, বাণিজ্য ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনায় বসার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দেশের ডিজি-আইএসপিআর যেভাবে জঙ্গি নেতার সুরে সুর মিলিয়ে ভারতকে শ্বাসরুদ্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তাতে পাকিস্তানের চাল-চরিত্র-চেহারা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ঘটনা হল, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরীর বাবা সুলতান বসিরুদ্দিন মেহমুদ ছিলেন আলকায়দা সুপ্রিমো ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। কাজেই পাকিস্তান যতই নিজেদের সন্ত্রাসবাদের শিকার বলে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করুক, হাফিজ সঈদ এবং পাক সেনাকর্তার একই সুরে ভারতকে হুমকি দেওয়া থেকে পরিষ্কার, জঙ্গিদের শেখানো বুলিই আওড়াচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

হার্ভার্ডে বিদেশি ভর্তিতে নিষেধ, চাপে ভারতীয় পড়ুয়ারা

ভিসা বাতিল নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণে ফাঁপরে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৩ মে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করার অনুমতি বাতিল করেছে। ফলে এখনকার প্রায় সাত হাজার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে হয় অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে হবে, নয়তো দেশ ছাড়তে হবে।

হার্ভার্ড নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা জগতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। কারণ, এই সিদ্ধান্ত দেশের শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়ের একটি প্রধান উৎসকে নিশানা করেছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে হার্ভার্ডের সম্পর্ক সম্প্রতি খারাপ হয়েছে, বিশেষ করে 'ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষ' ঘিরে নানা বিতর্কের প্রেক্ষিতে। তবে প্রশাসন হার্ভার্ডকে শর্ত দিয়ে বলেছে, নির্দিষ্ট তথ্য ও নথি জমা দিলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হতে পারে।

বৃহস্পতিবার সেদেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তর (ডিএইচএস) এক বিবৃতিতে জানায়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় 'আমেরিকাবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদপন্থী বিক্ষোভকারীদের' আশ্রয় দিয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্য তৈরি করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলে কাজ করার অভিযোগও তোলা হয়েছে। এমনকি ২০২৪ সালে তারা এক চিনা আধাসামরিক গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে বলেও অভিযোগ। এই কারণে হার্ভার্ডের বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন বাতিল করে 'স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর প্রোগ্রাম' (এসইভিপি) থেকে তাদের সার্টিফিকেশন বাতিল করা হয়েছে।

হার্ভার্ডে বর্তমানে প্রায় ৬,৮০০ বিদেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছেন, যার মধ্যে ৭৮৮ জন ভারতীয়। এঁদের অনেকেই উচ্চতর ডিগ্রি বা ডক্টরাল প্রোগ্রামে রয়েছেন। এখন এই পড়ুয়াদের হয় অন্য কোনও অনুমোদিত (এসইভিপি প্রত্যয়িত) বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হতে হবে, নয়তো তাঁদের ভিসা বাতিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি তাঁদের দেশেও ফেরত পাঠানো হতে পারে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাম্প প্রশাসনের এহেন পদক্ষেপকে 'অবৈধ ও প্রতিহিংসামূলক' বলে আখ্যা দিয়ে মুখপাত্র জেসন নিউটন বলেন, 'আমরা শিক্ষার্থীদের সবরকম সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি। তবে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত হার্ভার্ড ও গোটা দেশের শিক্ষা ও গবেষণার ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর।'

এর আগে স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রিস্টি নোম হার্ভার্ডকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিদেশি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার তথ্য সরবরাহ করতে। হার্ভার্ড তা যথাযথভাবে না করায় এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানানো হয়। নোম এক চিঠিতে জানান, হার্ভার্ড যদি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ভিডিও, অডিও সহ সব নথিপত্র সরবরাহ না করে, তবে তারা বিদেশি শিক্ষার্থী রাখতে পারবে না।

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ, হার্ভার্ড প্যালেস্তাইনপন্থী আন্দোলন এবং সাম্য, মৈত্রী ও বৈচিত্র্যের নীতির বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউসের নির্দেশ অমান্য করেছে। এরই জেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বাবদ ২৬০ কোটি ডলার অনুদান কেটে নেওয়া হয়। একইসঙ্গে 'হার্ভার্ডের করমুক্ত সুবিধা বাতিল করা হবে' বলেও জানিয়ে দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

একটি সরকারি অ্যান্টি-সেমিটিজম টাস্ক ফোর্সের দাবি, হার্ভার্ড ইহুদি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে অনেক ইহুদি শিক্ষার্থী বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তর আরও দাবি করেছে, চিনের বিতর্কিত জিনজিয়াং অঞ্চলের 'প্রোডাকশন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোর'-কে হার্ভার্ড প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এই সংগঠন নাকি মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কুখ্যাত। সূত্র হিসাবে ফক্স নিউজ ও কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের চিঠি উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে আমেরিকান কাউন্সিল অন এডুকেশনের সভাপতি টেড মিচেল ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ ও নীচতা' বলে অভিহিত করে বলেন, 'এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করবে এবং এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হবে।'

এদিকে হার্ভার্ড-ট্রাম্প বিতর্কের আবহে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পুরোনো সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেছে একটি মার্কিন আদালত। কোনও কারণ ছাড়াই বিদেশি পড়ুয়াদের ভিসা বাতিল করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছিল, তার ভিত্তিতে দায়ের হওয়া একটি মামলায় আদালত জানিয়েছে, 'এভাবে ভিসা বাতিল করা যাবে না।' সেইসঙ্গে ট্রাম্পের সেই সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে আটকে দিয়েছে আদালত।

বৃহস্পতিবার ওকল্যান্ডের জেলা আদালতের বিচারক জেফরি এস হোয়াইট একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানিয়েছেন, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র ভিসা দেখে কোনও বিদেশি পড়ুয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা যাবে না। তাঁদের গ্রেপ্তার বা স্থানান্তরিতও করা যাবে না। যদি না কোনও ফৌজদারি অপরাধে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। সেক্ষেত্রে অবশ্য সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তের ভিসা বাতিল করারও আইনি অধিকার থাকবে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

হাফ ডজন শর্ত

- গত পাঁচ বছরে বিদেশি পড়ুয়াদের বেআইনি কার্যকলাপের সবরকম নথি, অডিও-ভিডিও ফুটেজ সহ জমা দিতে হবে
- বিদেশি শিক্ষার্থীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংক্রান্ত সব তথ্য জমা দিতে হবে
- অন্য পড়ুয়া বা কর্মীদের হুমকির সব তথ্য ও প্রমাণ জমা দিতে হবে
- অন্য পড়ুয়া বা কর্মীদের অধিকারহরণ হয়েছে এমন ঘটনার সবরকম প্রমাণ জমা দিতে হবে
- গত পাঁচ বছরে বিদেশি পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে নেওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সব রেকর্ড জমা দিতে হবে
- হার্ভার্ড ক্যাম্পাসে বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ কর্মসূচির অডিও বা ভিডিও ফুটেজ দিতে হবে

উত্তরপত্রে কারচুপিতেও পরীক্ষার যোগ্য নয়

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : এসএসসির ২০১৬-র বাতিল হওয়া প্যানেলের যেসব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন তাঁরা আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে পারবেন না। শুক্রবার একথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ জানিয়েছে, ৩ এপ্রিল শীর্ষ আদালত যে রায় দিয়েছে তা বহাল রাখা হবে। এক্ষেত্রে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। এর আগে 'র‌্যাংক জাম্প' বা মেধাতালিকায় পিছনের দিকে থেকেও যাঁরা প্যানেলের ওপর দিকে থাকা প্রার্থীদের টপকে আগে চাকরি পেয়েছেন তাঁদের পরীক্ষায় বসার

নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

আবেদনও খারিজ করে দিয়েছিল বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ। এদিন শীর্ষ আদালত সেই অবস্থানই বজায় রেখেছে।

শুক্রবার নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের যে চাকরিহারা শিক্ষকরা আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁদের যুক্তি ছিল, তাঁরা সাদাখাতা জমা দিয়ে বা প্যানেলের বাইরে থেকে চাকরি পাননি। তাঁদের বিরুদ্ধে উত্তরপত্রে কিছু কারচুপির অভিযোগ রয়েছে। সেই কারণে তাঁদের দাগিদের তালিকায় ফেলা যায় না। ফের পরীক্ষা হলে তাতে তাঁরা অংশ নিতে চান। নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যাতে বেতন পান আবেদনকারীদের তরফে সেই অনুরোধও জানানো হয়েছিল।

আবেদনের বিরোধিতা করেন এসএসসি চাকরি দুর্নীতির মূল মামলার আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিমরা। তাঁদের বক্তব্য, যাঁদের বিরুদ্ধে উত্তরপত্রে কারচুপির অভিযোগ উঠেছে তাঁরা চিহ্নিত অযোগ্যদের মধ্যে পড়ছেন। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর পরীক্ষায় বসা এবং বেতনের আবেদনটি খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত।

প্রতিরক্ষা সম্পর্কে ছেদ টানার চেষ্টা!

১৮০ কোটির চুক্তি বাতিল বাংলাদেশের

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৩ মে : ভারত-বিরোধিতার রাস্তা থেকে সরতে নারাজ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘাত জিইয়ে রাখলে যে আখেরে বাংলাদেশের আমজনতার নাভিশ্বাস উঠবে, সেটা বুঝেও নয়া পদক্ষেপ করল টিম ইউনূস। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড (জিআরএসই)-কে দেওয়া জাহাজ তৈরির বরাত বাতিল করেছে বাংলাদেশ।

'ওসান গোয়িং টাগ' গোত্রের জাহাজটি তৈরির জন্য ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের অধীন জিআরএসই ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৮০.২৫ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছিল। এই ধরনের জাহাজ অন্য বড় জাহাজকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। টাগ শিপ-এর বরাত জিআরএসইকে দিয়েছিল শেখ হাসিনার সরকার। চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েকসপ্তাহ বাদেই কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চাপে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন। ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েই ভারত-বিরোধিতার পথে হাঁটতে শুরু করে। চিনে গিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্য নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস। বাংলাদেশকে সমুদ্রের অভিভাবক বলে দাবি করেন। আপত্তি জানায় ভারত।

দু'পক্ষের মধ্যে টানাপোড়েনের মধ্যে বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে ভারত। পালটা ভারত থেকে সুতো আমদানিতে কড়াকড়ি করে ঢাকা। এরপর স্থলবন্দরগুলি দিয়ে বাংলাদেশের বস্ত্র ও প্যাকেটজাত খাবার রপ্তানি বন্ধ করে দেয় ভারত। সেই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন বাংলাদেশের জাহাজ চুক্তি বাতিল। কী কারণে এটি বাতিল করা হল তা নিয়ে ইউনূস সরকারের তরফে কিছু জানানো হয়নি। বাংলাদেশের নৌবাহিনী নাকি প্রতিরক্ষামন্ত্রক, কাদের আপত্তিতে এই পদক্ষেপ তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। দিল্লির সাউথ ব্লকও এই নিয়ে কোনও বিবৃতি দেয়নি। তবে ২১ মে জিআরএসই বরাত বাতিলের কথা ভারতের স্টক এক্সচেঞ্জকে জানিয়েছিল। সেদিন সংস্থার শেয়ারদর প্রায় ১০ শতাংশ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাজার বন্ধের সময় সেই ঘাটতি প্রায় পুরোটাই পুষিয়ে নিতে পেরেছে কলকাতা ভিত্তিক প্রতিরক্ষা সংস্থাটি।

জিআরএসই-র ওপর চুক্তি বাতিলের প্রভাব না পড়লেও ইউনূস সরকারের সিদ্ধান্ত যে দু-দেশের সম্পর্কে ফের ধাক্কা দিয়েছে, সে ব্যাপারে একমত কূটনৈতিক মহল। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী নানাভাবে ভারতের অর্থনীতিকে চাপে ফেলার চেষ্টা করলেও তা কার্যত কোনও কাজে আসেনি। তবে ভারতের ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিল ও পণ্য আমদানিতে কড়াকড়ির কারণে বাংলাদেশের বস্ত্র ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বড় ধাক্কা খেয়েছে। বাংলাদেশের রেডিমেড পোশাক নির্মাতা সংগঠন 'বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন' ইউনূস সরকারকে চিঠি দিয়ে ভারতের কড়াকড়ি শিথিলের জন্য আলোচনার অনুরোধ জানিয়েছে।

বণিক সংগঠনের ওই চিঠিতে বলা হয়েছে,'স্থলপথে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যে অনেক পণ্য সীমান্তে আটকে গিয়েছে। স্থগিত হয়ে গিয়েছে উৎপাদন। এতে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হচ্ছে।... বাংলাদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ রপ্তানি পণ্য বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এর মধ্যে অধিকাংশই পোশাক। গত ১০ মাসে স্থলপথে ১২ হাজার কোটি টাকার পণ্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েছে।' শিল্পপতিদের আবেদন, 'ভারতের নিষেধাজ্ঞার ফলে বাংলাদেশি পোশাক নির্মাতারা বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। ভারত সরকারের কাছে অন্তত তিন মাস সময় চাইতে হবে। তাদের অনুরোধ করতে হবে।'

একনজরে

- টাগ শিপের জন্য জিআরএসই ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৮০.২৫ কোটি টাকার চুক্তি হয়
- কী কারণে এটি বাতিল করা হল তা নিয়ে ইউনূস সরকারের তরফে কিছু জানানো হয়নি
- জিআরএসই-র শেয়ারদর প্রাথমিকভাবে প্রায় ১০ শতাংশ পড়ে গেলেও দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে

গরমে জলের অভাব মেটাতে পুকুর থেকে পানীয় জল তুলছেন স্থানীয়রা। শুক্রবার প্রয়াগরাজে।

দু'দিন বন্ধ আন্দামানের আকাশসীমা

পোর্ট ব্লেয়ার, ২৩ মে : শুক্রবার ও শনিবার আন্দামান ও নিকোবরের আকাশসীমা দু'দিনের জন্য বন্ধ করা হল। জানা গিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জন্য আকাশসীমা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে, ২৩ ও ২৪ মে সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আকাশসীমা দিয়ে বিমান চলাচল করতে পারবে না। জানুয়ারিতে দেশে তৈরি ব্রহ্মোস সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয়। এপ্রিলে ২৫০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম একটি নতুন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করেছিল। এবার নতুন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাহুলদের সংস্থায় টাকা ঢেলেছিলেন নেতারা

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতির ফাঁসে শুধু সোনিয়া ও রাহুল গান্ধি নন, গোটা কংগ্রেস দলটাকেই কাঠগড়ায় তুলতে চাইছে ইডি। অন্তত আদালতে তাদের ভাবগতিক তেমনই। শুক্রবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে ইডি দাবি করেছে, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁদের মালিকানাধীন ইয়ং ইন্ডিয়ান লিমিটেডে অনুদান বাবদ মোটা অঙ্কের টাকা ঢেলেছিলেন কংগ্রেস নেতারা। তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী আদালতে বলেন, ২০২২ সালে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির নির্দেশে চারজন কংগ্রেস নেতা ৮০ লক্ষ টাকার বেশি অনুদান দিয়েছিলেন ওই সংস্থায়। রেবন্ত তখন অবশ্য তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হননি, সেইসময় তিনি কংগ্রেসের শুধুমাত্র একজন বিধায়ক ছিলেন। ইডির দাবি, কংগ্রেস নেতা জি অনিল কুমার ২০২২ সালের জুনে ২০ লক্ষ টাকা, প্রাক্তন বিধায়ক আলি সাব্বির

ন্যাশনাল হেরাল্ডে নয়া দাবি ইডি'র

২০ লক্ষ টাকা, তেলেঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ পি সুদর্শন ১৫ লক্ষ টাকা এবং দলের তৎকালীন কার্যনির্বাহি প্রদেশ সভাপতি ২৫ লক্ষ দিয়েছিলেন ইয়ং ইন্ডিয়ানে।

একইভাবে কংগ্রেস নেতা পবন বনশল কর্ণাটকের নেতা ডিকে শিবকুমার ও ডিকে সুরেশকে আড়াই কোটি টাকারও বেশি অনুদান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ডিকে শিবকুমারের হাতে থাকা ন্যাশনাল এডুকেশন ট্রাস্ট ২ কোটি টাকা দিয়েছিল রাহুলের সংস্থায়। তিনটি কিস্তিতে পঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা অমিত ভিজ ৩.৩ কোটি টাকা দিয়েছিলেন ওই সংস্থায়। এক বছরের ভিতর ওই টাকা দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি ইডি আদালতে দাবি করেছিল, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধি ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। চার্জশিটে অভিযোগ করা হয়েছে, মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের ২ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেছিল ইয়ং ইন্ডিয়ান লিমিটেড। অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডই ন্যাশনাল হেরাল্ড সংবাদপত্রটি প্রকাশ করত।

ট্রাকের মাটি চাপা পড়ে মৃত সবজি বিক্রেতা

লখনউ, ২৩ মে : গাছের নীচে ঘুমোচ্ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বরেলির বাসিন্দা সুনীল কুমার (৪৫)। আচমকাই পেশায় সবজি বিক্রেতা সুনীলের ওপর ট্রাক ভর্তি কাদামাটি ফেলে দেয় পুরসভার একটি গাড়ি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সবজি বিক্রির পর বাড়ির কাছেই গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তিনি। সেটাই কাল হল। তিন সন্তান নিয়ে দিশেহারা অবস্থা সুনীলের স্ত্রীর। ঘটনায় প্রশ্নের মুখে বরেলি পুরসভার ভূমিকা।

পরিবারের দাবি, থানায় অভিযোগ দায়েরের সময় পুর আধিকারিকরা তাঁদের হুমকি দেন। সুনীল কেন গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আধিকারিকরা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কয়েকদিন ধরে এলাকার নালা পরিষ্কারের কাজ করছিল পুরসভা। বুলডোজারে কাদা-মাটি তুলে ট্রাকে করে নিয়ে ফেলা হচ্ছিল। সেই কাজের সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গাছের তলায় কেউ রয়েছেন কি না তা না দেখেই ট্রাক বোঝাই মাটি ফেলে দেন পুরকর্মীরা। ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে পুরসভা। প্রশাসন জানিয়েছে, যে পুরকর্মীদের গাফিলতিতে ঘটনাটি ঘটেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পকসো মামলা দোষীকে সাজা থেকে রেহাই

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : পকসো আইনে দোষী সাব্যস্ত হওয়া এক ব্যক্তিকে সাজা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল দেশের শীর্ষ আদালত। বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ মেনে তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই বেনজির রায় দেন। আদালত জানায়, এই মামলার ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে 'সম্পূর্ণ ন্যায়' প্রতিষ্ঠা করতেই এমন সিদ্ধান্ত।

নাবালিকা ও তরুণের বেআইনি যৌন সম্পর্কের ঘটনাটি ঘটে যখন অভিযুক্তের বয়স ছিল ২৪ এবং মেয়েটির ১৫। পরবর্তীতে ওই তরুণী প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং বিয়ে করেন অভিযুক্তকেই। বর্তমানে তাঁরা সুখে সংসার করছেন, একটি সন্তানও রয়েছে ওই দম্পতির।

বিচারপতিরা জানিয়েছেন, যদিও ওই ব্যক্তির 'আইন মোতাবেক' অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, তথাপি আদালত তাঁকে কোনও সাজা দিচ্ছে না। কারণ, এই মামলায় যিনি ভুক্তভোগী, তিনি এখন ওই ব্যক্তির স্ত্রী শুধু তা-ই নয়, তিনি ওই ঘটনাকে আদৌ কোনও অপরাধ বলে মনে করেন না। তাঁরা মানসিকভাবেও পরস্পরের প্রতি নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। আদালত জানায়, 'নাবালিকা অবস্থায় মেয়েটি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। সমাজ তাকে বিচার করেছে, আইনি ব্যবস্থা তাকে সাহায্য করতে পারেনি। পরিবারও তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। এখন সে তার স্বামীকে বাঁচাতে চাইছে।'

বিচারপতিরা বলেন, 'এই ঘটনা আমাদের আইনি ব্যবস্থার খামতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। এই মামলায় আসল সমস্যাটা ছিল এর পরিণতি। মেয়েটিকে পুলিশ এবং আদালতের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করতে হয়েছে স্রেফ নিজের স্বামীকে বাঁচাতে।'

সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছে, যেন কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক সংক্রান্ত মামলাগুলির দিকে

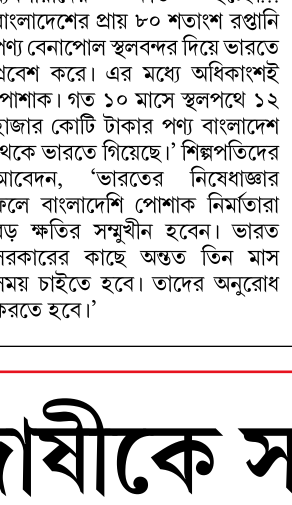

বিশেষ নজর দেওয়া হয়। একই সঙ্গে রায়ে যৌন শিক্ষা উন্নত করা, পকসো আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং যৌন নির্যাতনের ঘটনা বাধ্যতামূলকভাবে রিপোর্ট করার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

ভুক্তভোগী তরুণীর আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন আছে বুঝে দশম শ্রেণির পরীক্ষার পর যাতে তিনি উপযুক্ত কোনও কর্মসংস্থানের সুযোগ পান বা পেশাগত প্রশিক্ষণ নিতে পারেন, সেদিকেও নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এই মামলাটি প্রথমে ওঠে ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টে। সেখানকার একটি বিতর্কিত রায়ে বেকসুর খালাস দেওয়া হয় অভিযুক্তকে। হাইকোর্টে তাঁর ২০ বছরের সাজাও খারিজ হয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, কিশোরীদের যৌন আচরণ নিয়ে কিছু 'বিতর্কিত' মন্তব্যও করেন হাইকোর্টের বিচারপতিরা। রায়ে বলা হয়, একজন কিশোরীকে 'নিজের যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে', কেন না এমন পরিস্থিতিতে 'তারই বেশি ক্ষতি হয়।'

এই মন্তব্যগুলি এতটাই বিতর্কিত হয়ে ওঠে যে, সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি হাতে নেয়। ২০২৪ সালের ২০ অগাস্ট সর্বোচ্চ আদালত কলকাতা হাইকোর্টের রায় বাতিল করে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযুক্তকে। তবে তখনই সাজা ঘোষণা না করে একটি কমিটি গঠন করে ভুক্তভোগী তরুণীর বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখতে।

সবদিক খতিয়ে দেখার পর আদালত সিদ্ধান্ত নেয়, অভিযুক্তের বর্তমান পরিবার, ভুক্তভোগীর মানসিক অবস্থা এবং গোটা ঘটনার ব্যতিক্রমী প্রেক্ষাপট বিচার করে, অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা না করেই মামলার নিষ্পত্তি করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের মতে, 'এই ঘটনাটি আমাদের বিচারব্যবস্থাকে ভাবতে বাধ্য করছে কেবল আইন প্রয়োগ করলেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় না, প্রাসঙ্গিক বাস্তবতাও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।'

কোর্টের ভর্ৎসনা রাজস্থানকে

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : রাজস্থানের কোটায় পড়ুয়া-মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট। কেন বারবার কোটাতেই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে শুক্রবার রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেছেন শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা। কোটায় পড়ুয়াদের আত্মহত্যার ঘটনা বাড়তে থাকায় এদিন রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় তিরস্কার করে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ সরকারি আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, 'এত ছাত্রছাত্রী কেবল কোটাতেই কেন আত্মহত্যা করছে? আপনি কি রাজ্যের তরফে বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন না? আপনারা কী করছেন?'

চলতি বছরে কোটায় এখনও পর্যন্ত ১৪ জন ছাত্র আত্মহত্যা করেছেন বলে আদালতে জানানো হয়। রাজ্য জানায়, তারা একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে এসব ঘটনা খতিয়ে দেখতে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি আত্মহত্যা সংক্রান্ত মামলার শুনানি করে সুপ্রিম কোর্ট। সেই মামলায় গত ৪ মে খড়্গপুর আইআইটির এক ছাত্র (২২) আত্মঘাতী হন। ওই ঘটনায় ৮ মে এফআইআর করে পুলিশ। এফআইআর করতে পুলিশের কেন এত দেরি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। পুলিশ তদন্তের অজুহাত দিলেও তা সন্তুষ্ট করতে পারেনি বিচারপতিদের।

বিচারপতিরা বলেন, 'আমরা চাইলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অবমাননার অভিযোগ আনতে পারতাম। তবে এখন তদন্ত চলছে দেখে আমরা আর কিছু বলছি না। তদন্ত যেন দ্রুত ও ঠিক পথে হয়, সেটাই চাইছি।' আরেকটি ঘটনায় এক 'নিট' পরীক্ষার্থিনী কোটায় তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকা অবস্থায় মারা যান। এই বিষয়ে এফআইআর না হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট বলে, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ দায়িত্ব পালন করেনি। সংশ্লিষ্ট থানার অফিসারকে আদালতে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, পড়ুয়া আত্মহত্যা ঠেকাতে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

কোটায় আত্মহত্যা

> এত ছাত্রছাত্রী কেবল কোটাতেই কেন আত্মহত্যা করছে? আপনি কি রাজ্যের তরফে বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন না? আপনারা কী করছেন?
>
> **জেবি পারদিওয়ালা এবং আর মহাদেবন**
> *সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি*

বইটই

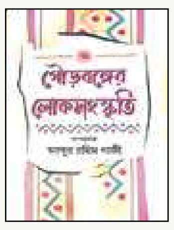

গৌড়বঙ্গের লোকসংস্কৃতি

আবদুর রহিম গাজী সম্পাদিত 'গৌড়বঙ্গের লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক আকরগ্রন্থটি আঞ্চলিক সংস্কৃতিচর্চার অসামান্য দলিল। বিশ্বায়ন পরবর্তী গ্রামবাংলার অলিগলি ঢুঁড়ে শিকড় সংস্কৃতি পরিচিতি তুলে এনে আগামী দিনের পাঠক ও গবেষকদের কাছে সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিক তথ্য উপস্থিত করার এক দুর্লভ প্রয়াস থেকে এই গ্রন্থের পরিকল্পনা। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে অস্তিত্বজ্ঞাপক নানা আবহ-অনুষ্ঠানকে চিরুনি তল্লাসিতে ছেঁকে দুই মলাটে বন্দি করতে সম্পাদকের পরিশ্রম ও ক্যারিশ্মা দুটোই লেগেছে। মালদা, দুই দিনাজপুর ও বাংলাদেশের দিনাজপুরের নবীন-প্রবীণ ভূমিপুত্রদের টেবলওয়ার্ক এবং ক্ষেত্র সমীক্ষালব্ধ উপাদানের সম্মিলনে ৫৯টি প্রবন্ধ ৯টি পর্বে ৬৯৫ পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত হয়ে তা রূপায়িত। গৌড়বঙ্গের পরিচয়, লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারা, আঞ্চলিক ইতিহাস, লোকসাহিত্য, লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্য, ভাষা, বাংলাদেশের দিনাজপুর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি সূচকে গৌড়বঙ্গের লোকায়ত চালচিত্র পূর্ণতা পেয়েছে। গ্রন্থটির বিষয়-বিন্যাস, গঠন-কৌশল, বানান-বাক্যগঠনে উন্নীত করেছে। ব্যাপ্তি ও গভীরতায় তা অসাধারণ। ভালো পৃষ্ঠা, প্রায় নির্ভুল মুদ্রণ, উত্তম বাঁধাই ও বিবেচনাযোগ্য মূল্যে (৮০০ টাকা)র বইটি কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ'-এর কর্ণধার দেবাশিস ভট্টাচার্যের সুদক্ষ প্রকাশনায় সহজপ্রাপ্য। এক্ষেত্রে শিকড় সংস্কৃতির চর্চায় বইটির অবদান অনস্বীকার্য।

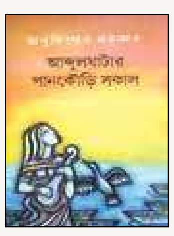

পানকৌড়ি সকাল

পরম্পরা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ভানুকিশোর সরকারের লেখা আব্দুলঘাটার 'পানকৌড়ি সকাল' ৮০ পাতার এই কাব্যগ্রন্থে ৫৬টি কবিতা রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য জানিয়ে উৎসর্গ করা হয়েছে এই বইটি। শুরুতেই আব্দুলঘাটা নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। পানকৌড়ি সকালে কবিতাগুলো যেন জীবননদী দিয়েই বয়ে চলেছে। প্রকৃতির কাছে যাওয়ার আহ্বান রয়েছে বেশ কিছু কবিতায়। নিজেকে ভেঙে ভেঙে খুঁজতেই যেন শব্দরা এগিয়ে চলেছে ভাঙা স্বপ্নের যূথবদ্ধ গান গাইতে গাইতে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুর এঁকে কবিতার শব্দেরা এক হয়েছে। জেগে থাকার মাঝে ভেসে যাওয়ার মুখোমুখি হয়ে তারা যেন হারিয়ে যাচ্ছে বোধের গহিনে।

আত্মজা

কবি দীপ্তি রায়চৌধুরীর বিশেষ কবিতা সংখ্যা 'আত্মজা'। প্রাককথনে রয়েছে স্বপন মজুমদারের কবিতা নিয়ে অনুভূতির কথা। ৫২ পাতায় মোড়া ৬৬টি কবিতা যেন জীবনের কথা বলে চলেছে। কবিতাগুলোতে কখনও রাত আর সকাল হয়েছে একাকার, কখনও মুখোশের অন্তরালে আত্মসমীক্ষায় ব্যস্ত জলছবি। আবার কখনও বিদায়বেলায় মনকথা স্বপ্নলোকের চাবি নিয়ে ধূসর ভূমিতে বৃক্ষবিলাপে ব্যস্ত। পথহারা ইচ্ছেনদী বনপথে যেন অচিন পথের সন্ধানে নেমেছে দীপ্তি রায়চৌধুরীর কবিতার শব্দেরা। নানা কবিতার মধ্য দিয়ে আত্মজাতে ফুটে উঠেছে স্বদেশভাবনা, সমাজচেতনা ও দায়বদ্ধতার পাশাপাশি জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ-বেদনা। একবুক ভালোবাসায় বাংলা ভাষার জয়গান রয়েছে এই সংখ্যার প্রতিটি ছত্রে। সহজবোধ্যতা এই বইয়ের বৈশিষ্ট্য।

কৃষ্টির প্রদর্শনীতে দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার সংগ্রহ

প্রবাহ-২০২৫

জয়ন্ত সরকার

পড়ুয়াদের মোবাইল আসক্তি কাটাতে এবং অচেনা বিষয়কে চেনাতে কৃষ্টি ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড কালেক্টরস গ্রুপের আয়োজনে গঙ্গারামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে ৯-১২ মে পর্যন্ত হয়ে গেল 'প্রবাহ -২০২৫', চারদিনের শিক্ষামূলক প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এই প্রদর্শনীতে দিনাজপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পাশাপাশি গঙ্গারামপুরের ইতিহাসের নিদর্শন বিভিন্ন শিল্পের ছোঁয়া রয়েছে। শিল্পী বিশ্বনাথ বসাকের চকের কারুকার্যে তাজমহল, আইফেল টাওয়ার, মনীষীদের মূর্তি সকলের নজর কেড়েছে। এছাড়াও প্রদর্শনীতে ছিল অশোককুমার দাসের সংগ্রহ করা বিভিন্ন সময়ের দেশি-বিদেশি মুদ্রা ও ডলার। রয়েছে ১৮৩৫ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রার বিবর্তন, পুরোনোদিনের ডাকটিকিট, দেশলাই বাক্স, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের চিত্র, বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী এবং আলোকচিত্র সহ নানা সামগ্রী। প্রদর্শনীর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা। দ্বিতীয় দিন স্থানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মাননা জ্ঞাপনের পর মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাপমোচন', যা দর্শকদের

হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

কৃষ্টি ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড কালেক্টরস গ্রুপের আয়োজক অশোককুমার দাস জানান, 'এই প্রদর্শনীতে আমাদের সংগ্রহে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা, পুরোনো সংবাদপত্র, দুষ্প্রাপ্য কিছু কয়েন এবং প্রায় ২০০ দেশের বৈদেশিক মুদ্রা। ১৮৩৫ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয় কয়েন এবং কারেন্সি নোটের বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। বর্তমান সমাজ মোবাইলে মজে। আমাদের উদ্দেশ্য ছাত্রসমাজকে এই আসক্তি থেকে বের করে নিয়ে আসা। প্রাচীন যে জিনিসগুলো অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, সেই জিনিসগুলো সকলের সামনে তুলে ধরা। দর্শকদের অতীতের সঙ্গে পরিচয় করানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এ ধরনের প্রদর্শনী থেকে যদি কোনও কালেক্টর গড়ে ওঠে, তাহলেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হবে।'

অপর এক আয়োজক বিশ্বনাথ বসাক জানান, 'আমাদের এই শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর সঙ্গে ছিল প্রতিযোগিতামূলক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আমরা এলাকার বিভিন্ন শিক্ষকদের সম্মান প্রদান করেছি।'

তথ্য ও ছবি : জয়ন্ত সরকার

সফদার হাসমির স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখছে 'সমমন'

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

একসময় পথনাটিকাই ছিল প্রতিবাদের প্রবল অস্ত্র। শাসকের চোখে চোখ রেখে গরিব মানুষের কথা, বঞ্চিতের কষ্ট আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলত এই মাধ্যম। কিন্তু সময়ের স্রোতে সেই প্রতিবাদী পথনাটিকা যেন হারিয়ে ফেলেছে নিজের সত্তা। এখন তা অনেক ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র একটি নাটুকে রূপায়ণ। তবু ব্যতিক্রম এখনও আছে, পথনাটিকার আসল তাৎপর্যকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে নিঃশব্দে।

সফদার হাসমি—১৯৮৯ সালের ২ জানুয়ারি 'হল্লা বোল' পথনাটক করতে গিয়ে আততায়ীদের হাতে প্রাণ হারান। তাঁর স্মৃতিতে ১২ এপ্রিল পথনাটিকা দিবসে দেশের নানা প্রান্তে নাট্যকর্মীরা মঞ্চস্থ করেন পথনাট্য। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের নাট্যগোষ্ঠী 'সমমন' এবছর পতিরাম চকহায় গ্রামের মাঠে মঞ্চস্থ করে 'ভালো আছি' পথনাটক। নাট্যকর্মী জগন্নাথ দত্ত, প্রদীপ্ত দত্ত ও সমীরণ সাহারা গ্রামের মানুষের সামনে তুলে ধরেন জীবনের বঞ্চনা, যন্ত্রণার চিত্র এবং প্রতিবাদের সম্ভাবনা। নাটকের মধ্যে দিয়ে তাঁরা বলেন, আমরা আসলে কতটা ভালো আছি?

পরিচালক ভবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, 'পথনাটিকা দিবস মানে শুধুই নাটক করা নয়, এর আসল তাৎপর্য সমাজের সামনে তুলে ধরা। আমরা সেই চেষ্টাই করে চলেছি।' সমমনের এই উদ্যোগে শিল্প ও প্রতিবাদ পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে হাঁটে, যেখানে পথনাটক এখনও জীবন্ত।

নব নৃত্যালয়ের মঞ্চে হরগৌরী

সম্প্রতি নব নৃত্যালয়ের আয়োজনে রায়গঞ্জ বিধানমঞ্চে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপভোগ করেন রায়গঞ্জবাসীরা। উদ্বোধনী পর্বে হাজির ছিলেন মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী, অভিজিৎকুমার দত্ত, ধীরাজ দাস প্রমুখ। শুরুতে অতিথিবরণ এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের পাশাপাশি নটরাজ এবং জগন্নাথদেবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের নান্দনিক প্রয়াস। শিবপার্বতীর বিয়ে দিয়ে নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হয়। অসাধারণ কোরিওগ্রাফির সঙ্গে পরিবেশবান্ধব দৃষ্টিনন্দন মঞ্চসজ্জায় ছিল শিল্পছোঁয়া। বিভিন্ন আঙ্গিকের কত্থক, সেমি-ক্লাসিক্যাল নৃত্য, পুতুলনাচ, পশ্চিমী ও সমসাময়িক নাচ পরিবেশিত হয়।

নব নৃত্যালয়ের কর্ণধার নবনীতা পাল বলেন, 'দীর্ঘদিনের কর্মপ্রয়াসে আজকের এই অনুষ্ঠান। এবারের দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে দেওয়া হয় স্মারক।' অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মিঠুন সাহা ও নম্রতা বল।

তথ্য ও ছবি : সুকুমার বাড়ই

উত্তরসূরির আত্মপ্রকাশ

'উত্তরসূরি' সাংস্কৃতিক সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘিরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করল রায়গঞ্জের মানুষ। ইনস্টিটিউটের স্নেহলতা পার্কে শুভাশিস দাস স্মৃতিমঞ্চে সোমশুভ্র অধিকারী স্মৃতি অঙ্কন প্রতিযোগিতায় রং-তুলিতে কেউ আঁকে যেমন খুশি, কেউ পরিবেশের খুঁটিনাটি আর বড়রা আঁকে উত্তর দিনাজপুর জেলার ছবি। সান্ধ্য অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বিশ্বজিৎ রায়ের দলের সমবেত সংগীতে। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি। শিশুদের কথোপকথন ঘিরে 'আলোকিত আশ্চর্যরা' অনুষ্ঠানটি জমে ওঠে। মাধব দাসের গলায় লোকসংগীত খনগান, রায়গঞ্জ ক্ষত্রিয় হস্টেলের আবাসিক শিল্পীদের সমবেত ভাওইয়া গান, আবৃত্তি, একক ও সমবেত নৃত্য, বৃক্ষরোপণের আলোয় সমবেত আবৃত্তি, অনুনাটক, দোতারা ও গিটারের মূর্ছনা অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা আনে। শেষে উত্তরসূরির প্রযোজনায় শংকর রায়ের 'উত্তরসূরি' নাটকে সমকালীন নানা ঘাত-প্রতিঘাত তুলে ধরে নতুন প্রজন্মের সামনে সুস্থ সংস্কৃতির এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন অরূপ নট্ট।

তথ্য ও ছবি : সুকুমার বাড়ই

ভাবের বিপরীতে আড়ি-মূর্তি

নাট্য সমালোচনা

অনিন্দ্য সরকার

সম্প্রতি দুর্গাকিংকর সদনে মালদা মুখ ও মঞ্চ এবং অঙ্কুরোদগমের যৌথ প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হল একটি নতুন নাটক 'আড়ি-মূর্তি'। আপাতদৃষ্টিতে শব্দটির কোনও অর্থ না থাকলেও নাটকে এই নামটিই ভীষণ অর্থবহ হয়ে ওঠে। নাটকটি রচনা করেছেন দীপায়ন ভট্টাচার্য।

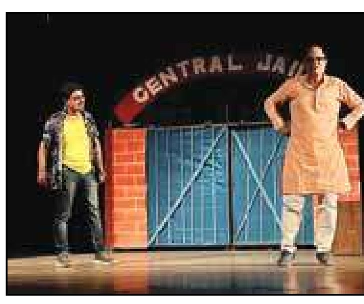

ঘুষ নেওয়ার অপরাধে এক রাজনৈতিক নেতা সুখরঞ্জন পোড়েল দীর্ঘ কারাবাস পর্ব থেকে বেরিয়ে এসে বুঝতে পারেন তাঁর চেনা পরিচিত সকলেই তাঁকে বয়কট করেছে। ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। তবুও টাকার জোরে এলাকার মস্তানবাহিনী সহ আরও কিছু লোকজন তার স্তাবক হয়ে ওঠে। আবার নতুন করে রাজনীতিতে নামার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ভাবমূর্তির অর্থ না জানা সুখরঞ্জন পোড়েল তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কুমোরটুলি থেকে ভাবমূর্তি বানানোর হুকুম দেন। ভাবের বিপরীতে আড়ির মতো রাজনৈতিক নেতা, মস্তানদের হুমকি অগ্রাহ্য করে কুমোরের হাত ধরে সৎ 'ভাবমূর্তি' কীভাবে বদলে গিয়ে বিপরীত অসৎ 'আড়ি-মূর্তি' হয়ে ওঠে, তা এই নাটকের মূল বিষয়। হাস্যরসের মাধ্যমে বর্তমান সময়ের বাস্তব রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে নাটকে, সেদিক থেকে এটি একটি ভীষণ সাহসী প্রচেষ্টা। তবে নাটকের শেষে অহেতুক অতিরিক্ত কৌতুক সংলাপ দিয়ে হাসানোর চেষ্টা এবং নাটকের সময়সীমা বৃদ্ধি অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। সুখরঞ্জন পোড়েলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুদীপ্ত চৌধুরী। অন্যান্য চরিত্রে শ্যামল সরকার, আশিসকুমার সাহা, আফাফ ইউস প্রমুখ। আবহে রয়েছেন সৌমিক চৌধুরী ও আলোক প্রক্ষেপণে দীপক মৈত্র। রূপসজ্জায় রয়েছেন বিপদভঞ্জন সাহা।

বোধের দুয়ারে ঘা মারে 'অ্যান ইন্টারভিউ'

সুকুমার বাড়ই

দোলনার ২৩ তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ১২এপ্রিল ছন্দম মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় নাটক 'অ্যান ইন্টারভিউ'। মধ্যমগ্রাম থিয়েটার মার্জিনালের এই উপস্থাপনা দর্শকদের বোধের দুয়ারে ঘা মারে। ইংরেজি চলচ্চিত্র জোকারের একটি বিশেষ দৃশ্যকে আধার করে এই নাটকের যাত্রাপথ। ৮৫ মিনিটের এই নাটক হাসি-মজার ছলে বিবেককে ছুঁয়ে ফেলে। দর্শকদের মনে সাড়া ফেলে নাটকের বিষয়বস্তু এবং অভিনয়। তিনজন যুবকের হত্যা নিয়ে যখন শহর উত্তাল, সেইসময়ই রঞ্জনা রায়ের জনপ্রিয় টক-শোতে অতিথি হিসেবে প্রবেশ করে জোকার। কথোপকথন চলাকালীন জোকার জানায়, তিন যুবককে সেই গুলি করে মেরেছে। কারণ, তার নাকি মারতে মজা লেগেছিল। জোকার ধীরে ধীরে মজার নতুন সংজ্ঞা দেয়। আর তাতেই ইন্টারভিউ নতুন মোড় নেয়।

সমকালীন সময়ে যেসব ঘটনা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে নাড়া দেয়, আর তা যখন নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের সামনে এসে হাজির হয়, তখনই তো একটি নাটকে মঞ্চ সফলতার ছোঁওয়া লাগে। তবে দর্শকমহলে প্রশ্ন উঠেছে, যে প্রান্তিক মানুষের জীবনযন্ত্রণার কথা এই নাটকে, যাঁদের জন্য এই নাটক,

যাঁদের কথা ভেবে এই নাটক, তাঁদের কানে কি পৌঁছোল এই নাটকের সারকথা?

নাটক ও নির্দেশনায় ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়। মুখ্য চরিত্র জোকারের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি দর্শকনন্দিত হন। পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেন রঞ্জনা রায়ের ভূমিকায় কল্পনা বড়ুয়া এবং মায়ের ভূমিকায় শর্মিলা চট্টোপাধ্যায়। উভয়েই ছিলেন যথাযথ। নাটকের মূল সুরের সঙ্গে গানে ছিলেন সুপ্রতীক রায়চৌধুরী। সুমিত মিত্রের আলো প্রক্ষেপণে আরেকটু মুনশিয়ানার দাবি রইল।

সহচলি নাট্যোৎসবে সমাজচেতনা

১৯ -২১ এপ্রিল, বুনিয়াদপুরের নাট্যসংস্থা সহচলি নাট্য আকাডেমির উদ্যোগে তিনদিনের নাট্যোৎসবে মেতে রইল এলাকার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ। স্থানীয় সুকান্ত ভবনের আসন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। প্রথমদিন ছিল কলকাতার বারাসতের অনুশীলনী নাট্যসংস্থার বিজয় মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নাটক 'ধর্মনগর'। নাটকে সত্য ঘটনা উন্মোচনের জেরে এক নবীন সাংবাদিককে খুন করার ঘটনা আরজি কর হাসপাতালের নারী চিকিৎসকের খুনের কথা মনে করিয়ে দেয়। লেখকের চরিত্রে স্বয়ং পরিচালক এবং লেখকের বন্ধুর চরিত্রে মুরারি মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় অনবদ্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল বুনিয়াদপুরের সহচলি নাট্য আকাডেমির নিবেদন 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। নাটকের রচয়িতা ব্রতজিৎ সাহা এবং অন্তরা চট্যোপাধ্যায়। পরিচালনা ব্রতজিৎ সাহা। নাটকটিতে দুই বিজ্ঞানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, লোভ এবং মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা হিংসা ও নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে আরোহণ করার মনোবাসনা বেশ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিজ্ঞানীর চরিত্রে ব্রতজিৎ সাহা এককথায় অনবদ্য। অন্যান্যদের মধ্যে বিজ্ঞানী চরিত্রে রাজীবকর্ণ মাহাতো এবং অন্যান্য কুশীলব চয়ন চক্রবর্তী, হিতেন্দ্রনাথ চৌধুরীর অভিনয় চলনসই।

দ্বিতীয় দিন রবিবারের নাটক ছিল শিলিগুড়ির ইঙ্গিত নাট্যসংস্থার 'সওদাগর'। নাট্যকার এবং পরিচালক সলিল কর। অভিনয়ে নাট্যকার সৌম্যজিতের ভূমিকায় সলিল কর, তাঁর স্ত্রী মাধুরীর ভূমিকায় জবা ভট্টাচার্য, প্রোমোটার মালখানজির ভূমিকায় তপন ভট্টাচার্য এবং বন্ধু বিশ্বনাথের ভূমিকায় শৈবাল মজুমদারের অভিনয় প্রাণবন্ত, যা দর্শকদের মণিকোঠায় অনেকদিন থেকে যাবে। পরের নাটক রায়গঞ্জের বিবেকানন্দ নাট্যচক্রের 'নিহত শতাব্দী'। মূর্তির প্রতিবাদে নিজের ভুল বুঝতে পেরে শিল্পী তাঁর নির্মিত মূর্তিটি ভেঙে ফেলে বাস্তবকে মান্যতা দিয়ে নতুনভাবে মূর্তি তৈরি শুরু করেন। এইভাবে স্বপ্নদর্শনকে ব্যবহার করে নাট্যকার শিল্পীর অবচেতনে বিরাজমান গভীর সত্যকে তুলে আনেন বাস্তবের আঙিনায়। নাটকটির নাট্যকার ও নির্দেশনায় গৌতম রায়। অভিনয়ে স্বপন পণ্ডিত, শুভেন্দু চক্রবর্তী এবং প্রার্থনা রায়বর্মন প্রশংসার দাবি রাখেন।

শেষদিন সোমবারের প্রথম নাটক ছিল মালদার মালঞ্চের 'চাঁদমনসার কথা'। নাটকে চাঁদ সওদাগরের ব্যক্তিত্বকে মনসার কাছে বিসর্জন না দেওয়ার সংকল্পনা সহ মানসিক টানাপোড়েন সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক পরিমল ত্রিবেদী। চাঁদ সওদাগরের চরিত্রে ঋতুরাজ ত্রিবেদী অনবদ্য। অন্যান্য অভিনেতা মধুমিতা দাস, মনোজ হালদার, চৈতি রায়, তন্ময় এবং শিশুশিল্পী শোভরাজের অভিনয় প্রাণবন্ত। আলো, শব্দ এবং সংগীত যথাযথ। এককথায় পরিচালকের সুদক্ষ পরিচালনায় নাটকটি অনবদ্য। পরবর্তী এবং শেষ নাটক ছিল গাজোলের বিষাণ নাট্যদলের প্রযোজনায় 'গোবরা পালিয়েছে'। রচনা ও নির্দেশনা তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজের এলিট সম্প্রদায়ের নোংরামি এবং নীচুস্তরের জনগণকে দাবিয়ে রাখার আবহমান প্রবহমানতা তুলে ধরা হয়েছে। চরিত্রে বর্ষীয়ান অভিনেতা সুনীল রায় এবং গোবরার চরিত্রে গৌর কুণ্ডুর অভিনয় দর্শকদের মনে দাগ কেটেছে। অন্য অভিনেতা ছোটন দাস, গদাধর রায় সহ সকলের অভিনয় সাবলীল এবং প্রশংসনীয়।

ছবি ও তথ্য : দিলীপকুমার তালুকদার ও অনুপ মণ্ডল

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

হার্টের জটিল রোগমুক্ত ঋষভ

কলকাতাতেই বিরল অপারেশন

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২৩ মে : ৬ বছর ৭ মাস বয়সি ঋষভের ছোট্ট হার্টে এত জটিলতা যে তার মা দূরে থাকুক, বহু ডাক্তারকেও তার সমাধান খুঁজতে হিমসিম খেতে হয়েছে। মালদা শহরের পুলিশ লাইনে বাড়ি। বাবা নির্দিষ্ট কোনও চাকরি করেন না। কখনও পেট্রোল পাম্প, কখনও সেচ দপ্তরে নানা ঠিকাভিত্তিক কাজের মাধ্যমে আয় করেন। বয়স যখন ৮ মাস, তখনই ব্যাপক সর্দিকাশি হয় তার। মা আঁচল ভগত বলেন, 'ডাক্তাররা বলল, ওর হার্টে নাকি ফুটো আছে। শুধু তাই নয়, অনেকরকম জটিলতা রয়েছে। আমরা সেইসব বুঝি না। কী যেন সব কঠিন কঠিন নাম। তারপর থেকে কখনও কলকাতা, কখনও বা বেঙ্গালুরু। ছেলেকে নিয়ে তোলপাড় করে বেড়িয়েছি। শেষমেশ ওরা দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলল। আমাদের এত পয়সা কোথায়?'

সেই থেকে ভগবান ভরসা ধরে নিয়ে মালদাতেই বসে ছিলেন বাবা-মা। হঠাৎই একজনের কাছে পেলেন নতুন পরামর্শ। কলকাতার একবালপুরের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে এসে দেখালেন ডাক্তার শ্যামজিৎ সমাদ্দারকে। শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সমাদ্দার অপারেশনের জন্য রেফার করলেন কার্ডিয়াক সার্জেন কুণাল রায়চৌধুরীর কাছে। তারপর অপারেশন থিয়েটারে ৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলল লড়াই। সাড়ে চার ঘণ্টারও বেশি ঋষভের ছোট্ট হার্টটিকে পুরোপুরি থামিয়ে রেখে অপারেশন করলেন ডাক্তার রায়চৌধুরী ও তাঁর দল। ডাক্তার রায়চৌধুরী বলেন, 'এই অপারেশনটা আমার কাছেও একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। ঋষভের ডানদিকের অলিন্দ থেকে রক্ত ঢুকছিল ভুল রাস্তায় বাম নিলয়ে। একইভাবে বাম নিলয় থেকে রক্ত ঢুকছিল মহাধমনীতে। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি এক কথায় বেশ জটিল। এভাবে উলটো পথে রক্ত যাওয়াটা স্বাভাবিক না হওয়ায় চাপ পড়ছিল ভালভের ওপরও। তাই সেখান থেকে রক্ত লিক করছিল। গোটা পূর্ব ভারতে এই ধরনের অপারেশন বিরল। শুধু ভারতও নয়, গোটা পৃথিবীতে এই ধরনের অপারেশন খুব কমই হয়েছে। ডাক্তারি পরিভাষায় এর নাম 'ডাবল সুইচ সার্জারি'। ৬ বছরের শিশুর হার্টে এই অপারেশন করতে আমাদের সময় লেগেছে প্রায় ঘণ্টা দশেক। বুঝতেই পারছেন, ওই সময়টা আমাদের কাছে প্রতিটি মুহূর্ত মনে হয়েছে এক একটা ঘণ্টা।'

ঋষভ অবশ্য এইসব কিছুই বোঝেনি। অপারেশনের পর শুধু তার মনে হয়েছে শরীরটা খুব ঝরঝরে। শ্বাস নিতে এত আরাম সে আগে বোঝেনি। তার মা বললেন, 'অপারেশনের পরে সমস্ত পরীক্ষাই স্বাভাবিক রয়েছে। শুধু গাটা অল্প গরম রয়েছে। আশা করছি, কাল-পরশুর মধ্যেই মালদায় নিজের বাড়ি ফিরে যাব। কলকাতাতেই যদি এত ভালো ডাক্তাররা থাকেন, তাহলে আমরা যে কেন অন্যান্য জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম কে জানে!'

জলছবি।। বালুরঘাটের পাগলিগঞ্জে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

সহমত হয়নি সব জেলা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ মে : জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালু করে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলাকে তার আওতায় নিয়ে আসার দাবি নিয়ে জেলার বার অ্যাসোসিয়েশনগুলির ভিন্নমত পোষণ করছে। সরাসরি সমর্থনের বিষয়ে এখনই কিছু বলতে চায়নি শিলিগুড়ি ও মালদা বার অ্যাসোসিয়েশন। কিছুটা হলেও বিরোধিতা করেছে দক্ষিণ দিনাজপুর বার অ্যাসোসিয়েশন। তবে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরের আইনজীবীরা সর্বতোভাবে সমর্থন জানাচ্ছে জলপাইগুড়ি বারের দাবিতে।

জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অভিজিৎ সরকার বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ আমরা চাই না। আমরা স্থায়ী পরিকাঠামোয় দুই দিনাজপুর ও মালদা জেলাকে নিয়েই স্থায়ী বেঞ্চ চাই।'

শুক্রবার আদালত হয়েই ৮ দিনের ছুটি ঘোষণা হয়েছে। ছুটির মধ্যেই জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের থেকে অন্যান্য বার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা হবে। বিষয়টি নিয়ে সরাসরি সমর্থনের কথা কিছুটা এড়িয়ে গিয়েছেন মালদা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অসিত বসু। তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমিও শুনেছি। শুনেছি একটা নোটিফিকেশনও হয়েছে। তবে সরকারের কী নীতি রয়েছে, তা আমি বলতে পারব না। সরকার যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন ভালোই হবে বলে মনে হয়। কিন্তু একটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। মালদা থেকে জলপাইগুড়িতে ছুটতে হবে।' তবে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন। জেলা বারের সাধারণ সম্পাদক সুজিত সরকার বলেন, 'শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারকে নিয়ে যখন প্রথম সার্কিট বেঞ্চ হয় তখন আমরাও চেয়েছিলাম উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর ওই সার্কিট বেঞ্চের আওতায় আসুক। কারণ, উত্তর দিনাজপুরের মানুষের পক্ষে কলকাতা হাইকোর্টে গিয়ে মামলা লড়তে ভীষণ সমস্যা হয়। সেজন্য আমরা গ্রীষ্মাবকাশের পর প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করে আবেদন করব মহকুমা ও জেলা আদালতকে জলপাইগুড়ি বেঞ্চের অধীনে নিয়ে আসার জন্য। এর ফলে বিচারপ্রার্থীরা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনই আইনজীবীরাও হবেন।'

জলপাইগুড়িতে স্থায়ী বেঞ্চে আনার প্রস্তাব

তবে, দক্ষিণ দিনাজপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের দেবরাজ চক্রবর্তী বলেন, 'এনিয়ে আইনজীবীদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। যদি জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে যুক্ত হওয়া আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে কিছু বলার নেই। কিন্তু কলকাতাকে বিকল্প রাখা হলে, আমাদের বেশিরভাগ আইনজীবী কলকাতাকেই প্রাধান্য দেবে। কারণ, আমাদের এখান থেকে জলপাইগুড়ি তো প্রায় সমান দূরত্বে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি তুলনায় কলকাতা অনেক বেশি এগিয়ে।'

জাল টিকিট

ডালখোলা, ২৩ মে : ফের ডালখোলায় কয়েক কোটি টাকার জাল লটারির টিকিট বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। শুক্রবার ডালখোলা থানার মহম্মদপুর বাইপাসে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর রায়গঞ্জগামী একটি বেসরকারি বাসে তল্লাশি চালিয়ে ১৫ বস্তা জাল লটারির টিকিট পাওয়া যায়। বস্তাগুলি শিলিগুড়ি থেকে বাসে তোলা হয়েছিল রায়গঞ্জে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কারা এই জাল টিকিটের কারবারের সঙ্গে জড়িত জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এর আগেও বেশ কয়েকবার বাস থেকে জাল টিকিট বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ।

গ্রেপ্তার ২

বহরমপুর, ২৩ মে : মালদা থেকে মুর্শিদাবাদে চোরাই মোবাইল কারবারের সঙ্গে যুক্ত দুই তরুণকে বৃহস্পতিবার আটক করে পুলিশ। ধৃতদের নাম বাবর হোসেন ও হাদিকুল ইসলাম। তারা মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল জেলার সাজুর মোড় এলাকায় ফাঁদ পাতে। ওই দুই তরুণ সেখানে পৌঁছালে তাদের আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তাদের থেকে নামীদামি কোম্পানির প্রায় ৯০টি বেনামী মোবাইল উদ্ধার হয়। একটি নাইলনের ব্যাগের মধ্যে ছিল মোবাইলগুলি। শুক্রবার ধৃতদের জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। চোরাই মোবাইল কারবারের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কৃতীদের পাশে

বহরমপুর, ২৩ মে : মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও মাদ্রাসার দুঃস্থ কৃতী পড়ুয়াদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা তাদের উচ্চশিক্ষায় বাধা হবে না বলে কথাও দিলেন রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক। শুক্রবার একটি সভামঞ্চ থেকে এলাকার বাছাই করা কয়েকজন কৃতীকে সংবর্ধনা জানান তিনি। আখরুজ্জামান বলেন, 'যাদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন আছে কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে পিছিয়ে পড়ছে, তাদের জন্য আমাদের সরকার সর্বদা মানবিক। সরকারের পাশাপাশি আমিও ব্যক্তিগতভাবে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করব।'

‘আত্মঘাতী’ কিশোরী

রায়গঞ্জ, ২৩ মে : অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক কিশোরীর। বৃহস্পতিবার হেমতাবাদ থানার চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামরা গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। পরিবারের অভিযোগ, এক তরুণের সঙ্গে সম্পর্কের জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল ওই কিশোরী। পরবর্তীতে তরুণ বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় সে আত্মঘাতী হয়েছে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করেছে। থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের বাবা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রের খবর, ওই কিশোরী ভরতপুর হাইস্কুলের দশম শ্রেণিতে পড়ত। ছোট ভাইকে নিয়ে তার বাবা-মা নেপালে কাজ করেন। বাড়িতে সে ঠাকুমার সঙ্গে থাকত। ১৬ বছরের মেয়েটির সঙ্গে ১৮ বছরের তরুণের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শারীরিক সম্পর্কের জেরে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। আর তারপরই বেঁকে বসে ওই তরুণ। বৃহস্পতিবার দুপুরে ফোনে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়। মৃতের ঠাকুমা বলেন, 'গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে নাতনির সম্পর্ক ছিল। বৃহস্পতিবার নাতনি ফোনে ছেলেটিকে বিয়ের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু সে রাজি না হওয়ায় মন খারাপ করে ঘরেই বসে ছিল। ছেলেটির সঙ্গে ফোনে কথা কাটাকাটি হয় নাতনির। এরপর দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও ও দরজা না খোলায় সন্দেহ হয়। পরে পাড়ার লোকেদের ডাকি। তাঁরা এসে দরজা ভেঙে নাতনির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। পুলিশকে সবকিছু জানানো হয়েছে।' হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা অবশ্য বলেন, 'ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত স্পষ্ট কিছু বলা সম্ভব নয়। কিশোরীর ফোনের কললিস্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

কৃষ্ণেন্দুর নিশানায়

প্রথম পাতার পর

বিওসি মিটিংয়ে বলেছি। এমনকি পোর্টালেও বিষয়টি তোলা হয়েছে। কিন্তু এখানে কাজ হচ্ছে না। অন্য ওয়ার্ডে রাস্তা, নর্দমা সবই হচ্ছে। আমি বিজেপির কাউন্সিলার হওয়ায় আমার অপরাধ। সামনে এগিয়ে আরেকটি জায়গা রয়েছে। সেখানেও বলা হচ্ছে রাস্তা হবে না। কারণ, ওটা নাকি পুকুর ভরাট করে বসতি করা হয়েছে। কে কী করেছে, সাধারণ মানুষ তো সেটা বুঝছে না। তাঁরা পরিষেবা চাইছেন।'

পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'একটা জায়গায় পুকুর ছিল। সেই জায়গা ভরাট করে কিছু প্রোমোটার প্লট করে বিক্রি করে দিয়েছে। বিষয়টি আমরা বিএলআরও, ডিএলআরও-কে জানিয়েছি। বাকি যে অংশ রয়েছে, সেগুলো আমরা আরএসপি পোর্টালে দিয়েছি। আমার ধারণা, খুব দ্রুত সেখানে কাজ শুরু হবে। ওই এলাকার কাউন্সিলার বিজেপির। উনি আমাকে কোনও রিপোর্ট করেননি। রিপোর্ট করলে দেখতাম।'

যদিও ইংরেজবাজারের বিএলএলআরও মৃদুল ঘোষ বলেন, 'আমি কয়েকমাস আগেই যোগদান করেছি। পুরসভা থেকে পুকুর ভরাট নিয়ে আগে কোনও অভিযোগ জানানো হয়েছিল কি না, তা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।'

পুকুরপাড়ে নবজাতক

গাজোল, ২৩ মে : বৃহস্পতিবারের পড়ন্ত বিকাল। মাঠ থেকে গোরু ফিরিয়ে নিয়ে আসার পর নিজের পুকুরের দিকে এগিয়ে গেলেন গাজোলের বাবুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাসিমপুর গ্রামের বাসিন্দা কিনু মহম্মদ। মাছ পাহারা দেওয়ার জন্য পুকুরের পাশে একটি চেয়ার রাখা থাকে। সেই চেয়ারটি ঘরে তুলে আনতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ কিনুর। চেয়ার যে ফাঁকা নেই। চেয়ারের ওপর শুয়ে রয়েছে ফুটফুটে এক শিশুকন্যা।

কাঁপা কাঁপা হাতে নবজাতককে তুলে নেন কিনু। নিয়ে আসেন বাড়িতে। খবর দেন পাড়াপ্রতিবেশীদের। এলাকার এক মহিলা শিশুটিকে স্তন্যপান করান। স্থানীয়দের ধারণা, নবজাতকের বয়স এক থেকে দুইদিন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান গাজোল থানার সাব-ইনস্পেকটর সোনালি সাহা রায় এবং এএসআই বিকাশ দাস। শিশুটিকে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই নবজাতককে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে শিশুকল্যাণ কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার অঞ্জন রায় বলেন, 'শিশুটির ওজন ২ কেজি ৩০০ গ্রাম। শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। অমানবিক ঘটনা। উদ্ধার না করলে রাতে শেয়াল-কুকুর ছিঁড়ে খেত। সরকারের তরফে এত সচেতনতামূলক প্রচারের পরেও এই ধরনের ঘটনা সমাজে বন্ধ হয় না।'

জমি বিবাদ

ফরাক্কা, ২৩ মে : জমি নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বিবাদে আহত হলেন এক মহিলা সহ চারজন। আক্রান্ত হন স্থানীয় এক সাংবাদিকও। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে ফারাক্কার বিন্দুগ্রামে। প্রত্যেক জখম ব্যক্তিকে বেনিয়াগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ফরাক্কা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ডুবে মৃত্যু

করণদিঘি, ২৩ মে : শুক্রবার লাহুতারা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবধান গ্রামে বাড়ির পাশের পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল এক বছর তিন মাস বয়সি এক শিশুর। মৃতের নাম নন্দিনী সিংহ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তাতেই শিশুটির মৃত্যু হয়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

শান মোহিতের

প্রথম পাতার পর

তাঁর আমলে পরিচ্ছন্নতার জন্য রাজ্য সরকারের থেকে পুরস্কার পেয়েছিল রায়গঞ্জ পুরসভা। সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে মোহিত বলেন, 'আজ এই শহর আবর্জনার আঁতুড়। এমন বিষয়গুলি নিয়েই পুরসভার কাছে জবাবদিহি তলব করে ঘেরাও করতে চলেছি আমরা।' পালটা খোঁচা দিতে ছাড়ছেন না সন্দীপ। তিনি বলছেন, 'ওঁরা এতদিন ঘুমিয়ে ছিলেন। ওঁদের দায়িত্ব ওঁরা পালন করবেন, আমাদের দায়িত্ব আমরা। উনি যখন বিধায়ক ছিলেন, তখন ওঁকে আন্দোলনে দেখা যায়নি। বিধায়ক পদ চলে যাওয়ার প্রায় চার বছর পর ঘুম ভেঙেছে। শহর তথা রায়গঞ্জ বিধানসভায় তিনি রিজেক্টেড।' সন্দীপের খাতায় 'বাতিল' হলেও রায়গঞ্জ কিন্তু 'ডুয়েল' দেখার জন্য বুধবারের অপেক্ষায়।

যুদ্ধের ভাব বজায়ে নানা কৌশল

প্রথম পাতার পর

দূতাবাসের দ্বিতীয় কূটনীতিক এহসান-উর-রহিমকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে ভারত।

দানিশ নামে পরিচিত ওই কূটনীতিকের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে। প্রধানমন্ত্রীর রাজস্থান সফরের দিন আবার জানা গেল, নেপালি বংশোদ্ভূত এক পাক গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে একটা বড় নাশকতা ভেস্তে দেওয়া গিয়েছিল। আনরারুল মিয়ান আনসারি নামে ওই গুপ্তচর কিন্তু ধরা পড়েছিল অন্তত দু'মাস আগে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রাঁচিতে আখলাক আজম নামে অপর একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই পুরোনো ঘটনাগুলি সামনে আনা হল এতদিনে।

কিংবা যুদ্ধ পরিস্থিতির দ্বিতীয় দিনে কাশ্মীরের সাম্বা সেক্টরে ৪০ জন জঙ্গিকে যে ভারতে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান, সেই খবর এতদিনে বিএসএফের এক ডিআইজি সংবাদমাধ্যমকে জানালেন। ইতিমধ্যে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রচারের পোস্টারে ছড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধবিমানের পাইলটের বেশে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবি। যুদ্ধের আবহই বটে। কিন্তু যুদ্ধের ডঙ্কা শুনে কী করবেন আলিপুরদুয়ার তথা উত্তরবঙ্গের মানুষ।

রাজস্থান না হয় পাকিস্তান সীমান্তে। যুদ্ধ উত্তেজনার আঁচ নিত্য থাকে সেখানে। কিন্তু পাক সীমান্ত থেকে এতদূরে উত্তরবঙ্গে সেই আঁচ ততটা নেই। তাহলে হঠাৎ আলিপুরদুয়ার কিংবা উত্তরবঙ্গকে সেই আঁচে সেঁকার পিছনে কি তবে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের বঙ্গে সম্মানের পরীক্ষায় উতরানোর কৌশল? যে পরীক্ষার অন্যতম কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের মাটি। লোকসভার ফল যত ভালোই হোক, যে মাটিতে বিধানসভা নির্বাচনে পদ্মের ফলন উৎকৃষ্ট নয়, মোটামুটি।

উত্তরের আট জেলার ৫৪ আসনের মধ্যে ২০২১-এর ভোটে ২৫টি বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছিল। কিন্তু সেই ফল ধরে রাখা যায়নি। মোদি যেখানে জনসভা করবেন, সেই আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালই ঘাসফুলের জমিতে ঝাঁপ দিয়েছেন। তাছাড়া পদ্মপুকুরের যত্নআত্তি করার লোকের বড় অভাব। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে ভেবে দেখতে হয়, গোপাল সাহা কোন কেন্দ্রের বিধায়ক! আনন্দময় বর্মন, দুর্গা মুর্মু, জুয়েল মুর্মু, কৌশিক রায়, বুধরাই টুডু প্রমুখকে কোথাও দেখেন?

আন্দোলন দূরের কথা, কোনও কর্মসূচিতে? এঁরা সবাই কিন্তু বিজেপি বিধায়ক। শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর নামডাক আছে। কিন্তু তাঁকে ইংরেজবাজারে দেখা যায় না। নিখোঁজ পোস্টার পড়ে। শিলিগুড়ির শংকর ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় কিংবা বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি লেখায় কিংবা দরবার করায় সক্রিয় বটে। কিন্তু আন্দোলন করতে গেলে দল তাঁর পিছন টেনে ধরে। পাহাড়ের বিপি বজগাইন তো আবার বিজেপি বিধায়ক কি না, মাঝেমধ্যে ভ্রম হয়। নীরজ জিম্বার তৎপরতা কেউ টের পান?

কিন্তু উত্তরবঙ্গ মুখ ফেরালে পদ্ম ফলনে সমূহ সর্বনাশের আশঙ্কা। তার ওপর উত্তরবঙ্গে সমস্যার শেষ নেই। আলিপুরদুয়ার চা বলয়ের প্রাণকেন্দ্র। সংকটে চা শিল্প। মজুরি এত কম যে, স্থায়ী চাকরি ছেড়ে অনেক চা শ্রমিক ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছেন বেশি পারিশ্রমিক রোজগারে। মালদা থেকে কোচবিহার- গ্রাম উজাড় করে বেকাররা এখন অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। জলপাইগুড়ির চা নিলামকেন্দ্রের উদ্বোধন আজ হচ্ছে, কাল হচ্ছে বলে ঝুলে আছে।

গত এক সপ্তাহে দু'দিন উত্তরবঙ্গে এলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উন্নয়নের দিশা, আন্দোলনের ডাক পরের কথা, এমন কিছু বললেন না, যা সংবাদ শিরোনাম হয়। তাঁর দুটি কর্মসূচিই ছিল তিরঙ্গা যাত্রা। সেই যুদ্ধের তাপ ছড়ানো আর কী! জঙ্গি দমন নিঃসন্দেহে গুরুদায়িত্ব রাষ্ট্রের সরকারের। কিন্তু কর্মসংস্থান, দু'মুঠো অন্নের সংস্থান তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ তো নয়।

তবে যুদ্ধের তাপ উসকে উঠলে জীবন-জীবিকা-খিদের মুখে তালা লাগিয়ে দেওয়া যায় বৈকি। তৃণমূলের ওপর রুষ্ট মানুষ ফি বছর ইভিএমে পদ্ম ছাপে বোতাম টেপেন। কিন্তু তৃণমূল বিরোধিতার হাওয়ায় ভোটে জিতে উত্তরবঙ্গে বিজেপির এত সংখ্যার জনপ্রতিনিধিরা করেনটা কী? রাজবংশী জাতিসত্তা উসকে দিয়ে যে ফায়দা বিজেপি তুলেছিল ২০১৪ সালে, তা ক্রমশ ফিকে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত না করে বাগানে বাগানে হনুমান মন্দির, রাম মন্দির গড়ে আদিবাসী সমর্থন আদায়ের তাৎক্ষণিক লাভের গুড়ে এখন পিঁপড়ে ধরেছে।

সাংগঠনিক খামতি, নেতা-জনপ্রতিনিধিদের অপদার্থতা ইত্যাদি সব ঢেকে রাখতে আপাতত তাহলে যুদ্ধের দামামাই অস্ত্র। পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত। মোদির আলিপুরদুয়ার সফর তাহলে সেই কারণেই?

মাঠের গাছ কেটে চড়া দামে বিক্রি

পশ্চিম নারায়ণপুরে কাঠগড়ায় তরুণরা

আজাদ

মানিকচক, ২৩ মে : কোনও প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়া কাটা হচ্ছে সরকারি মালিকানাধীন মাঠে থাকা গাছ। গাছগুলি কেটে বাজারে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে। সরকারি নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মানিকচকের পশ্চিম নারায়ণপুরের সরকারি মাঠে থাকা ইউক্যালিপ্টাস এবং আম গাছগুলি কেটে ফেলা হচ্ছে। পাঁচটি প্রাচীন ইউক্যালিপ্টাস এবং দুটি আম গাছ ইতিমধ্যে কেটে ফেলা হয়েছে। একইসঙ্গে কেটে নেওয়া হচ্ছে গ্রামের রায়তি জমির গাছ। এমনই অভিযোগ জমি মালিকদের।

এদিকে সরকারি মাঠ এবং গ্রামের একাধিক বাসিন্দার জমিতে থাকা যে গাছগুলি কেটে ফেলা হয়েছে, সেবিষয়টি এখনও স্থানীয় প্রশাসনের জানা নেই। মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী বললেন, 'এবিষয়ে কিছু জানা নেই। লিখিতভাবে কেউ অভিযোগ দায়ের করেননি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।'

জমি মালিকদের অভিযোগ, যথেচ্ছভাবে গাছ কাটার সঙ্গে জড়িত শাসকদলের ঘনিষ্ঠ স্থানীয় বাসিন্দা কয়েকজন তরুণ। বেআইনিভাবে গাছ কাটায় অভিযুক্ত ওই তরুণরা অকপটে জানালেন, গাছগুলি কাটার জন্য তাঁদের হাতে সরকারি কোনও ছাড়পত্র নেই। স্থানীয় ক্লাব এবং গ্রামবাসীদের একাংশের পরামর্শে মাঠের গাছ কাটা হচ্ছে।

কী অভিযোগ

- পশ্চিম নারায়ণপুর গ্রামের প্রায় মাঝখানে রয়েছে একটি বিশালাকার মাঠ
- ওই মাঠটির দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার এবং প্রস্থ ৬০ মিটার
- সরকারি মাঠে থাকা ইউক্যালিপ্টাস এবং আম গাছগুলি কেটে ফেলা হচ্ছে
- রায়তি জমির গাছও কাটা হচ্ছে

পুলিশ খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে। ভূতনি থানার পুলিশ জানিয়েছে, গাছ কাটা বন্ধ করা হয়েছে। এলাকায় পড়ে থাকা কাটা গাছগুলি পুলিশ উদ্ধার করেছে। তবে ভূতনি থানার পুলিশ আধিকারিকরা সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে চাননি।

পশ্চিম নারায়ণপুর গ্রামের প্রায় মাঝখানে রয়েছে একটি বিশালাকার মাঠ। এই মাঠের সীমানা বরাবর আছে বহু বছরের পুরোনো ইউক্যালিপ্টাস এবং আম গাছ। কয়েকদিন আগে থেকে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দার নেতৃত্বে সরকারি মালিকানাধীন এই মাঠের গাছ কাটা শুরু হয়। ওই মাঠটির দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার এবং প্রস্থ ৬০ মিটার। মাঠটিতে স্থানীয় ক্লাবের ছেলেরা খেলাধুলো করে। বহু বছর আগে মাঠের জমি সরকারকে দান করা হয়েছিল।

মাঠ সংলগ্ন এলাকার জমি আবার বদ্রি মণ্ডল, হরিপদ মণ্ডলদের রায়তি সম্পত্তি। অভিযোগ উঠেছে, মাঠে থাকা গাছগুলির পাশাপাশি তাঁদের জমির গাছগুলিও কাটা হচ্ছে। এই কাজেও জড়িয়ে ওই তরুণরাই।

গাছ কাটায় অভিযুক্ত এক তরুণের দাবি, মাঠে থাকা গাছগুলি কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গ্রামবাসী এবং স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা মিলে। খেলার মাঠকে সাজাতে এই সিদ্ধান্ত। তবে রায়তি জমির গাছ কাটার অভিযোগ তাঁরা অস্বীকার করেছেন।

বাপের বাড়িতেই নির্যাতিত তরুণী

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৩ মে : মেয়েকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠল বাপেরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ থানার জাখিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ডিসেম্বরে বছর পঁচিশের মাহবুবা খাতুন নিজের পছন্দে বিয়ে করেছিলেন রাজস্থানের এক তরুণকে। গত মার্চে বাবার অসুস্থতার খবর পেয়ে মাহবুবা ফিরে আসেন তাঁর পৈতৃক বাড়িতে। কিন্তু সেখানেই শুরু হয় নির্যাতন। মাহবুবার অভিযোগ, তাঁকে বাড়িতে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় এমনকি স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাপ সৃষ্টি করা হয়। চলে শারীরিক নির্যাতন। প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় তাঁকে।

বৃহস্পতিবার রাতে ওই তরুণী কোনওমতে পালিয়ে পাশের এক গ্রামে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে কুমারগঞ্জ থানায় যোগাযোগ করেন। পুলিশ রাতেই তাঁকে উদ্ধার করে এবং শুক্রবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। আদালতের নির্দেশে ওই তরুণীকে রাজস্থানে তাঁর স্বামীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার।

ঘটনার প্রেক্ষিতে মাহবুবা জেলা শাসকের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন যেখানে তিনি নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরেছেন। তবে জেলা শাসকের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ইউনূস স্বপদে

প্রথম পাতার পর

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে অবশ্য শুক্রবার রাত পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে বাংলাদেশের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল অনেকে বলছেন, ইউনূসের পদত্যাগের জল্পনা ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল চিত্রনাট্য মেনে। বিএনপি অবশ্য বৃহস্পতিবারই দাবি করেছিল, এর পিছনে নাটক আছে। আওয়ামী লিগের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দল বিএনপির অন্যতম শীর্ষ নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ শুক্রবার দেশের একটি বেসরকারি চ্যানেলে বলেন, 'আমরা ইউনূসের পদত্যাগ দাবি করিনি। নির্বাচনি রোডম্যাপ ঘোষণার বদলে উনি ইস্তফা দিতে চাইলে সেটা ওঁর ব্যক্তিগত বিষয়।'

যদিও তাঁর বক্তব্য, 'একান্তই উনি দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে রাষ্ট্র তো বসে থাকবে না। বিকল্প খুঁজে নেবে।' শুক্রবার সকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়, ইউনূসকে পদত্যাগ করতে দেবেন না তাঁর অনুগতরা। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ তৈয়াব ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'তাঁর ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য অধ্যাপক ইউনূসের দরকার আছে।'

মুহাম্মদ ইউনূস নিজে কোনও মন্তব্য না করলেও সরকারের অবস্থান শুক্রবার জানিয়ে দিয়েছেন আরেক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এই উপদেষ্টা বলেন, 'শুধু নির্বাচন করা অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ নয়। প্রধান উপদেষ্টা সময় দিয়েছেন, ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। ওই সময়সীমার একদিনও এদিক-ওদিক হবে না। তবে শুধু সেটাই আমাদের দায়িত্ব নয়।'

ইউনূসের আস্থাভাজন রিজওয়ানার বক্তব্য, নির্বাচন ছাড়া আরও দুটি দায়িত্ব আছে তাঁদের কাঁধে। একটি সংস্কার, অন্যটি বিচার। জামায়াতে ইসলামিও ইউনূসের সমর্থনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই দলটির আমির শফিকুর রহমান বৃহস্পতিবার ইউনূসের পদত্যাগ চর্চার মধ্যে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বদল বৈঠক ডাকতে অনুরোধ করেছিলেন। শুক্রবার তিনি সরাসরি বলেন, 'ইউনূস থাকুন। সব দলের সঙ্গে কথা বলে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলুন।' তিনি বরং সেনাপ্রধানকে উপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

সাতপাকের সাক্ষী

প্রথম পাতার পর

এক ছাদের নীচে দুই বিশ্বাস মিলেমিশে একাকার হতে হয়তো দেখছিল অদৃষ্ট।

সংস্কৃতীর এক আত্মীয় শান্তারাম কাওয়াড়ে বললেন, 'ওই মুসলিম পরিবার আমাদের বিপদের দিনে যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে, তা আজীবন মনে রাখব। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান না থাকলে এটা সম্ভব ছিল না।'

বিয়ের পর অনুষ্ঠান যেন উৎসবে পরিণত হয়েছিল। চার পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে ফোটো তুললেন, খাওয়াদাওয়া সারলেন, হাসলেন প্রাণভরে। দুই নবদম্পতির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তোলা ভাইরাল ছবি যেন কোনও বার্তা দিতে চাইছে। চুপ করিয়ে দিচ্ছে একে অপরের প্রতি বিষোদগার করা মৌলবাদীদের। শব্দের থেকেও শক্তিশালী সেই মুহূর্ত।

মহসিনের বাবা ফারুখ কাজি একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক। তাঁর কথায়, 'সংস্কৃতী আমার মেয়ের মতোই। যেন মনে হচ্ছিল নিজের কন্যার বিয়ে হচ্ছে মঞ্চে।' সংস্কৃতীর বাবা চেতনের গলাতেও সম্প্রীতির সুর, 'এটাই আমার দেশ। আমার ভারতবর্ষ। দুই ধর্মের দুই পরিবার একসঙ্গে আনন্দে মেতে উঠতে পারে যেখানে।'

বিদেশে লিচু

প্রথম পাতার পর

এমনকি লিচুতে বিশেষ রং করা হচ্ছে। এই লিচু শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। মালদা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লাইক বলেন, 'আম যে প্রজাতির ফল, লিচু সেই প্রজাতির ফল নয়। আম পাকার সময় হলে ঘরে রেখে পাকানো যায়। কিন্তু লিচুর ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। গাছেই পাকতে হবে লিচুকে।

কিছু অসাধু ব্যবসায়ী লিচুতে রং ব্যবহার করছেন। এটা ক্ষতিকর। বাইরেও এই লিচুর কদর করে না। এমনকি রং ব্যবহার করা লিচু বাইরের বিক্রি পর্যন্ত হবে না।'

ড্রোনে আতঙ্ক

ডোমকল, ২৩ মে : বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা মুর্শিদাবাদের রাতের আকাশে উঁকি দিচ্ছে ড্রোন। ঘটনার কথা চাউর হতেই দেশের 'সেরা পর্যটন গ্রাম' হিসেবে স্বীকৃত নবগ্রামের কিরীটেশ্বরী এলাকায় শোরগোল পড়েছে। পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে ডোমকল মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে।

কিরীটেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কিরীটেশ্বরী গ্রামে ৫১ পীঠের এক পীঠ অবস্থিত। এলাকায় প্রচুর প্রাচীন মন্দির রয়েছে। সে কারণে এখানে প্রতিদিন জেলা তো বটেই জেলার বাইরে থেকেও বহু ভক্ত আসেন। বছর দুয়েক আগে দেশের পর্যটনমন্ত্রকের তরফে সেরা পর্যটন গ্রামের শিরোপা দেওয়া হয় কিরীটেশ্বরীকে। এই গ্রামে রাতের আকাশে ড্রোন উড়তে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত। এ বিষয়ে শুক্রবার স্থানীয় তরুণবিকাশ দাস বলেন, 'রাতে লক্ষ করি কিরীটেশ্বরী মন্দিরের ওপর ড্রোন উড়ছে। পরে নারকেলবাড়ির দিকে চলে যায়। মোবাইলে জুম করে দেখি ড্রোনটি সাধারণ নয়। বিষয়টি আমরা স্থানীয় থানায় জানিয়েছি।' মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার রাসপ্রীত সিংয়ের বক্তব্য, 'বিষয়টি জানার পরই পুলিশ পদক্ষেপ করেছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

নাবালিকা উদ্ধার

বালুরঘাট, ২৩ মে : নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ ছিল বালুরঘাটের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী। শুক্রবার পরিবারের তরফে থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নামে বালুরঘাট থানা। শুরু হয় তল্লাশি। অভিযোগ দায়ের হওয়ার দু'ঘণ্টার মধ্যে ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ধৃত ৩

বৈষ্ণবনগর, ২৩ মে : ১৮৬ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার হল পুলিশ ও জেলা ক্রাইম মনিটরিং গ্রুপের যৌথ অভিযানে। ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম মানব মণ্ডল, আফসানা খাতুন ও কাউসার আলি। মানব ও আফসানা বৈষ্ণবনগরের এবং কাউসার কালিয়াচকের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাতে বৈষ্ণবনগরের ১৮ মাইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ধৃতরা সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাদের পাকড়াও করে।

ডাম্পার আটক

বালুরঘাট, ২৩ মে : গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতো তৎপর হয়েছে বালুরঘাট থানাও। বৃহস্পতিবার পুলিশ একটি গ্রামীণ রাস্তায় মাটিবোঝাই ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করে। বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাপুর এলাকা থেকে ওই ডাম্পারটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

স্কুলে রক্তদান

তপন, ২৩ মে : শুক্রবার থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত শিশুদের জন্য তপনের একটি বেসরকারি স্কুল রক্তদান শিবির আয়োজন করল। ওই শিবিরে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক সহ মোট ১৮ জন রক্তদান করেন।

রওনা দিলেন মালদার হজযাত্রীরা

মালদা, ২৩ মে : বৃহস্পতিবার রাত ৯টা। মালদা টাউন স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে তিলধারণের জায়গা নেই। গলায় ফুলের মালা দিয়ে হজের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে এসেছেন পুণ্যার্থীরা। আর মালদা টাউন স্টেশনে একেকজন হজযাত্রীর সঙ্গে এসেছেন শ'দুয়েক পরিচিত।

শনিবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বিমানবন্দর থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে প্রথম ফ্লাইট রওনা দেবে। তাই পুণ্যার্থীরা যথাসময়ে কলকাতা হজ হাউসে পৌঁছে যেতে মালদা থেকে গৌড় এক্সপ্রেস ধরলেন। নববস্ত্রে আতর লাগিয়ে মালদা জেলার পুণ্যার্থীরা একাধিক গাড়িতে পরিবার পরিজন ও এলাকাবাসীদের সঙ্গে স্টেশনে এসেছিলেন।

আগামী ১ জুন থেকে শুরু হচ্ছে সৌদি আরবের মক্কা শহরে হজপর্ব। কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী সাদা পোশাক পরে পবিত্র কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করবেন। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ছোটাছুটি, শয়তানের প্রতীকী মূর্তিতে পাথর ছোড়া, মিনা ময়দানে অবস্থান এবং কুরবানির মধ্য দিয়ে হজপর্ব সম্পন্ন করে প্রত্যেক পুণ্যার্থী হাজি হবেন। এবছর মালদা জেলা থেকে ৬১৯ জন পুণ্যার্থী হজযাত্রায় যাচ্ছেন। সরকারিভাবে প্রত্যেক হজযাত্রীকে প্রশিক্ষণ ও টিকাকরণ পর্ব আগেই সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পালা।

মালদা শহরের বিবিগ্রাম এলাকা থেকে হজের উদ্দেশ্যে এদিন রওনা দেন জহিরুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গে মালদা টাউন স্টেশনে এসেছিলেন পরিবার পরিজনরাও। জহিরুল চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন গতবছর। বললেন, 'এখন অনেকটাই চাপমুক্ত। তাই গতবছরই হজে যাওয়ার সংকল্প নিয়েছিলাম। হজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছি। কলকাতা হজ হাউসে রিপোর্ট করার পর সেখান থেকে ফ্লাইট ধরব।' শহরের হায়দারপুর এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ রাজু শেখও হজের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। তাঁকে ট্রেনে তুলতে তাঁর সঙ্গে এলাকার শতাধিক বাসিন্দা এসেছিলেন।

পুলিশি হেপাজত

রায়গঞ্জ, ২৩ মে : শুক্রবার ভুয়ো 'আইপিএস অফিসার'কে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে প্রতারণা, বধূ নির্যাতন সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।' আইপিএস অফিসার পরিচয় দিয়ে অভিযুক্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেমের জালে ফাঁসিয়েছিল এক তরুণীকে। সেই প্রেম গড়ায় বিয়ে পর্যন্ত। কিন্তু মাস ছয়েকের মধ্যেই স্বামীর চালচলনে সন্দেহ হয় নববধূর। পেশা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে প্রশ্ন করলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হত বলে অভিযোগ। প্রতারণা ও নির্যাতনের অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ ওই অভিযুক্ত হৃদয় দেব বসাককে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি কোনও আইপিএস অফিসার নয়। ভুয়ো পরিচয় দিয়েই বিয়ে করেছিল। শুধু তাই নয়, ভুয়ো পরিচয় দিয়ে চাকরি দেওয়ার নাম করে অনেকের কাছ থেকে টাকাও তুলেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। একাধিক থানায় অভিযুক্তের নামে ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানায় পুলিশ।

হরিমাধবের নামে মুক্তমঞ্চে বিতর্ক

নাটকের শহর বলে পরিচিত বালুরঘাটে আজও কোনও স্থায়ী মুক্তমঞ্চ নেই। শহরে একটি খোলা মঞ্চ গড়ে তোলার দাবি বহুদিনের। প্রয়াত নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে সেই উদ্যোগ নিয়েছে বালুরঘাট পুরসভা। তাঁর প্রয়াণের পরের দিনই মঞ্চ তৈরির ঘোষণা হয় পুর প্রশাসনের তরফে।

হরিমাধবের নামে তাঁর কর্মভূমি বালুরঘাট শহরে মুক্তমঞ্চ হবে। বালুরঘাট পুরসভা এই উদ্যোগ নিয়েছে। সব মহলেই পুরসভার এই উদ্যোগ প্রশংসা পাচ্ছে। তবে কিছু বিতর্কিত প্রশ্নও উঠেছে, আলোকপাত করলেন পঙ্কজ মহন্ত

এখানেই তৈরি হবে হরিমাধব মুক্তমঞ্চ

পুর আশ্বাস

পরিকল্পনা ছিল, উত্তরবঙ্গ সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে হবে শিলান্যাস। কিন্তু তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। তবে শীঘ্রই বালুরঘাটের সুরেশরঞ্জন পার্কের সামনে মুক্তমঞ্চের কাজ শুরু হবে। এমনই আশ্বাস দিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র।

১০ লক্ষ বরাদ্দ

চেয়ারম্যান বলেন, 'মুক্তমঞ্চ তৈরির প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। ওয়ার্ক অর্ডারও জারি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শহরের প্রাণকেন্দ্রেই তৈরি হবে এই মুক্তমঞ্চ।'

জায়গা নেই

মন্মথ রায় থেকে শুরু করে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। এঁদের হাত ধরেই বালুরঘাট নাটকের শহরের তকমা পেয়েছে। শহরে একাধিক প্রসেনিয়াম মঞ্চ থাকলেও মুক্তমঞ্চ নেই। আর এখন একাধিক নাট্যদল অঙ্গন এবং অন্তরঙ্গ নাটক নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে। কিন্তু তাদের সেই নাটক মঞ্চস্থ করার তেমন জায়গা নেই।

উৎকর্ষ কেন্দ্র

লোকসভা ভোটের আগে ২০১৯ সালে তৎকালীন সাংসদ তথা নাট্যব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ শহরের পাশে চকবাখর এলাকায় নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্র তৈরি করেছিলেন। সেখানে বিশাল ওপেন থিয়েটার রয়েছে। কিন্তু ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত সেই মঞ্চ ব্যবহার হয় না বললেই চলে। বছরে একবার জেলা প্রশাসনের নাট্য উৎসবে সেই মঞ্চে পা পড়ে নাট্যকর্মী ও দর্শকদের।

বিতর্ক যেখানে

শহরে মুক্তমঞ্চ তৈরি হলে নাট্যকর্মীদের উপকার হবে বলেই মনে করেন শহরের নাট্যকর্মীরা। যদিও এই সিদ্ধান্ত ঘিরে শহরের নাট্যজগতে শুরু হয়েছে বিতর্ক। নতুন প্রজন্মের নাট্যকার শুভাশিস চক্রবর্তীর প্রশ্ন, 'হরিমাধববাবু নিজে কখনও মুক্তমঞ্চ বা অঙ্গন নাটকের পক্ষে ছিলেন না। তাহলে তাঁর স্মৃতিতে এই ধরনের মঞ্চ গড়ে আদৌ তাঁকে সম্মান জানানো হচ্ছে তো? তাছাড়াও, বালুরঘাটে গুটিকয়েক দল অঙ্গন নাটক করে। সেখানে এই মুক্তমঞ্চ কতটা ব্যবহার হবে সেই সংশয় রয়েছে।'

পক্ষে প্রদোষ

প্রবীণ নাট্যকার প্রদোষ মিত্রের গলায় যদিও ভিন্ন সুর। তাঁর মতে, 'নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্র শহরের বাইরে হওয়ায় সেখানে দর্শক টানাই দুষ্কর। কলাকুশলীদের যাতায়াতও সমস্যার। শহরের মাঝে মুক্তমঞ্চ থাকলে তা বহুদিক থেকে কার্যকর হবে।' পুরসভার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, 'একদিকে শহরের নাট্যচর্চায় গতি আসবে, অন্যদিকে হরিমাধববাবুর স্মৃতিও অক্ষয় থাকবে।' তবে এখন বড় প্রশ্ন, কবে বাস্তবের রূপ নেবে সেই মঞ্চ? নাট্যপ্রেমীদের এখন চাহিদা— ঘোষণায় নয়, দ্রুত কাজ হোক মাটিতে।

রাস্তার উপর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে গাড়ি। মালদা শহরে। - সংবাদচিত্র

রাস্তার ওপরেই পার্কিং

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৩ মে : রাস্তার দু'ধারে সারি সারি মোটরবাইক আর চার চাকা গাড়ি। এই গাড়িগুলোর পার্কিং চার্জ ঘণ্টায় ১০ টাকা। খোদ পুর কর্তৃপক্ষ শহরের রাস্তাজুড়ে এমন বেআইনি পার্কিং চালাচ্ছে।

এমনিতে অপ্রশস্ত রাস্তা। এমন অবস্থায় রাস্তাগুলি আরও সংকীর্ণ করে ফেলছে পার্কিংলটগুলি। যার ফলে তৈরি হচ্ছে তীব্র যানজট। এনিয়ে পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে শহরবাসীর।

নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় নামে এক শহরবাসীর বক্তব্য, 'পুর কর্তৃপক্ষ শহরের রাস্তা দখল করে পার্কিং ব্যবসা করছে। এর ফলে রাস্তা অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে। ফলে যানজট হচ্ছে।' অনসূয়া সরকার নামে এক বধূ বলেন, 'রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ জুড়ে রয়েছে বড় বড় শোরুম আর শপিং মল। তাঁদের নিজস্ব কোনও পার্কিং ব্যবস্থা নেই। খদ্দেররা শপিং মলের সামনের রাস্তায় গাড়ি রেখে কেনাকাটা করে। রাস্তার ওপরে রয়েছে পরপর পার্কিংলট। যেগুলোর মালিক খোদ পুরসভা। তাহলে শহরে যানজট কীভাবে রোধ হবে।'

ইংরেজ আমলের তৈরি মালদা শহরের বয়স দেড়শো বছর অতিক্রম করেছে। বাণিজ্যিক স্বার্থে গড়ে তোলা এই শহরকে শুরু থেকে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে গড়ে তোলা হয়নি। শহরের প্রতিটি রাস্তা অপেক্ষাকৃত ছোট। সময়ের সঙ্গে শহরের পরিধি যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে জনসংখ্যা। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে যানবাহন।

শহরজুড়ে বড় বড় শপিং মল আর বহুতলের সারি। যাদের নিজস্ব কোনও পার্কিং ব্যবস্থা নেই। গাড়িগুলো থাকে রাস্তার ধারে। পুরসভার তরফে কয়েকটি পার্কিংলট তৈরি করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। বর্তমানে ইংরেজবাজার পুরসভার

দমবন্ধ অবস্থা মালদা শহরের

অধীনেই রবীন্দ্র অ্যাভেনিউ, এনএস রোড, কেজে সান্যাল রোড, সিমেট্রি রোডে পার্কিং চলে।

এমনিতেই শহরজুড়ে লাগামছাড়া টোটোর দাপট, সেইসঙ্গে রাস্তার ওপরে এভাবে পুরসভার পার্কিং। সব মিলিয়ে দমবন্ধ হয়ে আসছে মালদা শহরের। এতে হাঁটা ১০ মিনিটের পথ যেতে সময় লাগছে ২০ থেকে ২৫ মিনিট।

এনিয়ে চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বললেন, 'পুরসভার তরফে তিনটি ছোট পার্কিং চলছে। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। আমরা জেলা প্রশাসনকে নিয়ে পার্কিংলট তৈরি করার জন্য জায়গা খুঁজছি। আগামীতে বড় পার্কিং তৈরি করার দিকে আমাদের প্রধান লক্ষ্য থাকবে।'

টুকরো খবর

স্মারকলিপি

বালুরঘাট, ২৩ মে : শুক্রবার একগুচ্ছ দাবি তুলে বালুরঘাট পুরসভায় স্মারকলিপি জমা দিল বিজেপির বালুরঘাট শহর মণ্ডল কমিটি। বিজেপির অভিযোগ, নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত মানুষ। শহরের খাঁড়ি সংস্কারের কাজেও চরম অনিয়ম হচ্ছে বলে অভিযোগ। পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের দাবিও জানানো হয়েছে। পুর হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত চিকিৎসক নিশ্চিত করার আবেদন জানানো হয়েছে।

সাহায্য

রায়গঞ্জ, ২৩ মে : বিরল রোগে আক্রান্ত ১০ মাসের অম্বিকা মণ্ডল। তার পরিবার জানিয়েছে, স্পাইনাল মাস্কুলার অ্যাট্রফি টাইপ-১ রোগে আক্রান্ত ছোট্ট অম্বিকা। চিকিৎসার জন্য নিতে হবে ১৬ কোটি টাকা দামের ইনজেকশন। সকলের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন শিশুকন্যার বাবা-মা। শুক্রবার রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে সাহায্যের আবেদন জানান।

মনোনীত

গঙ্গারামপুর, ২৩ মে : গঙ্গারামপুর কলেজের গভর্নিংবডিতে নতুন দুজন নমিনি মনোনীত করল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। বুনিয়াদপুর কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডঃ রমাতোষ সরকার ও বালুরঘাট কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা ডঃ পৌলোমী চক্রবর্তীকে গভর্নিংবডির নমিনি হিসেবে মনোনীত করা হয়।

শিশু সদনের ক্যাম্পাসে জল জমে রয়েছে। রায়গঞ্জে। - সংবাদচিত্র

বৃষ্টি থামলেও জল জমে শিশু সদনে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৩ মে : রায়গঞ্জে তিনদিনের বৃষ্টিতেই জল জমেছে শিশু সদন ক্যাম্পাসের চত্বরে। এখন সেটাকে বাইরে থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, সেটা আসলে ক্যাম্পাস নাকি পুকুর। এদিকে, ক্যাম্পাসে জল জমায় মন খারাপ বিকাশ, দীপক, বিমলদের মতো খুদে আবাসিকদের। কারণ তাদের খেলাধুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

হোমের সুপার সাধন সিংহ রায়ের কথায়, 'বৃষ্টির জল এভাবে হোমের ক্যাম্পাসে জমে থাকায় আবাসিকদের অনেক ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। বিশেষ করে এই জল মশা ও অন্যান্য জীবাণুর প্রজননক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে, যা ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েডের মতো রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।' হোমের পরিচালন কমিটির সদস্য উত্তম মিত্র জানান, এই সমস্যা আগে তেমনভাবে ছিল না। হাইড্রেন না থাকায় এই সমস্যা হচ্ছে।

রায়গঞ্জ শহরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে দেবীনগরে রয়েছে এই শিশু সদন। যেখানে রয়েছে প্রায় ১৮০ জন আবাসিক। প্রতিবছরই এখানে বৃষ্টির কারণে জল জমে থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় এখানকার আবাসিকদের। এই ক্যাম্পাসের মধ্যেই রয়েছে একটি প্রাথমিক স্কুলও। যেখানে আবাসিকরা ছাড়াও পড়াশোনা করেন বাইরের অনেকেও। কিন্তু বর্ষা শুরু হলে এখানে পুজো পর্যন্ত জল থইথই করে। যার জেরে সমস্যায় পড়তে হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে। ওই জমা জলে বিষাক্ত সাপ ঘুরে বেড়ায়। এছাড়াও পচা জলের দুর্গন্ধে নাভিশ্বাস অবস্থা হয় আবাসিক এবং হোমের কর্মীদের। স্থানীয় পুর কোঅর্ডিনেটর অভিজিৎ সাহা উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না বলে অভিযোগ।

> আউটলেট না থাকায় ড্রেনের জল শিশু সদনে ঢুকে পড়ছে। সেইসঙ্গে এলাকায় কোনও হাইড্রেন নেই, ড্রেন থাকলেও দোকানঘর তৈরি করায় তা চাপা পড়ে গিয়েছে।
>
> **অভিজিৎ সাহা** *পুর কোঅর্ডিনেটর*

এবিষয়ে অভিজিতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আউটলেট না থাকায় ড্রেনের জল শিশু সদনে ঢুকে পড়ছে। সেইসঙ্গে এলাকায় কোনও হাইড্রেন নেই, ড্রেন থাকলেও দোকানঘর তৈরি করায় তা চাপা পড়ে গিয়েছে।' তবে আগামীতে হাইড্রেন হয়ে গেলে হোমের ক্যাম্পাসে আর জল ঢুকবে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ২৩ মে : লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ভবঘুরের। শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন রূপাহার এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ভবঘুরের। খবর যায় রায়গঞ্জ থানায়। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ ওই ভবঘুরের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘ এক মাস ধরে রূপাহার বাইপাসে আস্তানা গেড়েছিলেন। এদিন শিলিগুড়িগামী একটি লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

রংদার রোববার

বর্ষামঙ্গল

সূচি অনুযায়ী আসার আগেই উত্তরবঙ্গে এবার বর্ষা কড়া নাড়ছে। বদলে যাচ্ছে তার চরিত্র, তাকে ঘিরে আমাদের সমস্ত অনুভূতিও। বর্ষার এই বদলে চলা ছবিকে নিয়েই এবারের রংদার রোববারের প্রচ্ছদ কাহিনী।

প্রচ্ছদ কাহিনী বিপুল দাস, দেবদূত ঘোষঠাকুর ও রঙ্গন রায়

ছোটগল্প শুভময় সরকার ও জয়দেব সাহা

ফুড ব্লগ শুভ সরকার

কবিতা মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর সরকার, প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ ঘোষ, বিভা দাস ও ছবি ধর

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

সৌন্দর্য হারাচ্ছে বিদ্রোহী কবির ভাস্কর্য

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ২৩ মে : শনিবার নজরুল জয়ন্তী। বিদ্রোহী কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে গঙ্গারামপুরের বাসিন্দাদের একমাত্র ভরসা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় কবির আবক্ষ মূর্তি। তবে এই মূর্তির ওপর কোনও ছাউনি নেই। শুক্রবার ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, মূর্তির আশপাশে আবর্জনার স্তূপে ভর্তি। সৌন্দর্য হারাচ্ছে বিদ্রোহী কবির এই ভাস্কর্য। আর তাতেই ক্ষোভ বাড়ছে শহরবাসীর মধ্যে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রায় দু'দশক আগে গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় শপিং প্লাজার সামনে একটি নজরুলমূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। মূর্তিটি মার্বেল পাথরে নির্মিত। তার ভিত ছিল গ্র্যানাইট পাথরের। তবে এই মূর্তির ওপরে কোনও ছাউনি নেই। নজরুলমূর্তির এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষক জয়ন্ত আচার্য বলেন, 'পুরসভার তরফে মূর্তিটির ওপরে একটি ছাউনির ব্যবস্থা করলে খুব ভালো হয়। এছাড়া মূর্তিটির আশপাশের জায়গাটুকুও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত।'

সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই মূর্তিটির যত্ন কমেছে। এমনিতেই গঙ্গারামপুর শহরে বিভিন্ন মনীষীর মূর্তি আছে হাতেগোনা দু-একটি। মূর্তিগুলি অত্যন্ত অবহেলায় সারাবছর পড়ে থাকে। এই পরিস্থিতি নিয়ে এবার সরব হয়েছেন শহরের সংস্কৃতিপ্রিয় বাসিন্দারা। বিদ্রোহী কবির মূর্তির মাথায় অনেক সময় পাখির বিষ্ঠা পড়ে থাকে। মূর্তিটির আশপাশের এলাকায় আবর্জনা ছড়িয়ে থাকে। তাছাড়া সাইকেল, মোটর সাইকেল এবং চার চাকার গাড়ি দাঁড় করানো থাকে সেই মূর্তিটি ঘিরে।

নজরুল মূর্তির আশেপাশে জঞ্জাল। - সংবাদচিত্র

মূর্তিকথা

মূর্তির ওপর কোনও ছাউনি নেই, আশপাশে আবর্জনার স্তূপ

সাইকেল, মোটর সাইকেল, চার চাকা গাড়ি মূর্তিটিকে সর্বদা ঘিরে থাকে

মূর্তিটির মাথায় পাখির বিষ্ঠা লেগে থাকে অনেক সময়

শহরের বাসিন্দা রনিতা দাস কুণ্ডু জানালেন, সংস্কৃতি জগতে কাজী নজরুল ইসলামের একটা বড় অবদান রয়েছে। শহরে একটা আবক্ষ নজরুলমূর্তি রয়েছে। এই মুহূর্তে নতুন কোনও নজরুলমূর্তি স্থাপন করতে না পারলেও এই মূর্তিটিকেই তো যত্ন করা যেতে পারে।' পুরসভা থেকে যেমন বসন্ত উৎসব হয়, তেমন নজরুল জয়ন্তীতে শহরের বিভিন্ন নাচের এবং গানের স্কুলের শিল্পীদের নিয়ে যদি কোনও অনুষ্ঠান ওখানে হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে একটা ভালো বার্তা পৌঁছাবে বলে তিনি মনে করেন।

এবিষয়ে গঙ্গারামপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্তকুমার দাস বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই আমরা ভাবনাচিন্তা করেছি। মূর্তিটির মাথার ওপরে একটি ছাতার মতো ছাউনির ব্যবস্থা করা হবে।'

অধিনায়ক হওয়ার অপেক্ষায় শুভমান

শুভমান গিলের জমানায় ঋষভ পন্থের ভূমিকা কী হবে? জানতে শনিবার চোখ থাকবে মুম্বইয়ে দল নির্বাচনি বৈঠকে।

আজ মিশন ইংল্যান্ডের দল ঘোষণা ■ অনিশ্চিত সামি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ মে : জল্পনার আজ শেষবেলা। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার।

তারপরই শনিবার দুপুর দেড়টায় মিশন ইংল্যান্ডের লক্ষ্যে ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে যাবে। ২০ জুন থেকে লিডসে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ। পাঁচ টেস্টের সিরিজ নিয়ে ক্রিকেটমহলে প্রবল আগ্রহ। যার নেপথ্যে দুইটি নাম, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। 'রোকো' জুটির অবসরের পর বিলেতের মাটিতেই প্রথমবার টেস্ট খেলতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। ফলে ভারতীয় ব্যাটিং নিয়ে রয়েছে আগ্রহ। শুধু তাই নয়, রোহিতের পর টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলের অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়েও জল্পনার শেষ নেই। যদিও ভারতীয় টেস্ট দলের নয়া নেতার দৌড়ে সবার আগে শুভমান গিল। মনে করা হচ্ছে, তাঁর অধিনায়ক হওয়া নেহাতই সময়ের অপেক্ষা। যদিও শেষবেলায় জসপ্রীত বুমরাহ সমানে টক্কর দিয়ে চলেছেন শুভমানকে। সমস্যা একটাই, চোটপ্রবণ বুমরাহ পাঁচ টেস্টের ধকল নিতে পারবেন কি না, সেটা কারোর জানা নেই। তাই বুমরাহ বনাম শুভমান লড়াই এখন তুঙ্গে।

রোহিত-বিরাটের অবসরের পর যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কে ওপেন করবেন, চার নম্বরে কে ব্যাট করবেন- এমন নানা বিষয় নিয়েও রয়েছে আগ্রহ। কাল ইংল্যান্ড সফরের দল ঘোষণার পরই হয়তো ছবিটা স্পষ্ট হবে। কিন্তু তার আগে লন্ডনের বিমানে ওঠার দৌড়ে মহম্মদ সামিকে নিয়ে তৈরি রয়েছে তুমুল ধোঁয়াশা। ভারতীয় ক্রিকেটমহলের একটি অংশের দাবি, সামি ইংল্যান্ড যাচ্ছেন না। ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পর থেকে কোনও টেস্ট খেলেননি সামি। ফিট হয়ে মাঠে ফেরার পর টিম ইন্ডিয়ায় সুযোগ পাওয়ার আগে বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলেছিলেন সামি। কিন্তু সেটা কি সামির ফিটনেসের অবস্থান বোঝার জন্য যথেষ্ট? জল্পনা চলছে। রাতের দিকে জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক সদস্য নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে মুম্বই থেকে বলছিলেন, 'সামির ফিটনেস নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টের সিরিজে পুরো সময় ফিট সামিকে পাওয়া যাবে কি না, স্পষ্ট নয়। বুমরাহর জন্যও একই কথা বলতে হবে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট যদি বুমরাহর জন্য একটা ফ্যাক্টর হয়, তাহলে সামির জন্যও সেটা থাকবে।'

সামি শেষপর্যন্ত লন্ডনের বিমানে না উঠলে নিশ্চিতভাবেই ধাক্কা খাবে টিম ইন্ডিয়ার পেস বোলিং শক্তি। যদিও বুমরাহর পাশে মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণাদের ইংল্যান্ড সিরিজের দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে কোনও সংশয় নেই। অলরাউন্ডার হিসেবে শার্দূল ঠাকুরও থাকবেন দলে। প্রয়োজনে তিন বা চার নম্বর পেসারের ভূমিকায় তাঁকে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে সামিকে ইংল্যান্ড সফরের দলে না রাখা হলে অভিজ্ঞতার বিচারে ভারতীয় দলের বোলিং শক্তি কমতে বাধ্য। বোলিংয়ের পাশে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং লাইনআপ নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, লিডসে প্রথম টেস্টে জয়সওয়ালের সঙ্গে লোকেশ রাহুলের ওপেন করার সম্ভাবনা প্রবল। তাঁকেই বিলেত সফরে রোহিতের পরিবর্ত ওপেনার হিসেবে ভাবা হচ্ছে।

লোকেশ যদি যশস্বীর সঙ্গে ওপেন করেন, তাহলে দলের মিডল অর্ডারের ছবিটা কেমন হবে? হবু অধিনায়ক শুভমান তিন নাকি চার নম্বরে ব্যাটিং করবেন? স্বপ্নের ফর্মে থাকা বি সাই সুদর্শনকে কি তিন নম্বর জায়গা ছেড়ে দেবেন শুভমান? কোহলির ফেলে যাওয়া চার নম্বরে কে ভরসা দেবেন দলকে? করুণ নায়ার, শ্রেয়স আইয়ারদের (সম্ভাবনা কম) মতো বেশ কিছু নাম ভাসছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। কিন্তু কোনও কিছুরই নিশ্চয়তা নেই। রবীন্দ্র জাদেজা নিশ্চিতভাবেই স্পিন অলরাউন্ডার হিসেবে থাকছেন দলে। জোড়া উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে ঋষভ পন্থ ও ধ্রুব জুরেলকে নিয়েও সন্দেহ নেই। বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদবের ইংল্যান্ড সফরের দলে থাকা প্রায় নিশ্চিত। রাতের দিকের খবর, কোচ গৌতম গম্ভীর ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার একজন বাঁহাতি জোরে বোলার বিলেত সফরে নিয়ে যেতে চাইছেন। অর্শদীপ সিংয়ের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে স্কোয়াডে ঢুকে পড়ার।

শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ড সফরের ভারতীয় দলের ছবিটা যেমনই হোক না কেন, রোহিত-বিরাট পরবর্তী পর্বে 'নয়া' ভারতের বোধন শনিবারই হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন
যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গী ওপেনার ও চার নম্বর ব্যাটার।

সংশয়
বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলার পরও মহম্মদ সামির ফিটনেস।

পেসার
জসপ্রীত বুমরাহর পাশে মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণা।

অলরাউন্ডার
শার্দূল ঠাকুর, রবীন্দ্র জাদেজা।

নিশ্চিত
উইকেটকিপার-ব্যাটারের ভূমিকায় ঋষভ পন্থ ও ধ্রুব জুরেল।

সম্ভাবনা
বাঁহাতি জোরে বোলার হিসেবে অর্শদীপ সিং।

একান্ত সাক্ষাৎকারে

রিচা ঘোষ

আবেগ নয়, কিছু স্মৃতি আছে লর্ডসকে ঘিরে। (২০০২ সালে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের পর) লর্ডসের ব্যালকনিতে সৌরভদার জামা ঘোরানোর কথা এতবার শুনেছি যে ১৯ জুলাই মাঠে নামার সময় অবশ্যই সেটা মনে পড়বে।

লর্ডসে নামার সময় মনে পড়বে

সৌরভের কথা

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : ছুটি প্রায় শেষ। কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা হয়ে রিচা ঘোষ পৌঁছে যাবেন বেঙ্গালুরুতে জাতীয় শিবিরে। সেখানে প্রস্তুতি নিয়ে ওডিআই ও টি২০ সিরিজের জন্য ইংল্যান্ডে পাড়ি দেবেন। তারপরই সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দেশের মাটিতে রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। ব্যস্ত ক্রিকেট সূচির মধ্যে মাসপাঁচেক হয়তো বাড়ি ফেরাই হবে না। তাই ব্যাগ গোছানোর সঙ্গে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাড়িতে পরিবার ও চেনাপরিচিতদের আবদার রক্ষা করে যেতে হচ্ছে রিচাকে। এর মধ্যেই তিনি সময় করে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন। যেখানে উঠে এসেছে লর্ডস নিয়ে তাঁর নস্টালজিয়ার কথা। জানিয়েছেন, ১৯ জুলাই লর্ডসে সিরিজের চতুর্থ টি২০ ম্যাচ খেলতে নামার সময় তাঁর মনে পড়বে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা।

লর্ডস আবেগ

আবেগ নয়, কিছু স্মৃতি আছে লর্ডসকে ঘিরে। (২০০২ সালে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের পর) লর্ডসের ব্যালকনিতে সৌরভদার জামা ঘোরানোর কথা এতবার শুনেছি যে ১৯ জুলাই মাঠে নামার সময় অবশ্যই সেটা মনে পড়বে। আমাদের ড্রেসিংরুমেও লর্ডস নিয়ে কথা শুনেছি। এর আগে ইংল্যান্ডে গেলেও জাতীয় দলের হয়ে লর্ডসে নামা হয়নি। তবে দ্য হান্ড্রেডে খেলার সময় লর্ডসে খেলার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখনই ওখানকার পরিবেশ, লর্ডসের অনার্স বোর্ড আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

অনার্স বোর্ডে নাম

না, সেই রকম কোনও পরিকল্পনা নিয়ে যাচ্ছি না। আমার কাছে দলের জয়, আমাকে টিম ম্যানেজমেন্টের দেওয়া দায়িত্বপালনই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। আমি হার্ড হিটার ব্যাটার। স্বাভাবিকভাবেই বিগ হিট নেওয়ার দায়িত্ব থাকে আমার ওপর। তাই সেটা করার সঙ্গে লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম উঠলে অসুবিধা নেই। কিন্তু সেটাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে দলের হার আমার সহ্য হবে না।

ইংল্যান্ডের চ্যালেঞ্জ

এটা আমার চতুর্থ ইংল্যান্ড সফর হতে চলেছে। জাতীয় দলের হয়ে তৃতীয়। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি ওখানে বল একটু বেশি নড়াচড়া করে। কিন্তু পরিবেশ ও পিচের বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে আমার রান পেতে সমস্যা হবে না। এই আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে দ্য হান্ড্রেডে খেলার জন্য ৯ বছর ইংল্যান্ডের নেতৃত্ব সামলানো হিদার নাইট আমাকে প্রস্তাব দেওয়ায়।

অধরা বিশ্বকাপ

সিনিয়ার পর্যায়ে আমার পঞ্চম বিশ্বকাপ হতে চলেছে। একবার ট্রফি হাতে নেওয়ার ইচ্ছা তো আছেই। গোটা দলই সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের মাটিতে খেলার অ্যাডভান্টেজ আমাদের সঙ্গে থাকছে।

ফিনিশিং সমস্যা

শেষ কয়েকটা বিশ্বকাপে কাছাকাছি পৌঁছেও ট্রফি আসেনি আমাদের। ম্যাচ সিমুলেশনে আমরা ফিনিশিং নিয়ে খাটছি। এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বোলার কে, সেদিন তাঁর ফর্ম কেমন চলছে, নিজে এবং পার্টনার কেমন ছন্দে রয়েছে - পরিকল্পনা তৈরিতে সবকিছুর ওপর নির্ভর করতে হয়।

বড় সুযোগ বাকিদের জন্য, বলছেন গম্ভীর

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচের আগে নকিংয়ের জন্য চলেছেন বিরাট কোহলি। লখনউয়ে শুক্রবার।

মুম্বই, ২৩ মে : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের শূন্যস্থান পূরণের কাজটা কঠিন। কিন্তু সেটাই এখন চ্যালেঞ্জ। রোহিত-কোহলি জুটির অনুপস্থিতি দলের বাকিদের জন্য দুর্দান্ত সুযোগ।

রোহিত-বিরাটরা ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিনের বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকবেন কি না, সময় বলবে। তার আগে আমাদের সামনে রয়েছে ২০২৬ সালে দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপের চ্যালেঞ্জ।

একজন ক্রিকেটার কখন খেলা শুরু করবে, কখন খেলা থেকে অবসর নেবে, সেটা একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তকে সবসময় সম্মান করা উচিত।

রাত পোহালেই টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরের দল ঘোষণা। শনিবার দুপুর দেড়টায় মুম্বইয়ের ক্রিকেট সেন্টারে 'নয়া' ভারতীয় দলের জন্ম হবে। সেই দলের কোচ হিসেবে আজ সর্বভারতীয় এক চ্যানেলে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন গৌতম গম্ভীর। সেই সাক্ষাৎকারে নরমে-গরমে গম্ভীর বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি এখন টিম ইন্ডিয়ার 'বস'। গম্ভীর বলেছেন, 'আমরা দুজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে ছাড়া ইংল্যান্ডে খেলতে নামব। কাজটা হয়তো কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয়, এমন পরিস্থিতি বাকিদের জন্য সুযোগ। বাকিরাও এবার এগিয়ে এসে বলুক, আমরা তৈরি।'

মাত্র পাঁচদিনের ব্যবধানে প্রথমে রোহিত, পরে কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন।

রোকোহীন ভারতীয় ক্রিকেট

মাঝে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে এর আগে কখনও রোহিত-বিরাট নিয়ে মুখ খোলেননি টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর। আজ প্রথমবার 'রোকো' জুটিকে নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে গম্ভীর বলেছেন, 'একজন ক্রিকেটার কখন খেলা শুরু করবে, কখন অবসর নেবে, এই ব্যাপারে কারও কিছু বলার থাকতেই পারে না। সিদ্ধান্তটা একেবারেই সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত। দীর্ঘসময় জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুবাদে একজন ক্রিকেটার ভালোই বুঝতে পারে কখন থামতে হবে।' মাসখানেক আগে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে চোটের কারণে ভারতীয় দলে ছিলেন না জসপ্রীত বুমরাহ। বাকিরা তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করেছিলেন। টিম ইন্ডিয়াও সফল হয়েছিল। আসন্ন ইংল্যান্ড সফরেও তেমনই কিছু দেখার অপেক্ষায় কোচ গম্ভীর।

টেস্ট ছাড়লেও বিরাটরা একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি এখনও। 'রোকো' জুটি ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে নির্ধারিত থাকা একদিনের বিশ্বকাপ খেলতে চান। কিন্তু চাইলেই কি তাঁরা পারবেন? স্পষ্টভাবে কোনও জবাব দেননি কোচ গম্ভীর। বরং তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভারতীয় দলের কোচ বলেছেন, '২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ এখনও অনেক দূরের ব্যাপার। তার আগে ২০২৬ সালে দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। সেটা আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপাতত।'

অবসর নিয়ে প্রশ্ন বেঙ্গসরকারের

মুম্বই, ২৩ মে : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা উত্তর পর্বে প্রথম টেস্ট সফর।

তাও একেবারে বিলেতের মাটিতে। ইংলিশ কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। তরুণ ভারতীয় দল কীভাবে চ্যালেঞ্জ সামলায়, আশা-আশঙ্কার দোলাচল। আর এই প্রসঙ্গ টেনেই বিরাট-রোহিতদের অবসরের সময় নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দিলীপ বেঙ্গসরকার।

লর্ডসে একমাত্র বিদেশি ব্যাটার হিসেবে টানা তিন টেস্টে শতরানের মালিকের মতে, ইংল্যান্ড সফরের পরই দুই তারকা অবসর নিতে পারত। রোকো-র সিদ্ধান্তে তিনি অবাক। এক সাক্ষাৎকারে বেঙ্গসরকার বলেছেন, 'দুইজনে দুর্দান্ত ব্যাটার। ভারতীয় ক্রিকেটে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। সামনে ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ। গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজের পর দুইজনে অবসর নিতে পারত। তবে ওদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ভেবেই হয়তো নিয়েছে।'

> দুইজনে দুর্দান্ত ব্যাটার। ভারতীয় ক্রিকেটে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। সামনে ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ। গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজের পর দুইজনে অবসর নিতে পারত। তবে ওদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ভেবেই হয়তো নিয়েছে।
>
> **দিলীপ বেঙ্গসরকার**

অধিনায়ক রোহিত ৭ মে অবসর নেন। ইংল্যান্ড সফরে রোহিতকে ঘিরে টানাপোড়েন ছিল। এরকম কিছু ঘটতে চলেছে, সম্ভাবনা উঁকি মারছিল। কয়েকদিনের মধ্যে অবাক করে একই পথে বিরাটও। দশ হাজার টেস্ট রানের মাইলস্টোন থেকে মাত্র ৭৭০ রান আগে থামার সিদ্ধান্ত নেন। বেঙ্গসরকারের কথায়, অতীতে ইংল্যান্ডের মাটিতে বিরাট-রোহিত সাফল্য পেয়েছেন। সেদিক থেকে দলের জন্য বড় ক্ষতি। তবে দুই তারকার বিদায় নতুনদের সামনে সুযোগ এনে দিচ্ছে। আশাবাদী, বাকিরা তা কাজে লাগাতে সমর্থ হবেন।

সম্ভাব্য বিকল্প কে বা কারা হতে চলেছে, সেই প্রসঙ্গে ঢুকতে নারাজ বেঙ্গসরকার। দায়িত্বটা ছাড়লেন নির্বাচকদের ওপর। প্রাক্তনের যুক্তি, ঘরোয়া ক্রিকেটে কড়া নজর রয়েছে নির্বাচকদের। তারাই এই ব্যাপারে কিছু বলা বা পদক্ষেপ করার পক্ষে উপযুক্ত। তবে শ্রেয়স আইয়ারের নামও ভাসিয়ে দিলেন। বেঙ্গসরকারের যুক্তি, শ্রেয়স ভালো ব্যাটার। অভিজ্ঞও। বিরাটদের শূন্যতা পূরণে মিডল অর্ডারে আদর্শ হতে পারে পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক।

বিরাট-রোহিতদের ঘিরে শূন্যতা তৈরি হলেও বেঙ্গসরকারের বিশ্বাস, তরুণ ব্রিগেডের মধ্যে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার রসদ রয়েছে। প্রতিভার অভাব নেই ভারতীয় দলে। টিম ইন্ডিয়ার সামনে ভালো সুযোগ থাকবে বিলেতের মাটিতে বিজয়পতাকা ওড়ানোর। তবে লক্ষ্যপূরণে প্রথম দুই টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ, গৌতম গম্ভীরদের সতর্ক করে দিচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটের কর্নেল। পাশাপাশি বিশ্বাসও রাখছেন, ইংল্যান্ড সফরে নতুন তারকা জন্ম নেবে। ভারতীয় দল সফল হবে।

বার্সার সঙ্গে চুক্তিবৃদ্ধি রাফিনহার

মাদ্রিদ, ২৩ মে : বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তি বাড়ালেন ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনহা। ২০২৮ পর্যন্ত কাতালান ক্লাবটির হয়ে খেলবেন তিনি।

চুক্তিবৃদ্ধি হওয়ার পর রাফিনহা জানিয়েছেন, বার্সাতেই নিজের কেরিয়ার শেষ করতে চান। তিনি বলেছেন, 'আমি নিজের পরিবারকে সবসময় বলি, বার্সাতেই নিজের কেরিয়ার শেষ করতে চাই। চেষ্টা করব আগামীদিনে বার্সার জার্সিতে নিজের সেরাটা দেওয়ার।' আসন্ন মরশুমে বার্সেলোনার পাঁচজন অধিনায়কের তালিকাতেও নাম রয়েছে এই ব্রাজিলিয়ান তারকার। এই প্রসঙ্গে রাফিনহা বলেছেন, 'আমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। যখন বার্সায় যোগ দিয়েছিলাম, তখনকার তুলনায় এখন আমি অনেক পরিণত। আমার একটাই লক্ষ্য, এই ক্লাবের জার্সিতে আরও অনেক খেতাব জিততে চাই।'

২০২২ সালে লিডস ইউনাইটেড থেকে ন্যু ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন রাফিনহা। প্রথম দুই মরশুমে সেভাবে ছন্দে দেখা যায়নি তাঁকে। কিন্তু চলতি মরশুমে বার্সেলোনার দুরন্ত সাফল্যের পিছনে অন্যতম কারিগর রাফিনহা। এখনও পর্যন্ত ৫৬ ম্যাচে ৩৪ গোল ও ২৫টি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। দলকে জিতিয়েছেন লা লিগা, কোপা ডেল রে এবং স্প্যানিশ সুপার কাপ। ব্যালন ডি'অরের লড়াইয়ে সতীর্থ লামিনে ইয়ামাল ও প্যারিস সাঁ জাঁ-র ওসমানে ডেম্বেলের সঙ্গে লড়াইয়ে রয়েছেন রাফিনহা।

কেক খাইয়ে বৈভবকে সংবর্ধনা জানালেন বন্ধু, পরিবারের লোকেরা।

গণ সংবর্ধনা নিয়ে বাড়িতে বৈভব

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : আইপিএলে সবার মন জিতে ঘরে ফেরা। ঘরের ছেলে বৈভব সূর্যবংশীর যে ঘরে ফেরাকে রঙিন করে রাখলেন তার ভক্তেরা। বিহারের তাজপুরে নিজের গ্রামে ফেরা বৈভবকে ঘিরে কার্যত উৎসব। বন্ধুবান্ধব, গোটা গ্রামের লোক স্বাগত জানান তাঁদের ক্রিকেট নায়ককে। রাজস্থান রয়্যালস সেই মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেছে সমাজমাধ্যমে।

এর মধ্যেই বিহার অনূর্ধ্ব-১৯ দলে বৈভবের কোচ অশোক কুমার চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন। জানান, আগামী ২ বছরের মধ্যে তাঁর ছাত্র ভারতীয় সিনিয়ার দলে খেলবে। বলেছেন, 'একার হাতে ম্যাচ জেতানোর মানসিকতা রয়েছে ওর মধ্যে। কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়, বিক্রম রাঠোর স্যরকে পাচ্ছে। গত তিন মাস ওঁদের কাছে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। যা আরও এগিয়ে দেবে ওকে। আমার বিশ্বাস, ২ বছরের মধ্যে ভারতীয় টি২০ দলে জায়গা করে নেবে বৈভব।'

শেষ চারে শ্রীকান্ত

কুয়ালা লামপুর, ২৩ মে : মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সেমিফাইনালে উঠলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। বৃহস্পতিবার কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি ২৪-২২, ১৭-২১, ২২-২০ পয়েন্টে হারিয়েছেন ফ্রান্সের টোমা পোপোভকে। জয়ের পর শ্রীকান্ত বলেছেন, 'আমি অনেকদিন পর একটানা এত ম্যাচ জিতলাম। আশা করছি এই ছন্দ ধরে রাখতে পারব।' সেমিফাইনালে জাপানের উসি তানাকার মুখোমুখি হবেন শ্রীকান্ত। মিক্সড ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেন ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টো। তাঁরা হেরে গিয়েছেন চিনের জিয়ান ঝেন ব্যাং-ওয়েই ইয়া জিনের কাছে।

নয়া ফুটবল মরশুমের ক্যালেন্ডারে বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন যে ভাবনাচিন্তাই করুক না কেন, ডুরান্ড কাপ দিয়েই শুরু হতে চলেছে আগামী মরশুম। ফলে এআইএফএফের দেওয়া ক্যালেন্ডারে করতে হচ্ছে রদবদল।

গত মরশুম থেকেই ফেডারেশন কর্তারা চেষ্টা করছেন ঐতিহ্যবাহী ফেডারেশন কাপ আবার ফিরিয়ে আনতে। তাঁদের ভাবনায় ছিল, এবার মরশুম শুরুই করা হবে এই ফেডারেশন কাপ দিয়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটা সম্ভব হচ্ছে না কিছু রাজনৈতিক এবং সরকারি বাধ্যবাধকতায়। ডুরান্ড কাপই হবে প্রাক-মরশুম টুর্নামেন্ট। যা আগে ১৮ জুলাই থেকে শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর উদ্বোধনের দিন পিছিয়ে সম্ভবত ২৩ তারিখ করা হচ্ছে। কারণ ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের বড় অনুষ্ঠান থাকে কলকাতায়। ফলে নেতা-মন্ত্রী তো বটেই, পুলিশ-প্রশাসনও এতে ব্যস্ত থাকে। যেহেতু কলকাতাতেই উদ্বোধন, তাই তারপর একদিন বাদ দিয়ে ডুরান্ড শুরু করার ভাবনায় আয়োজকরা। অগাস্টের ২২ কী ২৩ তারিখ শেষ হবে ডুরান্ড। ফেডারেশন এখন চেষ্টা করছে আইএসএল সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে শুরু করিয়ে মাঝের সময়টা ফেডারেশন কাপ করাতে। আইএসএল কিছুটা পিছিয়ে দেওয়ার জন্য তারা নাকি এফএসডিএলকে অনুরোধও জানাবে। কিন্তু প্রশ্ন এখানেও থাকছে। অভিজ্ঞমহল মনে করছে, কিছুতেই কোচেরা আইএসএল শুরুর আগে রাজি হবে না পরপর দুটি টুর্নামেন্ট খেলতে। একান্তই তাঁরা রাজি না হলে ফেডারেশন বা সুপার কাপ, যাই হোক না কেন, সেটা জানুয়ারির ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোতেই নিয়ে যাওয়া হবে।

সমস্যা অবশ্য এতেই থেমে থাকছে না। এবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়া এএফসি-র টুর্নামেন্ট খেলবে। যার মধ্যে গোয়ার প্লে-অফ অগাস্টেই পড়ার কথা। তাই তারা ডুরান্ড কমিটির কাছে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছে, গোয়ার গ্রুপ লিগের ম্যাচ যাতে ওই মাসের শুরুর দিকেই দিয়ে দেওয়া হয়। কোনও কারণে যদি ফেডারেশন কাপ অগাস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয় তাহলে গোয়া যোগ্যতা অর্জন করলে তাদের এবং মোহনবাগানের পক্ষে এই টুর্নামেন্টকে গুরুত্ব দেওয়াই সমস্যা হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলির জন্য। সবমিলিয়ে ক্যালেন্ডার নিয়ে সবটাই এখনও অবিন্যস্ত অবস্থায় আছে। শুধুমাত্র ডুরান্ড দিয়ে মরশুম শুরু করাটা নিশ্চিত।

ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : কন্যাশ্রী কাপের ফাইনালে উঠল ইস্টবেঙ্গল। তারা সেমিফাইনালে ২-০ গোলে হারাল সার্দার্ন সমিতিকে। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল ও সন্ধ্যা মাইতি। অপর সেমিফাইনালে শ্রীভূমি এফসি মুখোমুখি হয়েছিল সুরুচি সংঘের। ৫৭ মিনিট পর্যন্ত খেলার ফলাফল ছিল গোলশূন্য। তারপর প্রবল বৃষ্টির কারণে আর খেলা হয়নি। অসম্পূর্ণ ম্যাচটি শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে কন্যাশ্রী কাপের ফাইনাল ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল মাঠে আয়োজন করার পরিকল্পনা নিয়েছে আইএফএ।

মোহনবাগানের নির্বাচন হয়তো ২২ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : শনিবারই সম্ভবত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন পরিচালন কমিটি জানাবে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের আসন্ন নির্বাচনের তারিখ। তার আগেই মোটামুটিভাবে যা জানা যাচ্ছে তাতে ২২ জুন হতে পারে এই অতি আলোচিত নির্বাচন।

আগেই অসীমকুমার রায় জানান, তাঁরা জুন মাসের দ্বিতীয় বা খুব দেরি হলে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। সেই অনুযায়ী ২২ জুন রবিবার দিনটিকেই বেছে নেওয়া হবে এই নির্বাচনের জন্য। ঐতিহ্যশালী টাউন হল বা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মধ্যে কোনও একটির কথা ভাবা হলেও যা খবর তাতে হয়তো টাউন হলকেই বেছে নেওয়া হচ্ছে। এবার সচিব দেবাশিস দত্ত এবং বিরোধী শিবির বলে পরিচিত সৃঞ্জয় বসু গোষ্ঠীর মধ্যে নির্বাচনি প্রচার ঘিরে চাপানউতোর তুঙ্গে। নির্বাচনের দিনক্ষণ জানানো হলে, পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারে। আগামী ২ জুন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র তোলা এবং ৩ তারিখ পর্যন্ত জমা করার সময়সীমা শনিবারই হয়তো ধার্য করবেন বিচারপতি।

এদিকে, শনিবার সিএবি পরিচালিত জেসি মুখার্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

KHOSLA ELECTRONICS

AC & REF MELA
COPPER-INVERTER AC

EXCLUSIVE OFFERS AT KHOSLA
BUY AC OR REFRIGERATOR
₹0 PAYMENT & 24 MONTHS EMI ON ALL BRANDS
2 EMI OFF WORTH ₹4,000
BUY TODAY & PAY EMI FROM JULY

UP TO 7.5% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹25,000; Max. Discount: ₹7,500 per card. Also valid on EMI Trxns. Validity: 10 May - 08 Jun 2025. T&C Apply.

5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY | FREE INSTALLATION WITH BRACKET WORTH ₹2,500 | FASTEST DELIVERY WITHIN 24hrs | UPTO ₹10,000 HIGHEST EXCHANGE | FREE GIFT COUPON WORTH ₹4,700 SURESHOT

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED — HDFC, AXIS BANK, SBI, HSBC, Standard Chartered, citibank, ICICI Bank, kotak, Bank of Baroda
FINANCE AVAILABLE — BAJAJ FINSERV, IDFC FIRST Bank, HDB Financial Services, kotak

COPPER-INVERTER AC — DISCOUNT Upto 60%

1.0 Ton 3*	1.5 Ton 3*	2.0 Ton 3*
₹19,990	₹20,990	₹32,990
1.0 Ton 5*	1.5 Ton 5*	2.0 Ton 5*
₹25,990	₹28,990	₹43,490

Starting EMI ₹1,955
DAIKIN, HITACHI, Carrier, BLUE STAR, VOLTAS, LG, SAMSUNG, Panasonic, LLOYD, Godrej, Haier, Whirlpool, IFB, MITSUBISHI, GENERAL, ONIDA

WINDOW AC — DISCOUNT Upto 36%
1 Ton | 1.5 Ton | 2 Ton
Starting EMI ₹2,025
VOLTAS, Carrier, BLUE STAR, GENERAL, HITACHI, LG, LLOYD

COOLERS — DISCOUNT Upto 50%
ALL DESERT COOLERS ARE WITH HONEYCOMB PAD
80 Ltr. EMI ₹852 | 65 Ltr. EMI ₹834 | 50 Ltr. EMI ₹660
FREE Chopper worth ₹695
BAJAJ, KGA, USHA, HAVELLS, Godrej, BLUE STAR, Symphony, VOLTAS

REFRIGERATORS — DISCOUNT Upto 41%
600 Ltr. SBS EMI ₹2,552 | 237 Ltr Bottom Mount EMI ₹1,994 | 233 Ltr DD EMI ₹1,833
180 Ltr SD EMI ₹1,166
FREE Chopper worth ₹695
LG, SAMSUNG, Godrej, Whirlpool, Haier, LLOYD, Panasonic, IFB, BOSCH, BLUE STAR

SAMSUNG
Bespoke AI WindFree™
AI that truly saves and cools

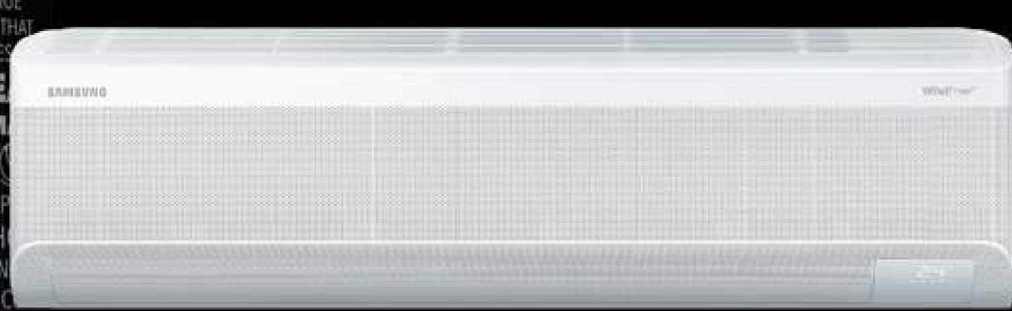

Save up to 30% Energy with AI Energy Mode**
AI Fast & Comfort Cooling | 3D Map View

5 বছরের কম্প্রিহেনসিভ ওয়ারেন্টি* | বিনামূল্যে ইনস্টলেশন^ | 7.5% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক# | 0 ডাউন পেমেন্ট~

Bespoke AI WindFree™ Split AC (5.0 kW) AR60F19D15W (5 star)	Bespoke AI WindFree™ Split AC (5.3 kW) AR60F19D13W (3 star)	Bespoke AI Split AC (5.0 kW) AR50F19D15H (5 star)	Bespoke AI Split AC (5.3 kW) AR50F19D13H (3 star)
MRP ₹ ~~91990~~	MRP ₹ ~~84990~~	MRP ₹ ~~85990~~	MRP ₹ ~~81990~~
Special Offer Price ₹ 49490 (1 unit)	Special Offer Price ₹ 41490 (1 unit)	Special Offer Price ₹ 43990 (1 unit)	Special Offer Price ₹ 37990 (1 unit)

Please dispose of e-waste and plastic waste responsibly. Customers can WhatsApp on 1800 5 7267864 for information on e-waste/plastic waste pickup.

Follow Samsung on: samsung.com | @SamsungIndia | @SamsungIndia | SamsungIndia | @samsungindia

Images simulated for representational purpose only, actual may vary. Offer valid till stocks last.**Based on internal testing on the AR07D9181HZ3 model under controlled laboratory conditions. Requires use of SmartThings App and Samsung account. Actual savings may vary by usage patterns and environment. *Comprehensive warranty valid for condenser, PCB, evaporator coil, fan motor, gas recharge. (Only when condenser is getting replaced). ^Applicable only on WindFree™ 5 star models. #Cashback at the sole discretion of the NBFCs/Bank. Only 1 transaction/card/calendar month is eligible for cashback offer. ~Down payment offer is applicable on select credit cards. Third party and finance offers are at the sole discretion of partner/NBFC/Financier

Contact us — WhatsApp Scan QR Code

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

Scan to locate your nearest Khosla store

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount. *Offers are not applicable on Samsung Products. #Get a picture of your marksheet to avail the offer.

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

আজ বড় লক্ষ্যে প্রীতির পাঞ্জাব

জয়পুর, ২৩ মে : দুই শিবিরে দুই মেজাজ।

শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়েও প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়ার আফসোস কুরে-কুরে খাচ্ছে দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে চালকের আসনে থেকেও যেভাবে ম্যাচ বেরিয়ে গিয়েছে, মানতে পারছেন না টিম ম্যানেজমেন্ট, ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তারা।

কাঠগড়ায় দুই জোরে বোলার বাংলার মুকেশ কুমার ও শ্রীলঙ্কান তারকা দুষ্মন্ত চামিরা। মুম্বইয়ের তারকাখচিত ব্যাটিংকে চাপে রেখেও শেষরক্ষা হয়নি মুকেশ-চামিরার শেষ দুই ওভারে ৪৮ রান গলে যাওয়ায়। বিশেষত, ৮ কোটি টাকায় নেওয়া মুকেশের পারফরমেন্স গোটা মরশুম জুড়েই আতশকাচের নীচে।

২০২৫ আইপিএলে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে দিল্লি শিবিরে মুকেশকে নিয়ে অনাস্থার আবহ তীব্র হচ্ছে। প্রশ্নের মুখে অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলও। বোলিংয়ে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি অধিনায়ককে। পাশাপাশি কুলদীপ যাদবকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারা নিয়েও সমালোচনা। থাকছে নিজেদের ঘরের মাঠ অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হোম অ্যাডভান্টেজ না পাওয়া।

টিম দিল্লির বিদায়ি ম্যাচ অবশ্য জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে। প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংস সেখানে প্রথম দুইয়ে থাকার মেজাজে। লখনউ সুপার জায়েন্টসের

দিল্লি ব্যস্ত কাটাছেঁড়ায়

কাছে গুজরাট টাইটান্সের (১৩ ম্যাচে ১৮) হারের ফলে পাওয়া সুবিধা কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব (১২ ম্যাচে ১৭)। শেষ দুই ম্যাচে জিতলে ফাইনালে ওঠার বাড়তি সুযোগ হাতের মুঠোয়।

আগামীকাল যে লক্ষ্যে দিল্লির হতাশা, আক্ষেপ আরও বাড়াতে বদ্ধপরিকর পাঞ্জাব। প্রভসিমরান সিং, প্রিয়াংশ আর্যর ওপেনিং জুটি সুপারহিট। তারুণ্যের তেজে সাফল্যের ভিত গড়ছে। মাঝে অধিনায়ক শ্রেয়সের সঙ্গে নেহাল ওয়াধেরারা হাল ধরছেন। নিট ফল, তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাবের আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি।

বিদেশি মার্কো জানসেনের সঙ্গে দেশি ঘোড়া হরপ্রীত ব্রার, শশাঙ্ক সিংরাও ম্যাচ জেতাচ্ছে। জয়পুরের দ্বৈরথে নিঃসন্দেহে বিধ্বস্ত দিল্লির থেকে সবদিক দিয়ে এই মুহূর্তে এগিয়ে পাঞ্জাব। তবে নতুন করে হারানোর কিছু নেই অক্ষর ব্রিগেডের। ফলে চাপমুক্ত প্রতিপক্ষ পথের কাঁটা হতে পারে শ্রেয়স আইয়ারদের জন্য। আত্মতুষ্টি নয়, ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কথা বারবার আউড়াচ্ছেন হেডকোচ রিকি পন্টিং।

যুযবেন্দ্র চাহাল, অর্শদীপ সিং, হরপ্রীত, নবাগত মিচেল ওয়েনরা প্রস্তুত দায়িত্ব ভাগ করে নিতে। ব্যাটে-বলে-ফিল্ডিংয়ে জমাট দেখাচ্ছে পাঞ্জাব কিংসদের। গ্রুপ লিগের বাকি দুই ম্যাচে জয়ের অভ্যাস বজায় রেখে প্লে-অফে পা রাখা অগ্রাধিকার পাচ্ছে পন্টিংদের কাছে। সেখানে বিদায়ি ম্যাচের আগে জ্বলে ওঠার তাগিদ লোকেশ রাহুল, ফাফ ডুপ্লেসি, অভিষেক পোড়েলদের সামনে।

মুম্বই ম্যাচে অক্ষর খেলতে পারেননি। দলকে আশ্বস্ত করে অভিযান শেষের ম্যাচে আগামীকাল ফিরছেন বলে খবর। মুকেশ, চামিরার জন্য ভুল শুধরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার ম্যাচ। তবে মুকেশদের বসিয়ে বাকিদের দেখে নেওয়ার ভাবনাও ঘুরছে দিল্লি শিবিরে।

হেডকোচ হেমাঙ্গ বাদানি গত ম্যাচের পর জানিয়েও দেন, শেষ দুই ওভারেই ম্যাচ হাত থেকে ফসকে যায়। পিচ মোটেই সহজ ছিল না। বল টার্ন করছিল। কিন্তু সুযোগ তৈরি করেও তা হাতছাড়া হয়। হতাশা, আক্ষেপ ঝেড়ে পাঞ্জাবের পার্টি পণ্ড করতে চাইছে দিল্লি। এখন দেখার, টগবগিয়ে ছুটতে থাকা পাঞ্জাব নাকি ছিটকে যাওয়া দিল্লি-জয়পুর জয় করে কারা।

দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের জন্য প্রস্তুতিতে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার।

মারমুখী অর্ধশতরানের পথে ঈশান কিষান। শুক্রবার।

ঈশান-ঝড়ে সূর্যোদয় হায়দরাবাদের

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-২৩১/৬
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু- ৩১/০ (৩ ওভার পর্যন্ত)

লখনউ, ২৩ মে : রজত পাতিদারের আঙুলের চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি। তাঁকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। ফলে শুক্রবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নবম অধিনায়ক হিসেবে টস করতে নামেন জিতেশ শর্মা। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের অভিষেক মঞ্চে রং ছড়ালেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের উইকেটকিপার ঈশান কিষান।

২৩ মার্চ চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় দিনে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৪৭ বলে ১০৬ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছিলেন ঈশান। সেদিন হায়দরাবাদ ২৮৬ রান তুলেছিল। কিন্তু মাঝের সময়ে ঈশানের ব্যাটও কথা বলেনি। কিন্তু শুক্রবার লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে দর্শকদের মনোরঞ্জনের দায়িত্ব একাই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন ঈশান (৪৮ বলে অপরাজিত ৯৪)।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে অবশ্য ঝড় তুলেছিলেন অভিষেক শর্মা (১৭ বলে ৩৪)। করোনার জন্য গত ম্যাচে ছিলেন না ট্রাভিস হেড। এদিন তাঁকে উলটোদিকে দাঁড় করিয়ে রেখে অভিষেক একাই কার্যত পাওয়ার প্লে-তে দলকে পঞ্চাশ পার করিয়ে দেন। টপকে যান টি২০-তে ৪ হাজার রানের গণ্ডিও। অভিষেককে ফিরিয়ে লুঙ্গি এনগিডি ওপেনিং জুটি ভাঙার পর স্থায়ী হননি হেড।

এখান থেকেই খেলা ধরেন ঈশান। হেনরিচ ক্লাসেনকে (২৪) নিয়ে ৪৮ রানের জুটি গড়েন তিনি। অহেতুক আগ্রাসী ব্যাটিং নয়, চার-ছক্কার সঙ্গে খুচরো রানে স্কোরবোর্ডও সচল রাখেন ঈশান। যেটা সচারচর তাঁর ব্যাটিংয়ে দেখা যায় না। মাঠের সব প্রান্তে শট খেলে পরিণত ব্যাটিংয়ের নমুনা রাখেন ঈশান। ক্যামিও ইনিংসে ঈশানকে সাহায্য করেন অনিকেত ভার্মা (৯ বলে ২৬)। এদিন হায়দরাবাদ ইনিংসে ১৫টি ছক্কা এসেছে। যা লখনউয়ের মাঠে কোনও টি২০-তে দ্বিতীয় সর্বাধিক। শেষপর্যন্ত হায়দরাবাদ থামে ২৩১/৬ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে বেঙ্গালুরু ৩ ওভারে বিনা উইকেটে ৩১ রান তুলেছে। ক্রিজে বিরাট কোহলির (২১) সঙ্গে ফিল সল্ট (৩)।

পাক জ্যাভলিন থ্রোয়ারের লক্ষ্য এবার ১০০ মিটার

নীরজ প্রসঙ্গে চুপ পাকিস্তানের আর্শাদ

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : প্যারিস অলিম্পিকের পর থেকে একে অপরকে প্রশংসায় ভরিয়েছেন বারবার। তবে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে।

খুব বেশি নয়, মাসখানেক আগের কথা। নিজের নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। সেজন্য কম সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি নীরজকে। যদিও পহলগাম সন্ত্রাস হামলার পর সেই প্রতিযোগিতাই স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে নীরজকে বলতে শোনা যায়, আর্শাদ কখনোই তাঁর 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' ছিলেন না। এমনকি দুইজনের যে সম্পর্ক ছিল এবার হয়তো সেটাও থাকবে না। নীরজের সেই মন্তব্যের জবাব দিতে যদিও খুব বেশি শব্দ খরচ করেননি পাক জ্যাভলিন থ্রোয়ার। আর্শাদ বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নীরজের কোনও মন্তব্যের জবাব দিতে চাই না। আমি গ্রামের ছেলে। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আমার পরিবার এবং আমি সবসময় দেশের সেনাবাহিনীর পাশে রয়েছি। আগামী দিনেও থাকব।' প্যারিসে সোনাজয়ী আর্শাদ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ায় কি তবে দুই তারকা জ্যাভলারের বন্ধুত্বে দাঁড়ি টেনে দিল?

এদিকে, দোহা ডায়মন্ড লিগে

ক্রমশ দূরত্ব বাড়ছে নীরজ চোপড়া ও আর্শাদ নাদিমের।

> এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নীরজের কোনও মন্তব্যের জবাব দিতে চাই না। আমি গ্রামের ছেলে। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আমার পরিবার এবং আমি সবসময় দেশের সেনাবাহিনীর পাশে রয়েছি। আগামী দিনেও থাকব।
>
> **আর্শাদ নাদিম**

সদ্য ৯০ মিটারের বাধা টপকেছেন নীরজ। ভারতের প্রাক্তন অ্যাথলিট গগন নারাং মনে করছেন এই সাফল্য আগামী দিনে মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলবে নীরজকে। বলেছেন, 'একটা অদৃশ্য বাধা ছিল নীরজের সামনে। সেটা এবার ভেঙে গিয়েছে। আমার ধারণা এই সাফল্য মানসিকভাবে ওকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।' প্রতিদ্বন্দ্বী আর্শাদ অবশ্য এই ব্যাপারেও বিশেষ মন্তব্য করতে চাননি।

শুধু বলেছেন, 'এটা নীরজের জন্য ভালো।' পাক জ্যাভলিন থ্রোয়ারের সংযোজন, 'আমার লড়াইটা সবসময় নিজের সঙ্গে। আমার লক্ষ্য একদিন না একদিন ১০০ মিটার স্পর্শ করা।'

টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণা ম্যাথিউজের

কলম্বো, ২৩ মে : টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চলেছেন বর্ষীয়ান শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে এই ঘোষণা করেছেন তিনি।

আগামী মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। গলে সিরিজের প্রথম ম্যাচটি খেলেই লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন তিনি। ২০০৯ সালে এই গলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর। নিজের বিদায়ি বার্তায় ম্যাথিউজ বলেছেন, 'একটানা ১৭ বছর শ্রীলঙ্কার হয়ে খেলতে পেরে আমি গর্বিত। এবার টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টই আমার কেরিয়ারের শেষ টেস্ট হতে চলেছে।' তবে টেস্টকে বিদায় জানালেও সীমিত ওভারের ফর্ম্যাটে খেলবেন বলেই জানিয়েছেন ম্যাথিউজ। তিনি বলেছেন, 'টেস্টকে বিদায় জানালেও শ্রীলঙ্কার হয়ে ওডিআই ও টি২০ ফর্ম্যাটে খেলার জন্য সবসময় আমি তৈরি।'

এখনও পর্যন্ত ১১৮টি টেস্ট খেলে ৪৪.৬২ গড়ে ৮১৬৭ রান করেছেন ম্যাথিউজ। শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে টেস্টে তৃতীয় সর্বাধিক রানসংগ্রহকারী তিনি। টেস্টে ১৬টি শতরান ও ৪৫টি অর্ধশতরান রয়েছে এই বর্ষীয়ান ক্রিকেটারের। পাশাপাশি ৩৪টি টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে নেতৃত্বও দিয়েছেন ম্যাথিউজ।

অ্যাফিডেভিট

I, MD Nayem Ali, S/O-MD Soleman Ali, Vill-Bhabanipur, P.O-Isadpur, P.S-Chanchal, Dist-Malda. That the time of issuing my son's birth Certificate his actual name is Rafan Ali in which name has been wrongly recorded as Farhan Ali instead of Rafan Ali. That Rafan Ali & Farhan Ali is the same and one identical person from Chanchal EM on 05/02/2025. (C/116564)

e-TENDER NOTICE

E-Tenders are hereby inviting by Prodhan of Alihanda Gram Panchayat for the execution of works under 15th FC vide. N.I.T No. MLD/CHL-1/AGP/03/2025 and N.I.T No. MLD/CHL-1/AGP/04/2025 of Dated-20.05.2025. Details are available in the office of the undersigned & log on to of website www.wbtenders.gov.in Last date of submission Bids: upto 29.05.2025 (upto 5:00 PM)

Sd/-
Prodhan
Alihanda Gram Panchayat
Chanchal-I P. S,Malda

একটা হারেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন শুভমানরা

ম্যাচ জিতেও আক্ষেপ পন্থের

আহমেদাবাদ, ২৩ মে : প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফে পা।

প্রথম দুইয়ে থাকার বড় দাবিদার। যদিও সেই ফুরফুরে মেজাজে হঠাৎ সিঁদুরে মেঘ। একটা ম্যাচ, একটা হারে বদলে গিয়েছে পরিস্থিতি। লখনউ সুপার জায়েন্টসের কাছে বৃহস্পতিবার অশ্বমেধের ঘোড়া আটকে যাওয়ার পর গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান গিল যা মেনেও নিচ্ছেন।

গিলের যুক্তি, ২৯ মে শুরু প্লে-অফে ভুলভ্রান্তির সুযোগ কম। উনিশ-বিশে গোটা বছরের স্বপ্ন, পরিশ্রম এক নিমেষে ভেঙে চুরমার হতে পারে। সতীর্থদেরও যা মনে করিয়ে দিলেন। হেডকোচ আশিস নেহেরা, অধিনায়ক শুভমানদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে তিন বিভাগেই লখনউয়ের হাতে 'মাত' খাওয়া।

ফর্মে থাকা বোলিং পুরোপুরি ফ্লপ। বোলারদের কাজ কঠিন করেছে দলের ফিল্ডিং। প্রথম থেকে একঝাঁক ক্যাচ ফেলে লখনউ ব্যাটারদের সুযোগ করে দিয়েছে। মিচেল মার্শ (৬৪ বলে ১১৭), নিকোলাস পুরান (৫৬), আইডেন মার্করামরা (৩৬) যার ফায়দা তুলতে ভুল করেননি। দাগ কাটতে ব্যর্থ বোলাররাও। বিশেষত, রশিদ খানের ফর্ম কপালের ভাঁজ বাড়াতে বাধ্য।

২৩৬ টার্গেটের চাপ নিতে পারেনি গুজরাটের টপ অর্ডার। বি সাই সুদর্শন (২১), শুভমান (৩৫), জস বাটলার (৩৩), শেরফানে রাদারফোর্ডরা (৩৮) ক্রিজে জমে গিয়েও আসর জমাতে পারেননি। শেষপর্যন্ত প্রত্যাশার ফানুস বাঁচিয়ে রাখলেও শাহরুখ খানের (৫৭) ইনিংসে বাঁচেনি ম্যাচ। ২০২ রানে আটকে গিয়ে ৩৩ রানে হার।

হার ছাপিয়ে প্লে-অফের ভাবনা, অজানা আশঙ্কা। বাটলার সহ একাধিক বিদেশি ক্রিকেটার ভারত ছাড়বেন নিজ নিজ দেশের হয়ে খেলার দায়বদ্ধতার কারণে। বাটলার না থাকা মানে মিডল অর্ডারে অনেকটা শূন্যতা তৈরি হওয়া। লখনউ ম্যাচের আগে শাহরুখ খান বলেছিলেন, টপ অর্ডারে শুভমান-সুদর্শনরা ভালো খেলছেন। প্রয়োজন পড়লে মিডল অর্ডারও প্রস্তুত। কিছুটা ঝলক শাহরুখের ব্যাটে দেখা গেলেও 'ফিনিশার' বাটলারের বিকল্প মেলা কঠিন তা পরিষ্কার।

দলকে ছন্দে ফেরানোর সঙ্গে বাটলারদের বিকল্প প্রস্তুত, প্লে-অফের আগে বড় চ্যালেঞ্জ গুজরাটের হেডকোচ আশিস নেহেরাদের জন্য। শুভমানও বোলিং ব্যর্থতা স্বীকার করছেন। জানান, ১৫-২০ রান বেশি দিয়ে ফেলেছেন। লখনউকে ২১০-২২০ রানের মধ্যে আটকে রাখতে পারলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত।

গিল আরও বলেছেন, '২৩৫ রান তাড়া করতে নেমে ১৭ ওভার পর্যন্ত আমরা লড়াইয়ে ছিলাম। শাহরুখ ও রাদারফোর্ড ওই সময় দারুণ ব্যাট করছিল। তাছাড়া আমরা পাওয়ার প্লে-তে খারাপ বল করিনি। কিন্তু তারপরও ১৪ ওভারে ওরা ১৮০-তে পৌঁছে যায়, যা ব্যবধান গড়ে দেয়। প্লে-অফের আগে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে (রবিবার, প্রতিপক্ষ চেন্নাই সুপার কিংস) ছন্দটা ফিরে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ।'

আইপিএলে প্রথম সেঞ্চুরি পেয়ে উচ্ছ্বসিত ম্যাচের নায়ক মার্শের মুখে ২০১০ সালে ডেকান চার্জার্সের হয়ে অভিষেকের কথা। ১৫ বছরে বারবার দল বদলেছেন। অবশেষে লখনউয়ের জার্সিতে শতরান। কৃতিত্বটা ওপেনিং পার্টনার মার্করামকেও দিচ্ছেন। ভালো শুরু করেও প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি দলগতভাবে। সেই আক্ষেপ মার্শের গলাতেও।

লিগ টেবিলের এক নম্বর দলকে হারিয়ে আফসোস ঝরে পড়ল ঋষভ পন্থের কথায়। লখনউ অধিনায়ক বলেছেন, 'ভালো ক্রিকেট খেলার কথা বলি আমরা। বিক্ষিপ্তভাবে আমরা বারবার তা করে দেখিয়েওছি। আমাদের সামনেও সুযোগ ছিল প্লে-অফে ওঠার। দুর্ভাগ্য তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ আমরা। এটাই ক্রিকেট।'

জয়ে ফেরা দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কাও। লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার বলেছেন, 'শুভেচ্ছা জয়ে ফেরার জন্য। সুপার জায়েন্টস পরিবারের নতুন সদস্য উইল ও'রৌরকেকে অভিনন্দন দুর্দান্ত পারফরমেন্সের জন্য।'

অবশেষে হাসি ফুটল লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক ঋষভ পন্থের মুখে। আহমেদাবাদে বৃহস্পতিবার রাতে।

দাত্তু ফাদকারে নামবে রামভোলা

কোচবিহার, ২৩ মে : রবিবার থেকে শুরু হতে চলা সিএবি-র দাত্তু ফাদকর ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে কোচবিহারের হয়ে অংশ নেবে রামভোলা হাইস্কুল। দলে রয়েছে ময়ুখ দাস (অধিনায়ক), শুভদীপ দাস, প্রাচুর্য বিশ্বাস, সর্বদীপ দেব, সুমিত সাহা, সৌম্যদীপ বীর, অঙ্কিত গুপ্তা, শুভজিৎ সাহা, সানি দাস, তিয়াস চক্রবর্তী, তুষার রায়, অরিজিৎ দাস, দেবায়ন সাহা ও সৌমিক দত্ত। কোচ ও ম্যানেজার সৌমিত্র পান্ডে। বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি রাহুলকুমার রায় জানিয়েছেন, বীরভুমের সিউড়িতে খেলতে দল রওনা দেবে ২৯ মে। রামভোলা হাইস্কুল ৩১ মে রত্নাকর নর্থ পয়েন্ট স্কুলের বিরুদ্ধে নামবে।

সীতার হ্যাটট্রিক

হলদিবাড়ি, ২৩ মে : দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পের মোস্তাফা সরকার ট্রফি মহিলা ফুটবলে শুক্রবার গোমটু ভুটান এফসি ৪-৩ গোলে দিনাজপুরের নন্দঝাড় ছাত্র সমাজকে হারিয়েছে। দেওয়ানগঞ্জের গোলস্কোরার পাচু থাপা, তনুশ্রী রয়, অন্তনিশা ওরাওঁ ও সুষমা ওরাওঁ। দিনাজপুরের সীতা বিশ্বাস হ্যাটট্রিক করেন। শনিবার খেলবে কলকাতার গয়েশপুর ফুটবল অ্যাকাডেমি ও কালিম্পংয়ের দেবাঞ্জন শেরে মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমি।

সেরা বারবিশা

কামাখ্যাগুড়ি, ২৩ মে : কামাখ্যাগুড়ি প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল বারবিশা টাইটান্স। শুক্রবার ফাইনালে তারা ৩ রানে হারিয়েছে রাইজিং এসপি ইলেভেনকে। টাইটান্স প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৩০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা ডনিল দত্ত ১০৭ রানে অপরাজিত থাকেন। সুজন মজুমদারের শিকার ২০ রানে ৩ উইকেট। জবাবে ব্যাট রাইজিং ১৯.৫ ওভারে ২২৭ রানে গুটিয়ে যায়। রুপম বর্মন ৬৩ রান করেন। দীপঙ্কর পাল ৪ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

গাজোলের ড্র

গাজোল, ২৩ মে : দেশবন্ধু ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির পুলিন হেমপ্রভা ট্রফি ফুটবল লিগে শুক্রবার গাজোল হাইস্কুল এবং রানিগঞ্জ জঙ্গলমহল এফসি-র ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। গাজোলের অভিজিৎ টুডু ও রানিগঞ্জের রোহিত হেমরম গোল করেন। শনিবার খেলবে ডহর ডাঙি স্পোর্টিং ক্লাব ও গাতিকোড়া শিমুলঝুড়ি।

চাকরি পেতে বিলম্ব, উদ্যোগী আইএফএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা ফুটবল দলের অধিকাংশ ফুটবলার ইতিমধ্যেই চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। বাকি মাত্র দুই ফুটবলার।

প্রথমজন জুয়েল আহমেদ মজুমদার। জানা গিয়েছে, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র ভিনরাজ্যের। যে কারণে ভেরিফিকেশন আটকে। ফলে চাকরি পেতে বিলম্ব হচ্ছে। জুয়েল গোটা বিষয়টা জানিয়েছিলেন বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ-কে। সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্ত নিজে সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হন। কথা বলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে। ক্রীড়ামন্ত্রী দ্রুত সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন। চাকরি হয়নি বাসুদেব মান্ডিরও। যদিও তাঁরও কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে চাকরির প্রক্রিয়া আটকে গিয়েছে।

বাংলাপক্ষের ডেপুটেশন

এদিকে, কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে আরও বেশি ভূমিপুত্র খেলানো বাধ্যতামূলক করতে শুক্রবার আইএফএ-তে ডেপুটেশন জমা দিল বাংলাপক্ষ।

প্রথম একাদশে ভূমিপুত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে ৯ করার দাবি জানাল তারা। এ ব্যাপারে আইএফএ-র তরফে সচিব অনির্বাণ দত্তর বক্তব্য, 'বাংলার ফুটবলারদের স্বার্থে প্রতিযোগিতার মানটাও বজায় রাখতে হবে। আমার ধারণা, তুলনায় সেই মানের পর্যাপ্ত বাঙালি ফুটবলারের অভাব রয়েছে। তাছাড়া আই লিগ, আইএসএলের দলগুলোর স্বার্থও দেখতে হবে আইএফএ-কে।'

ভবিষ্যতে প্রিমিয়ার ডিভিশনের প্রথম একাদশে ভূমিপুত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে সর্বাধিক ৭ করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি।